ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	২য় সংখ্যা
মুহাররম-ছফর	১৪৩৮ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪২৩ বাং
নভেম্বর	২০১৬ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

সালাফী দাওয়াত

সালাফী দাওয়াত হ'ল রহমতের নবীর রেখে যাওয়া শান্তি ও রহমতের দাওয়াত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে মানুষকে ফিরিয়ে নেবার দাওয়াত। যে দাওয়াতের মধ্যে হেদায়াত ব্যতীত কোন ভ্রষ্টতা নেই। প্রশান্তি ব্যতীত কোন ভীতি নেই। সৌভাগ্য ব্যতীত কোন দুর্ভাগ্য নেই। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগ্য হবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৩)*। এই দাওয়াত ক্ষতিকর হ'ল তাদের জন্য, যারা নানাবিধ শিরক ও বিদ'আতের মাধ্যমে রূযী তালাশ করে ও মানুষের পরকাল নষ্ট করে। এই দাওয়াত ভীতিকর হ'ল ঐ লোকদের জন্য, যারা দ্বীনকে হুকূমত থেকে পৃথক করেছে ও মানুষকে আল্লাহ্র আইনের গোলামী থেকে বের করে নিজেদের মনগড়া আইনের শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। এই দাওয়াত ভয়ংকর হ'ল ঐসব মূর্খ জিহাদীদের জন্য, যারা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের মাধ্যমে দ্রুত জান্নাত লাভের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে।

এই দাওয়াত ঐসব ভানকারী লোকদের বিরুদ্ধে, যারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে প্রতিনিয়ত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে যাচ্ছে। এই দাওয়াত সর্বদা মানুষকে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পরিচ্ছন্ন দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানায়। যে দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে ধ্বংস হবে। এই দাওয়াত মানুষকে রায় ও ক্বিয়াসের ধূম্রজাল থেকে বের করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকোজ্জ্বল সরল পথে পরিচালিত করে। এই দাওয়াত তাওহীদকে শিরকের দূষণমুক্ত এবং আমলকে বিদ'আতের কলুষমুক্ত করতে চায় এবং আনুগত্য ও অনুসরণকে স্রেফ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য খাছ করতে চায়। এই দাওয়াতকে জিহাদী ও ত্বাগূতী বা চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী বলে ভাগাভাগি করার কোন সুযোগ নেই। যখনই কেউ এই দাওয়াতের মধ্যপন্থী আক্বীদা ও পরিচ্ছন্ন নীতি থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই সে সালাফী তরীকা থেকে বিচ্যুৎ হবে। এই দাওয়াত কোন কবীরা গোনাহগার মুসলিমকে কাফের বলে না। তার রক্তকে হালাল মনে করে না। এই দাওয়াত জীবনের প্রতিটি শাখা এবং প্রতিটি দিক ও বিভাগকে বিশুদ্ধ ইসলামের বিধান অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চায়। যদি কোন একটি শাখায় সে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে ঐ শাখায় সে সালাফী থাকে না এবং তখন সে বিকলাঙ্গ হবে, পূর্ণাঙ্গ সালাফী হবে না। যদি কেউ মনে করে আল্লাহ্র বিধান এ যুগে অচল, অথবা মনে করে যে, আল্লাহ্র বিধানের চাইতে মানুষের মনগড়া বিধান উত্তম বা সমান বা দু'টিই চলবে, তাহ'লে সে নিঃসন্দেহে কুফরী করবে এবং কবীরা গোনাহগার হবে। সুস্থ ও সক্ষম অবস্থায় খালেছ তওবা ব্যতীত আখেরাতে তার বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। এই দাওয়াতের অনুসারীরা মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং পরস্পরে যুদ্ধ করাকে কুফরী বলে মনে করে। তারা ক্ষমতার জন্য দলাদলি ও তার জন্য ব্যালট ও বুলেট দু'টি পদ্ধতিকেই নিষিদ্ধ গণ্য করে এবং সর্বত্র দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ও শূরা পদ্ধতি সমর্থন করে। তারা সূদী ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে হারাম মনে করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে মানুষের মনগড়া শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিলযোগ্য মনে করে।

সালাফী দাওয়াত স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাওহীদে ইবাদত ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা করে এবং এজন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়। তারা পারস্পরিক বিনয় ও সহনশীলতাকে ঐক্যের পূর্বশর্ত বলে গণ্য করে এবং পরস্পরে গীবত-তোহমত ও হিংসা-প্রতিহিংসাকে এপথে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করে। এই দাওয়াত মুসলমানদের সকল দল-মতের আলেম ও সমাজনেতাকে সম্মান করে ও তাদের সকল সৎকর্মে সহযোগিতা করে। তারা মনে করে যে, শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আত মুক্ত ইত্তেবায়ে সুন্নাহ ব্যতীত কারু সাথে পুরাপুরি ঐক্যের কোন সুযোগ নেই। তারা সর্বাবস্থায় হাদীছের অনুসারী হিসাবে কাজ করে এবং হাদীছ বিরোধী সবকিছু পরিত্যাগ করে। তারা সর্বাবস্থায় ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকে তাদের স্থায়ী কর্মপদ্ধতি হিসাবে গণ্য করে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সমাজ সংস্কারকে তাদের প্রধান কর্মসূচী হিসাবে নির্ধারণ করে। উক্ত মহতী লক্ষ্যে তারা দ্বীনদার আমীরের অধীনে সম আক্বীদাসম্পন্ন মুমিনদের সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করে। তারা জামা'আতবদ্ধ জীবনকে আবশ্যিক ও বিচ্ছিন্ন জীবনকে নিষিদ্ধ মনে করে। তারা সরকারের ভাল কাজের প্রশংসা করে ও অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এবং আইনের চোখে সরকার ও সাধারণ নাগরিক সকলে সমান বলে বিশ্বাস করে।

তারা মনে করে, প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামের নীতি নয়। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয়। এমতক্ষেত্রে সরকারের নিকটে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য তুলে ধরাই বড় জিহাদ; যদি তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়। তাদের মতে, একজন মুমিন যেখানেই বসবাস করুক, সর্বদা তার জিহাদী চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর মূলনীতি থেকে সে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকতে পারবে না। বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলা করেই তাকে এগোতে হবে। এজন্য নিরন্তর দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এভাবেই সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। বস্তুতঃ এটাই হ'ল নবীগণের তরীকা। আর প্রকৃত প্রস্তাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পবিত্র আমানতই হ'ল সালাফী দাওয়াত। যা উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলে পরিচিত। সালাফী দাওয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ কল্পনা বিলাসী রাই নানাবিধ রঙ চড়িয়ে এই মহান দাওয়াতকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায়। অতএব প্রকৃত সালাফীরা সাবধান! *(স.স.)*।

কুরআন অনুধাবন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী :

(১) আরবী ভাষা জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করা।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ না কারু মধ্যে কোন আরবী বাক্যকে আরবী ভাষারই দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ সে কুরআনের উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ভঙ্গি ও তার বিশেষ ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারবে না। আর যদি তা না হয় তবে কুরআনের ভাব ও অর্থের এমন অনেক দিক দেখা দিবে, যা তার জ্ঞান ও অনুভূতিতে ধরা পড়বে না'। অর্থাৎ কুরআন অনুধাবনের জন্য কেবল আরবী ভাষা জ্ঞান যথেষ্ট নয়, বরং আরবী ভাষার যথার্থ অনুভূতি আবশ্যক। এর জন্য দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয়। এজন্য তাকে আরবীর সকল পরিভাষা ও ব্যবহার ক্ষেত্র সমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হ'তে হবে। যাতে একই বিষয় বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা যায়। আর এইসব বর্ণনা ভঙ্গির সূক্ষ্ম পার্থক্য সমূহ সে পুরা মাত্রায় অনুধাবন করবে।

উদাহরণ : কোন রোগীকে কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ভাল আছি'। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এই বাক্যের দু'টি পরস্পর বিরোধী অর্থ হ'তে পারে। যেখানে পার্থক্য থাকে কেবল বর্ণনা ভঙ্গির। যদি রোগী নৈরাশ্যের অনুশোচনায় 'ভাল আছি' বলে থাকেন, তবে বুঝতে হবে তিনি 'ভাল নেই'। আর যদি প্রশান্ত মনে বলে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে, প্রকৃত অর্থেই তিনি সুস্থ। এ কারণেই অলংকার শাস্ত্রবিদগণের মতে শব্দসমূহের কোন প্রতিশব্দই নেই এবং একটির অর্থ কেবল একটিই হ'তে পারে'। কেবল ভাষাবিদ নয় এমন ব্যক্তিই নানারূপ অর্থ ও তথ্যের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভাষাবিদ শ্রোতা বাক্য শ্রবণ মাত্রই তার একটি অর্থই নির্দিষ্ট করে ফেলেন। তিনি নানা প্রকার ব্যাখ্যার বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন না। তিনি বুঝতে পারেন, এখানে বর্ণনাকারীর মূল উদ্দেশ্য কি?

অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর :

কোন বাক্য সম্পর্কে এ দাবী করা যায় না যে, এর উপরেই বালাগাতের সমাপ্তি ঘটেছে। কেননা অলংকার শাস্ত্র হচ্ছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বাক্যালাপ করণ। যাতে সামান্য পার্থক্যের কারণে অবস্থার চাহিদানুযায়ী নানারূপ অর্থ হ'তে পারে। একটি বাক্য যতই অলংকারপূর্ণ হৌক না কেন, তা অন্য বাক্যের তুলনায় নিম্নমানের হ'তে পারে। আর কুরআন হ'ল অলংকার শাস্ত্রের সেই চূড়ান্ত রূপ, যার কোন তুলনা নেই।

অতএব কুরআন অনুধাবনের অর্থ হ'ল, এমন এক পরিপক্ক অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া যা আরবী ভাষার অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয়। তার ইশারা ও ইঙ্গিত সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারে ও শব্দ সমূহের সঠিক অর্থ নিরুপন করতে পারে। আর যেহেতু কুরআন মজীদ বালাগাতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, তাই ঐ সকল মনীষীবৃন্দ ব্যতিরেকে যাদেরকে স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) নবুঅতের আলোকে আলোকিত করেছেন, অন্য কোন ব্যক্তি দাবি সহকারে বলতে পারেন না যে, অত্র আয়াতের সঠিক অর্থ তাই-ই, যা তিনি বুঝেছেন। কুরআন নিঃসন্দেহে সহজ ও সরল। কিন্তু কোন জিনিসের সহজ-সরল হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তা অনুধাবনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে না। বর্তমানে যারা কুরআনের সঠিক অনুধাবনের দাবীদার, তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা কতদূর এই দাবীর যোগ্য।

উদাহরণ স্বরূপ : সূরা বাক্বারাহ ১৯ আয়াতে أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ অর্থ করা হয়ে থাকে 'আকাশ হ'তে পানি বর্ষণের ন্যায়' (ড. মুজীবুর রহমান)। 'দুর্যোগ পূর্ণ ঝড়ো রাতে' (মুহিউদ্দীন খান)। 'আকাশের বর্ষণ মুখর ' (ইফাবা)। অথচ সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিত, 'আকাশ জুড়ে মুষল ধারে বৃষ্টির ন্যায়'। কেননা صَيِّبٌ এখানে مبالغة বা আধিক্য অর্থে এবং السَّمَاءُ-এর আলিফ লাম إستغراق বা ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য এসেছে। যার বাস্তবতা বুঝানো হয়েছে পরের শব্দগুলিতে فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ 'যাতে রয়েছে ঘনান্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুতের চমক'।

একইভাবে সূরা তওবা ৭২ আয়াতে وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ অর্থ করা হয়ে থাকে 'আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে বড় (নিয়ামত)' - ড. মুজীবুর রহমান। 'বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হ'ল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি' (মুহিউদ্দীন খান)। 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ' (ইফাবা)। অথচ এখানে সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিৎ 'আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সামান্য সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়'। কেননা رِضْوَانٌ শব্দটিতে تنوين (তানভীন) এসেছে تقليل বা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য।

তাফসীরের সংজ্ঞা :

আবু হাইয়ান আন্দালুসী বলেন,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، وَمَدْلُولاَتِهَا، وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ، وَتَتِمَّاتٍ لِذَلِكَ-

'এটি এমন এক ইলম, যাতে কুরআনের শব্দমালার বাচনভঙ্গী, অর্থ ও উদ্দেশ্য, তার ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত আহকাম এবং বাক্যের সংযোজন হেতু গৃহীত অর্থাবলী ছাড়াও এর পরিশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়'। এর মাধ্যমে তিনি ইলমে ছরফ, নাহু, বালাগাত, হাকীকাত-মাজায ছাড়াও

Contents

تتمات ‘পরিশিষ্ট’ অর্থাৎ নাসখ ও শানে নুযূল-এর জ্ঞান বুঝিয়েছেন, যাতে তিনি অস্পষ্ট বিষয় সমূহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন’। উল্লেখ্য যে, যতদিন ইসলাম আরব ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন আরবী ভাষা ও সাহিত্যে কোন ব্যাকরণ রচিত হয়নি এবং প্রয়োজনও ছিল না। ব্যাকরণ ভাষা হ’তে সৃষ্টি হয়, ভাষার উৎপত্তি ব্যাকরণ হ’তে নয়। এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন মাজীদের তাফসীর সংক্রান্ত মতানৈক্য কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু যখন অনারব দেশ সমূহে কুরআনের বিস্তৃতি ঘটে, তখন ব্যাকরণ রচিত হয়।

অতএব যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি আরবী ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান, যার সংখ্যা আলেমগণ ১৪টি বর্ণনা করেছেন, পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে, ততক্ষণ কোন আয়াত সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মত পোষণ করার অধিকার নেই।

তাফসীর ও তাবীল :

তাফসীরের জন্য কুরআন বর্ণিত একক শব্দমালার রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ তাবীল (تاويل) শব্দটি কুরআন নাযিলের যুগে ‘পরিণাম’ অর্থে ব্যবহৃত হ’ত। যেমন আল্লাহ বলেন, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ‘তারা কি তবে তার পরিণতির (ক্বিয়ামতের) অপেক্ষা করছে? যেদিন সেই পরিণতি এসে যাবে, সেদিন যারা এই পরিণতির কথা ইতিপূর্বে ভুলে গিয়েছিল (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা) বলবে, বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন’ *(আ‘রাফ ৭/৫৩)*। অতঃপর দীর্ঘদিন পরে তাবীল শব্দটি ‘তাফসীর’ অর্থে ব্যবহৃত হ’তে থাকে। যদিও দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এরূপ অনেক শব্দ আছে যার অর্থ কুরআন নাযিলের যুগে একরূপ ছিল এবং দু’এক শতাব্দী পরে তা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হ’তে থাকে। অতএব কুরআন অনুধাবনকারীকে সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে, যা কুরআন নাযিলের যুগে গ্রহণ করা হ’ত।

আরবদের উচ্চারণ পদ্ধতির জ্ঞান :

যেমন সূরা নমলে হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদ পাখি সম্পর্কে বলছেন, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ– ‘আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব অথবা যবহ করব। অথবা সে উপযুক্ত কারণসহ আমার কাছে হাযির হবে’ *(নমল ২৭/২১)*। এখানে ذ-এর পূর্বে একটি ا রয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয়। অথচ এটাই রীতি হয়ে আছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি আরবের ক্বিরাআত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তিনি ভুল অর্থ বুঝবেন এবং লিখবেন, ‘আমি তাকে যবহ করব না’- যা হবে একেবারেই উল্টা অর্থ।

অনুরূপভাবে একদা রাসূল (ছাঃ) يَايَحْيَى দীর্ঘ করে পড়েন। তখন ছাফওয়ান বিন আসসাল বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি তো কুরায়শী পদ্ধতি নয়’। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি তাদের মাতৃকুল বনু সা‘দ-এর পদ্ধতি’।

(২) কুরআন অনুধাবনের দ্বিতীয় শর্ত হ’ল কুরআনের সঠিক অনুভূতি। যেমন কোন ব্যক্তি কাব্য ও সাহিত্যের স্বভাবজাত প্রেরণা ও অনুভূতি ব্যতিরেকে কবি ও সাহিত্যিক হ’তে পারে না। ঠিক তেমনি কারু পক্ষে কুরআন অনুধাবনের স্বাভাবিক প্রেরণা ছাড়া কুরআনের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সৈয়দ রশীদ রেযা বলেন, এটি দু’পদ্ধতিতে হ’তে পারে- كَسْبِي ও وهبي কসবী জ্ঞান সমূহ দ্বারা হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান, ছাহাবা ও তাবেঈদের বর্ণনা সমূহ ও কার্যাবলী, প্রথম যুগের প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের বর্ণনা সমূহ প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক জ্ঞান, বিশ্ব ইতিহাস ও আত্মিক জ্ঞান ইত্যাদি, যা কুরআন অনুধাবনে সাহায্য করে। এগুলি হ’ল অর্জিত জ্ঞান, যা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার হ’ল- অহবী বা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কুরআন অনুধাবনের জ্ঞান আল্লাহ্র এক বিশেষ নে‘মত যা আল্লাহ তাঁর বিশেষ বান্দাদের প্রদান করেন’। তবে কসবী বা অর্জিত জ্ঞানই হ’ল প্রকৃত জ্ঞান যার ফলশ্রুতিতে অহবী জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। আর অহবী জ্ঞানের কারণেই কসবী জ্ঞানে পারদর্শী আলেমগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কমবেশী হয়।

(৩) কুরআন অনুধাবনের তৃতীয় শর্ত- আল্লাহভীতি :

কুরআন পথ প্রদর্শক হ’ল মুত্তাক্বীদের, ফাসেকদের নয় (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) আল্লাহভীতির অর্থ হ’ল : আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করে আত্মিকভাবে তার প্রভাব গ্রহণে সক্ষম হওয়া’। পাকস্থলী অকেজো হ’লে খাদ্য বা ঔষধ যেমন কোন কাজ করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে কুফলের আশংকা থাকে, কুরআন অনুধাবনের বিষয়টিও অনুরূপ।

আবু আলী ইবনে সীনা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ইশারাত’-এর শেষভাগে স্বীয় শিষ্যকে বলেন, আমার এই গ্রন্থ যেন সবাইকে পড়তে না দেওয়া হয়। বরং কেবল ঐ লোকদের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ থাকবে যারা কলহপ্রিয় বা পথভ্রষ্ট নয়। যদি এর ব্যতিক্রম করা হয়, তাহ’লে আমি আল্লাহ্র নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করব’।

কেননা ইল্ম হ’ল এক বিশেষ জ্যোতি, যা আল্লাহ তার মুত্তাকী বান্দার মধ্যে সৃষ্টি করেন এবং যা জ্ঞানের অনুভূতির উৎস রূপ হয়। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ-র দু’টি পংক্তি প্রণিধানযোগ্য।-

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي + فَأَوْصَانِى إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي

فَإِنَّ العِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَهِ + وَنُوْرُ اللهُ لاَ يُعْطَى لِعَاصِي

ইবনে সীনা নফসকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করে বলেন,

Contents

আয়না যেভাবে নিজ সম্মুখস্থ বস্তুর আকৃতি ধারণ করে থাকে। তেমনিভাবে নফস যতবেশী পার্থিব জগতের সাথে নিবিড় হবে, ততবেশী সে আল্লাহ্র জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে দূরে সরে যাবে এবং অদৃশ্য জগতের রহস্য অনুধাবনে অক্ষম হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে নফস যে পরিমাণ পার্থিব জগত হ'তে দূরে এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিকটবর্তী হবে, ঠিক তত পরিমাণ তাতে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র জ্ঞান ভাণ্ডারের সান্নিধ্য লাভের দরুন অদৃশ্য জগতের রহস্যাবলী অনুধাবনের যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। যার মস্তিস্কে ও অন্তরে তার কুকর্ম সমূহের আবরণ পড়ে, তার থেকে কুরআন অনুধাবনের আশা করা দুরাশা মাত্র। আল্লাহ বলেন, لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا 'যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

(৪) কুরআন অনুধাবনের ৪র্থ শর্ত :

একটি আয়াতে একটি শব্দ দেখা মাত্র তার তাফসীর ও তাবীলের সাহস না করা। বরং গোটা কুরআন মাজীদ গভীরভাবে অনুধাবন করার পর তার ভাষা, বাচনভঙ্গী এবং বর্ণনা পদ্ধতির সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন, যেন সঠিক অর্থ নির্ধারণে কোনরূপ জটিলতা দেখা না দেয়। উপরন্তু এক স্থানে যে শব্দের কোন অর্থ গ্রহণ করা হয়, তা যেন অন্য স্থানে ব্যবহৃত অর্থের পরিপন্থী না হয়। কেননা প্রত্যেক বর্ণনাকারীর একটি বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি রয়েছে। কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত বর্ণনাকারীর উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত না হবে, সে পর্যন্ত তার বর্ণনার মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ-

(ক) কুরআনে পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ 'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক, অথবা পায়খানা থেকে আস অথবা স্ত্রীগমন করে থাক, আর যদি পানি না পাও, তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত মাটিতে মাসাহ করে নাও' *(নিসা ৪/৪৩)*।

এখানে لمس-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, স্রেফ স্পর্শ করা, কেউ বলেছেন, স্ত্রী মিলন করা। অথচ এর সমাধান কুরআনের অন্য আয়াতেই পাওয়া যায়। যেমন তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন, لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ 'যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগেই অথবা তাদের জন্য মোহর নির্ধারণ না করেই তালাক প্রদান কর, তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৩৬)*। এখানে لمس-এর অর্থ স্ত্রী মিলন *(বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। ইদ্দত-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ... 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে...' *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। مس অর্থ স্পর্শ করা এবং لمس অর্থ অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে স্পর্শ করা। অর্থাৎ مس-এর তুলনায় لمس-এর অর্থে মিলন ও সান্নিধ্যের আধিক্য পাওয়া যায়। অতএব مس দ্বারা যখন স্ত্রীমিলন বুঝায়, তখন لمس দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে স্ত্রীমিলনই বুঝাবে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নারী জাতি সম্পর্কে বর্ণনার সময় কুরআনের এক বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। তা হ'ল প্রকাশ্যে বর্ণনার পরিবর্তে ইঙ্গিতে বর্ণনা করা। যেমন ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীমিলন নিষেধ করে বলা হয়েছে, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ 'অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হ'তে বিরত থাক' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অন্যস্থানে স্ত্রীমিলন বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ 'অথচ তোমরা একে অপরের প্রতি উপগত হয়েছ' *(নিসা ৪/২১)*।

অতএব কুরআনের কোন শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করণের জন্য যদি স্বয়ং কুরআন থেকে সাহায্য নেয়া হয়, তবে সম্ভবতঃ কোন মতবিরোধ ও মতপার্থক্য দেখা দিবে না, যা সাধারণতঃ তাফসীর সমূহে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এরই ভিত্তিতে বলা হয়েছে, اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا 'কুরআনের একাংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে'।

(খ) উদাহরণ : যিকর-এর অর্থ আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 'আর তোমরা (মিনায়) গণিত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি ব্যস্ততা বশে দু'দিনেই (মক্কায়) ফিরে আসে, তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরী করে, তারও কোন গোনাহ নেই...' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*। অত্র আয়াতে 'যিকর' শব্দটির অর্থ 'মিনায় কংকর নিক্ষেপ করা' এবং নির্দিষ্ট দিনগুলি' অর্থ আইয়ামে তাশরীকের ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ তিনদিন। এক্ষণে যদি কোন ভ্রান্ত বিতর্ককারী বলতে চায় যে, 'যিকর' অর্থ 'স্মরণ করা' এবং أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ অর্থ جمع قلت অনুযায়ী ৩ থেকে ৯ দিন বুঝতে হবে। কেননা أَيَّامٍ ও مَعْدُودَاتٍ দু'টি শব্দই نكرة বা অনির্দিষ্ট বাচক; অতএব যদি কেউ বছরের অনির্দিষ্ট কয়েকদিনে কোন উপায়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহ'লে সে ব্যক্তি উক্ত আয়াতের হুকুম যথার্থভাবে পালন করল।

এর জবাব এই যে, প্রকৃত অর্থে 'আল্লাহ্র স্মরণ' হ'ল তাই, যা তিনি স্বীয় নবীর মাধ্যমে বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সেটাই হ'ল আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন কংকর নিক্ষেপ করা। দ্বিতীয় জবাব এই যে, কুরআন মাজীদের বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি এই যে, কুরআন ইবাদত সমূহের নাম উল্লেখ করে না। বরং তার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। এখানে কংকর মারার কথা উল্লেখ না করে তার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুযদালিফাতে অবস্থান করার কথা স্পষ্ট ভাষায় না বলে তার উদ্দেশ্যটুকু বর্ণনা করে বলা হয়েছে, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ... 'আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন...' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। সেই পথপ্রদর্শন এসেছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের মাধ্যমে। ফলে এখানে নিজ ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই।

অতএব কুরআন মজীদে যেখানে 'যিকর' শব্দটি কোন বিশেষ কাল বা স্থানের বন্ধনসহ উল্লেখ হয়েছে, সেখানে তা দ্বারা বিশেষ ইবাদত পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে 'স্মরণ করা' নয়। অতএব হাদীছকে অগ্রাহ্য করে কুরআন অনুধাবনের দাবী হাস্যকর মাত্র।

(৫) পঞ্চম শর্ত :

কুরআনের আহকাম নির্দিষ্ট করণে দূরদৃষ্টতা। কুরআন মাজীদের প্রত্যেক শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করণে যেমনিভাবে উক্ত শব্দাবলী কুরআনের যে সকল স্থানে এসেছে, সে সকল স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অপরিহার্য। তেমনিভাবে কোন আয়াত থেকে কোন হুকুম বের করার ক্ষেত্রে কুরআনের যে সকল স্থানে সেটি বর্ণিত হয়েছে, সে সকল স্থানের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক স্থানের পূর্বাপর প্রয়োগ পদ্ধতির উপর দূরদৃষ্টতা সহকারে উক্ত হুকুমের মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

খারেজী আক্বীদার মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন 'তাগূতের অনুসারী ঐসব লোকেরা 'ঈমানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন'।[১] অথচ এখানে لاَ يُؤْمِنُونَ 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল, لاَ يَسْتَكْمِلُوْنَ الْإِيْمَانَ 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না' *(ফাৎহুল বারী হা/২৩৫৯-এর ব্যাখ্যা)*। কারণ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল দু'জন ছাহাবীর পরস্পরের জমিতে পানি সেচ নিয়ে ঝগড়া মিটানোর উদ্দেশ্যে।[২] দু'জনেই ছিলেন বদরী ছাহাবী এবং দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় ক্ষমাপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। অতএব তাদের কাউকে মুনাফিক বা কাফির বলার উপায় নেই। কিন্তু খারেজী ও শী'আপন্থী মুফাসসিরগণ তাদের 'কাফের' বলায় প্রশান্তি বোধ করে থাকেন। তারা এরদ্বারা সকল কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে 'কাফের' সাব্যস্ত করেছেন। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো'।

অথচ তারা আরবীয় বাকরীতি এবং হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করেননি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الَّذِى لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ– 'আল্লাহ্র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় (৩ বার), যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা হ'তে নিরাপদ নয়'।[৩] এখানে 'মুমিন নয়' অর্থ পূর্ণ মুমিন নয়। অন্য হাদীছে এসেছে, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং পরস্পরে যুদ্ধ করা কুফরী'।[৪] এর অর্থ সে প্রকৃত কাফের নয়, বরং মহাপাপী। যদি এর অর্থ প্রকৃত কাফের বলতে হয়, তাহ'লে উটের যুদ্ধে ও ছিফফীন যুদ্ধে উভয় পক্ষের সকল ছাহাবীকে কাফের বলতে হবে। কোন বিদ্বান যা বলেননি।

(৬) ৬ষ্ঠ শর্ত : নাসেখ-মানসূখের জ্ঞান অর্জন :

আহকামের বাহ্যিক দ্বন্দ্বের ফলে অনেক তাফসীরবিদ কুরআনের আয়াত সমূহে নাসেখ-মানসূখের মত পোষণ করে থাকেন এবং একে এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের মতে এর দ্বারা নাস্খ-এর পরিভাষাগত অর্থ (রহিত করা) নয়, বরং আহকামের প্রয়োগ বিধি বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন আয়াত মানসূখ (রহিত) নয়। বরং এক হুকুমকে অন্য হুকুমের তুলনায় সাময়িকভাবে মানসূখ বলা যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ : (১) কুরআনের এক স্থানে কাফিরদের উৎপীড়নে ধৈর্যধারণের কথা বলা হয়েছে *(মুযযাম্মিল ৭৩/১০; মুদ্দাছছির ৭৪/৭; আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*। কিন্তু অন্যত্র জোরালো ভাষায় জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ– 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের

১. *সাইয়িদ কুতুব, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ২/৮৯৫; জিহাদ ও ক্বিতাল ৬৭ পৃ.।*

২. *বুখারী হা/২৩৫৯; মুসলিম হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/২৯৯৩।*
৩. *বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।*
৪. *বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।*

ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর ওটা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তওবাহ ৯/৭৩)*। এখানে একটি অপরটির নাসিখ নয়। বরং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ সেই যুগে ছিল, যখন মুসলমানগণ দুর্বল ছিল। আর জিহাদের নির্দেশ সেই সময়ের জন্য যখন মুসলমানেরা শক্তিশালী হয়েছিল। এই নিয়ম সকল যুগেই প্রযোজ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল'। ইবনুল 'আরাবী বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ'ল স্থায়ী জিহাদ'।[৫]

এমনিভাবে যে সকল আয়াত সম্পর্কে নাস্‌খ-এর দাবী করা হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কুরআনের কোন আয়াতই অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসূখ নয়।

উদাহরণ (২) : সূরা নিসাতে বলা হয়েছে, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً 'অতঃপর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার ফরয মোহরানা প্রদান কর' *(নিসা ৪/২৪)*। অত্র আয়াতে اسْتَمْتَعْتُمْ শব্দ দ্বারা অনেকে মুৎ'আ বিবাহ অর্থ নিয়েছেন। যার হুকুম রহিত হয়েছে। অতএব তারা অত্র আয়াতকে হুকুমের দিক থেকে মানসূখ বলেছেন। অথচ মুৎ'আর সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্কই নেই।

উদাহরণ (৩) : এমন হয় যে, কোন আয়াতে একটি হুকুম সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে হুকুমটি বিশেষ প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনেকে এই নির্দিষ্ট করণকেই নাস্‌খ ধরে নিয়েছেন। যেমন ইদ্দত সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে ও স্ত্রীদের ছেড়ে যায়, তারা যেন স্বীয় স্ত্রীগণকে বের করে না দিয়ে এক বছরের জন্য ভরণ-পোষণের অছিয়ত করে যায়' *(বাক্বারাহ ২/২৪০)*। অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ইদ্দত এক বছর। কিন্তু অন্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে ও বিধবা স্ত্রীদের ছেড়ে যাবে, ঐ স্ত্রীগণ চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে)। অতঃপর যখন তারা মেয়াদ পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের বিষয়ে ন্যায়ানুগভাবে যা করবে, তাতে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওফাতের ইদ্দত এক বছর নয় বরং চার মাস দশ দিন।

আয়াত দু'টির মধ্যে বাহ্যতঃ বিরোধ দৃষ্ট হওয়ায় তাফসীরবিদগণ নাস্‌খ-এর মত পোষণ করে থাকেন। অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এখানে নাস্‌খ নেই। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, উক্ত আয়াত দ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথ এই যে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য এক বছরের থাকা-খাওয়ার অছিয়ত করা মুস্তাহাব। তবে স্ত্রীর ইদ্দতকাল হ'ল চার মাস দশ দিন (যদি সে গর্ভবতী না হয়)। এরপর সে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। অবশ্য স্ত্রীর জন্য উক্ত অছিয়ত মোতাবেক এক বছর অবস্থান করা ওয়াজিব নয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু হযম, আবুবকর আল-জাছছাছ প্রমুখের বক্তব্য দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, কুরআন মজীদের কোন আয়াতের উপরে যখন নাস্‌খ আরোপ করা হয়, তখন তা দ্বারা রহিত করণ বুঝায় না। বরং একথাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় যে, দু'টি আয়াতের হুকুমের প্রেক্ষিত ও অবস্থা ছিল ভিন্ন। এভাবে আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বীনের পূর্ণতারই দলীল।

এ কারণেই যে সকল বিদ্বান নাস্‌খ স্বীকার করেন, তারা মানসূখ আয়াতের সংখ্যা নির্ধারণে সীমাহীন মত পার্থক্যে পড়ে গেছেন। ফলে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা তাদের নিকট ৫০০, ৩০০, ২৫, ২০ ও শেষমেশ ৫টিতে দাঁড়িয়েছে।

উদাহরণ (৪) : ইবনুল 'আরাবী মানসূখ আয়াতের সংখ্যা ২০টি বলেন। তার মধ্যে একটি হ'ল وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 'আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবীকে খাদ্য দান করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)* আয়াতটি পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৫৮)* দ্বারা মানসূখ হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াত মানসূখ হয়নি। বরং এটি অতিবৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, যারা ছিয়ামে অধিক কষ্টবোধ করেন, তাদের জন্য। তিনি গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মায়েদের জন্যও এটি প্রযোজ্য বলেন। আনাস (রাঃ) নিজের চরম বার্ধক্যে এক বছর বা দু'বছর এরূপ করেছিলেন এবং একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে গোশত ও রুটিসহ উত্তম খাদ্য খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেন *(কুরতবী; ইবনু কাছীর)*। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর মতে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা ৫টি। তবে মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু-র মতে কুরআনে একটিও মানসূখ আয়াত নেই।

---

৫. কুরতুবী, সূরা তওবা ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ৮/১৮৭ পৃ.; তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/১৯২।

Contents

আমাদের মতে নাস্‌খ দু'প্রকারের। নাস্‌খে আয়াত ও নাস্‌খে আহকাম। আমরা নাস্‌খে আহকামে বিশ্বাস করি, নাস্‌খে আয়াতে নয়। অর্থাৎ দু'টি ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে দু'টি ভিন্ন হুকুম নাযিল হয় এবং উভয় হুকুম স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও যথাযথ বলে গণ্য হয়। যেমন মুসলমানগণ যখন দুর্বল ছিল, তখন তাদের ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়। পরে যখন শক্তিশালী হয়, তখন জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। এই হুকুম দু'টি অতীতে যে প্রেক্ষাপটে যেভাবে আমলযোগ্য ছিল বর্তমানেও তেমন আছে। কিন্তু কাফেররা এই পরিবর্তনের রহস্য বুঝতে না পেরে রাসূলকে 'মিথ্যা উদ্ভাবনকারী قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ 'তারা বলে, তুমি তো মনগড়া কথা বল' -*(নাহল ১৬/১০১)* বলে গালি দিয়েছিল।

অতএব যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবনের সৌভাগ্য লাভ করতে চান, তার জন্য যেমন কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ নির্দিষ্টকরণে স্বয়ং কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন, তেমনি হুকুম সমূহ বের করার ক্ষেত্রে তার জন্য যরূরী হ'ল কোন্ হুকুম কোন্ যুগের জন্য ছিল তার ক্ষেত্র ও স্থান নির্ণয় করা এবং প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য উদঘাটনে গবেষণা করা। এটা না করে নাসিখ-মানসূখ বলে চালিয়ে দিলে তা কুরআনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে।

তাফসীর ও তাবীল-এর পার্থক্য :

তাফসীরের অর্থ হ'ল শব্দের ব্যাখ্যা করা এবং তাবীলের অর্থ হ'ল মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা। যেমন (১) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 'নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা ঘাঁটিতে সদা সতর্ক থাকেন' *(ফজর ৮৯/১৪)*। এর তাফসীর হ'ল 'তোমার প্রভু তোমার কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন' এবং তার তাবীল হ'ল, আমাদেরকে অন্যায় কাজ সমূহ হ'তে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু এই তাবীলের ক্ষেত্রে মনগড়া ব্যাখ্যা করা যাবে না। বরং ছহীহ হাদীছের আশ্রয় নিতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, (২) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। 'ঐসকল ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোনরূপ অন্যায়-অত্যাচারের সাথে সংমিশ্রণ ঘটায়নি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত'। এখানে ظُلْم-এর আভিধানিক অর্থ নিলে ছাগীরা ও কাবীরা সকল গোনাহ বুঝায়। এজন্য ছাহাবায়ে কেরামের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে স্বীয় নাফ্সের উপরে কখনো যুলুম করেনি? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখানে ظُلْم দ্বারা 'শিরক' বুঝানো হয়েছে। এজন্য ইমাম বাগাবী বলেন, তাবীলের অর্থ হ'ল, আয়াত দ্বারা এমন অর্থ গ্রহণ করা যা উক্ত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কিত হবে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী হবে না'।

হাদীছ ব্যতিরেকে সঠিকভাবে কুরআন অনুধাবন করা কি সম্ভব? সম্প্রতি এমন সব পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা কুরআনের সঠিক মর্ম উদ্ধারে হাদীছের জ্ঞানকে শর্ত মনে করেন না। তাদের মতে হাদীছ অনির্ভরশীল ও অগ্রহণযোগ্য। এমনকি একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তি হাদীছ গ্রন্থসমূহকে 'মিথ্যার উত্তাল তরঙ্গ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতদসত্ত্বেও মানুষ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। তার প্রবন্ধসমূহ সাময়িকীতে স্থান দেয় এবং তাকে محی شریعت مجدد ملت (শরী'আত জীবিতকারী, উম্মতের সংস্কারক) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কেবল একজন বার্তাবহক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানকারী। যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ 'আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে' *(নাহল ১৬/৬৪)*। এখানে فِيهِ সর্বনাম দ্বারা 'কিতাব' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের কোন শব্দের অর্থ বা হুকুম সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিলে রাসূল (ছাঃ) যখন তার ব্যাখ্যা দিবেন, তখন তাঁর ব্যাখ্যাই হবে চূড়ান্ত। যেমন বলা হয়েছে, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। এখানে কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ নয় বরং রাসূলের নির্দেশ অমান্য করারও কোন এখতিয়ার মুমিনকে দেওয়া হয়নি এবং তার অবাধ্যতাকে প্রকাশ্য গোমরাহী বলা হয়েছে।

(চলবে)

Contents

জান্নাতের পথ

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম***

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩. সশব্দে আমীন :

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ (وَلاَ الضَّالِّينَ) قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন 'ওয়ালায যাল্লীন' পড়তেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন'।[১] একটি বর্ণনায় আছে, يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ 'অতঃপর তিনি সশব্দে আমীন বললেন'।[২] فَجَهَرَ بِآمِيْنَ হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, صَحِيْحٌ 'ছহীহ'।[৩] ইবনু হাজার বলেছেন, وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ 'এর সনদ ছহীহ'।[৪] ইবনু হিব্বান ও ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ ছহীহ বলেছেন। কোন নির্ভরযোগ্য ইমাম একে যঈফ বলেননি। এ মর্মের অন্যান্য ছহীহ বর্ণনাগুলো আলী, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে। যেগুলোকে লেখক 'আল-কাওলুল মাতীন ফিল-জাহর বিত-তা'মীন' (القول المتين في الجهر بالتأمين) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

আতা বিন আবী রাবাহ বর্ণনা করেছেন যে, أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তাদীরা এত উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলেন যে, মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠে'।[৫] এর সনদ ছহীহ *(রিজাল ও উছূলে হাদীছের গ্রন্থাবলী দেখুন)*। ইবনু ওমর (রাঃ) এবং তাঁর সাথী ও ইমামের পিছনে আমীন বলতেন এবং এটাকে সুন্নাত আখ্যায়িত করতেন।[৬] কোন একজন ছাহাবী থেকেও ছহীহ সনদে নীরবে আমীন বলা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئِمُوا دِينَهُمْ، وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسِدُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاَثٍ: رَدِّ السَّلاَمِ، وَإِقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ آمِينَ– 'নিশ্চয়ই ইহুদীরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে গেছে এবং তারা হিংসুক জাতি। তারা যেসব আমলের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে হিংসা করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল (১) সালামের উত্তর দেয়া (২) কাতার সমূহ সোজা করা এবং (৩) ফরয ছালাতে ইমামের পিছনে মুসলমানদের আমীন বলা'।[৭]

১৪. রাফ'উল ইয়াদায়েন :

বহু ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছালাতে রুকূর পূর্বে এবং পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু ওমর,[৮] মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ,[৯] ওয়ায়েল বিন হুজর,[১০] আবু হুমাইদ আস-সায়েদী, আবু কাতাদা, সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী, আবু উসাইদ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ,[১১] আলী বিন আবু ত্বালেব,[১২] আবুবকর ছিদ্দীক্ব, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের,[১৩] আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)[১৪] প্রমুখ। অনেক ইমাম এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, রুকূর পূর্বে ও পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা মুতাওয়াতির। যেমন ইবনুল জাওযী, ইবনু হাযম, ইরাকী, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কুদামা, ইবনু হাজার, কাত্তানী, সুয়ূতী, যুবায়দী, যাকারিয়া আনছারী প্রমুখ।[১৫]

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন যে, وليعلم أن الرفع متواترٌ إسنادًا وعملاً، لا يشك فيه ولم يُنْسَخ ولا حرفٌ منه– 'জেনে রাখা উচিত যে, সনদ ও আমল দু'দিক থেকেই রাফ'উল ইয়াদায়েন মুতাওয়াতির। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর রাফ'উল ইয়াদায়েন মানসূখ বা রহিত হয়নি। এমনকি এর একটি হরফও মানসূখ হয়নি'।[১৬]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ–

** পাকিস্তানের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাক্কিক।*
*** পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আবুদাঊদ ১/১৪২, হা/৯৩২।*
২. *ঐ হা/৯৩৩।*
৩. *দারাকুৎনী ১/৩৩৪, হা/১২৫৩, ১২৫৪।*
৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আত-তালখীছুল হাবীর ১/২৩৬, হা/৩৫৩।*
৫. *ছহীহ বুখারী ১/১০৭, হা/৭৮০-এর পূর্বে, 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১১; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৬৪০।*
৬. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা ১/২৮৭, হা/৫৭২।* আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন (اسناده ضعيف)।
৭. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/১১৩, হা/২৬৬৩। হায়ছামী বলেছেন,* اسناده حسن *'এর সনদ হাসান'। তাবারাণী আওসাত ৫/৪৭৩, হা/৪৯১০; আল-কাওলুল মাতীন, পৃঃ ৪৭, ৪৮।*
৮. *ছহীহ বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯০।*
৯. *ছহীহ বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯১।*
১০. *ছহীহ মুসলিম ১/১৭৩, হা/৪০১।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৭৩০, ৭৩৪, ছহীহ হাদীছ।*
১২. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৮৪।*
১৩. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ।*
১৪. *দারাকুৎনী ১/২৯২, সনদ ছহীহ।*
১৫. *যুবায়ের আলী যাঈ, নূরুল আইনাইন ফী মাসআলায়ে রাফ'য়ে ইয়াদায়েন, পৃঃ ৮৯, ৯০।*
১৬. *নায়লুল ফিরকাদাইন, পৃঃ ২৪; ফায়যুল বারী ২/৪৫৫, পাদটীকা।*

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাঁর দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এভাবে যখন রুকূর তাকবীর বলতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং বলতেন, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ 'আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। আর তিনি সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না'।[১৭]

এই হাদীছের বর্ণনাকারী ইবনু ওমর (রাঃ) নিজেও রুকূর পূর্বে এবং রুকূর পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন।[১৮] বরং তিনি যাকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে দেখতেন না, তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন।[১৯] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করা ছহীহ সনদে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। রাফ'উল ইয়াদায়েন তরককারীরা আবুবকর বিন আইয়াশ-এর হুছাইন থেকে মুজাহিদ সূত্রে যে বর্ণনা পেশ করে থাকেন, সে সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেছেন, 'এটি ভুল। এর কোন ভিত্তি নেই'।[২০]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, رواه أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل- অর্থাৎ আবুবকর বিন আইয়াশ সূত্রের বর্ণনাটি বাতিল।[২১]

তাবেঈ আবু কিলাবা বলেছেন যে, أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا- 'তিনি মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছকে দেখেছেন, যখন তিনি ছালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর দিতেন এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাঁর দু'হাত উঠাতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনটা করেছেন'।[২২]

মালেক (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ'।[২৩] তিনি জালসায়ে ইস্তেরাহাতও[২৪] করতেন এবং সেটি মারফূ সূত্রে বর্ণনা করতেন।[২৫] হানাফীদের নিকটে এই বসা রাসূল (ছাঃ)-এর বার্ধক্যের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ যখন রাসূল (ছাঃ) শেষ বয়সে বার্ধক্যের কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন, তখন এভাবে বসতেন।[২৬]

মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ রাফ'উল ইয়াদায়েনের রাবী বা বর্ণনাকারী। এজন্য প্রমাণিত হল যে, হানাফীদের নিকটে নবী (ছাঃ) শেষ বয়সেও রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ 'নবী করীম (ছাঃ) যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর দু'হাত কাপড়ের মধ্যে থেকে বের করলেন এবং রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ করলেন। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন'।[২৭]

ওয়ায়েল (রাঃ) ইয়েমেনের বড় বাদশাহ ছিলেন।[২৮] তিনি ৯ম হিজরীতে প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করেছিলেন।[২৯] তিনি পরবর্তী বছর ১০ম হিজরীতেও মদীনা মুনাউওয়ারায় এসেছিলেন।[৩০] ঐ বছরেও তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৩১] এজন্য তাঁর বর্ণিত ছালাত নবী করীম (ছাঃ)-এর শেষ বয়সের ছালাত। নবী (ছাঃ) এবং কোন ছাহাবী থেকে রুকূর সময় ও রুকূর পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করা, রহিত হওয়া বা নিষিদ্ধতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই।

সুনানে তিরমিযীতে *(১/৫৯, হা/২৫৭)* ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর দিকে যে বর্ণনাটি সম্পর্কিত রয়েছে, তাতে সুফয়ান ছাওরী মুদাল্লিস।[৩২] মুদাল্লিস রাবীর عن ওয়ালা বর্ণনা যঈফ হয়।[৩৩]

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, বিশের অধিক ইমাম একে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এজন্য এই সনদটি যঈফ। রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করার ব্যাপারে বারা ইবনু আযিব (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত বর্ণনাটিতে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কূফী যঈফ।[৩৪] মুসনাদে হুমায়দী এবং মুসনাদে আবী আওয়ানাতে বন্ধুরা পরিবর্তন করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপি সমূহতে রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে হ্যাঁ বাচক বর্ণনা রয়েছে। যেটিকে কিছু স্বার্থান্ধ ব্যক্তি পরিবর্তন করতে গিয়ে নাফী বা না বাচক করে দিয়েছে। যিনি তাহকীক করতে চান তিনি আমাদের নিকট এসে মূল পাণ্ডুলিপি সমূহের ফটোকপি দেখতে পারেন।

---

১৭. *ছহীহ বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯০।*
১৮. *ছহীহ বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৯।*
১৯. *বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন, পৃঃ ৫৩। ইমাম নববী আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব (৩/৪০৫) গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন।*
২০. *বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৬।*
২১. *মাসাইলু আহমাদ, ইবনু হানীর বর্ণনা, ১/৫০।*
২২. *ছহীহ বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৭; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯১।*
২৩. *ছহীহ বুখারী হা/৬৩১ 'আযান' অধ্যায়।*
২৪. *২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়ানোর প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে 'জালসায়ে ইস্তেরাহাত' বা স্বস্তির বৈঠক বলে (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৪)-অনুবাদক।*
২৫. *ছহীহ বুখারী ১/১১৩, ১১৪, হা/৬৭৭, ৮২৩।*
২৬. *হেদায়া ১/১১০; হাশিয়াতুস সিন্ধী আলান নাসাঈ ১/১৪০।*
২৭. *ছহীহ মুসলিম ১/১৭৩, হা/৪০১।*
২৮. *ইবনু হিব্বান, আছ-ছিকাত ৩/৪২৪।*
২৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/৭১; আইনী, উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৪।*
৩০. *ছহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৬৭, ১৬৮, হা/১৮৫৭।*
৩১. *আবুদাঊদ হা/৭২৭।*
৩২. *ইবনুত তুর্কুমানী হানাফী, আল-জাওহারুন নাকী ৮/২৬২।*
৩৩. *মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৯৯; আল-কিফায়াহ, পৃঃ ৩৬৪।*
৩৪. *তাকরীবুত তাহযীব, নং ৭৭১৭।*

Contents

কতিপয় ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েন তরক করার ব্যাপারে ঐ সকল বর্ণনাও পেশ করার চেষ্টা করেছেন, যেগুলোতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা বা না করার কোন উল্লেখই নেই। অথচ কোন বিষয় উল্লেখ না থাকা তা না করার দলীল হয় না।[৩৫]

যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে সে প্রত্যেক আঙ্গুলের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ করে। অর্থাৎ একবার রাফ‘উল ইয়াদায়েন করলে ১০ নেকী।[৩৬] ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) রুকূর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৩৭] এই হাদীছের সনদ সম্পূর্ণরূপে ছহীহ। বর্তমান যুগে কতিপয় ব্যক্তির এই হাদীছের সমালোচনা করা প্রত্যাখ্যাত। ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম ইবনুল মুনযির এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ঈদায়েনের তাকবীর সমূহেও রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা উচিত।[৩৮]

ঈদুল ফিতরের তাকবীর সমূহের ব্যাপারে আতা বিন আবী রাবাহ (তাবেঈ) বলেছেন যে, نعم، ويرفع الناس أيضا ‘হ্যাঁ, ঐ তাকবীরগুলোতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা উচিত এবং সকল মানুষও রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে’।[৩৯] সিরিয়াবাসীর ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেছেন যে, نعم، ارفع يديك مع كلهن– ‘হ্যাঁ, ঐ তাকবীরগুলোর সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন কর’।[৪০]

মদীনার ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেছেন, نعم، ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئا– ‘হ্যাঁ, প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন কর। এ ব্যাপারে (এর বিপরীত) কোন কিছু আমি শুনিনি’।[৪১] এই ছহীহ উক্তির বিপরীতে মালেকীদের অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ‘মুদাওয়ানা’তে (১/১৫৫) একটি সনদবিহীন উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। সনদবিহীন এই উদ্ধৃতিটি প্রত্যাখ্যাত। মুদাওয়ানার জবাবের জন্য আমার ‘আল-কাওলুল মাতীন ফিল-জাহর বিত-তা’মীন’ (পৃঃ ৭৩) গ্রন্থটি দেখুন!

অনুরূপভাবে সনদবিহীন হওয়ার কারণে ইমাম নববীর উদ্ধৃতিও প্রত্যাখ্যাত।[৪২] মক্কাবাসীর ইমাম শাফেঈ (রহঃ)ও ঈদায়েনের তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েন-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৪৩]

আহলুস সুন্নাতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন যে, يرفع يديه في كل تكبيرة ‘(ঈদায়েনের) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে’।[৪৪]

সালাফে ছালেহীন-এর এ সকল আছারের বিপরীতে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী লিখেছেন যে, ولا يرفع يديه (ঈদায়েনের তাকবীর সমূহে) রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে না’।[৪৫]

এই উক্তিটি দু’টি কারণে প্রত্যাখ্যাত :

১. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী মিথ্যুক।[৪৬] তাঁর সত্যায়ন কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ থেকে সুস্পষ্টভাবে ছহীহ সনদে প্রমাণিত নেই। আমি এ বিষয়ে ‘আন-নাছরুর রব্বানী’ (النصر الربانى) নামে একটি পুস্তক লিখেছি। যেখানে প্রমাণ করেছি যে, উল্লেখিত শায়বানী মিথ্যুক ও ন্যায়পরায়ণ নন। *ওয়ালহামদু লিল্লাহ।*

২. এই মিথ্যুকের বক্তব্য সালাফে ছালেহীনের ইজমা ও ঐক্যমতের বিপরীত হওয়ার কারণেও প্রত্যাখ্যাত।

জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে।[৪৭]

তাবেঈ মাকহূল জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৪৮]

ইমাম যুহরী জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৪৯]

কায়েস বিন আবী হাযেম (তাবেঈ) জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৫০]

নাফে‘ বিন জুবায়ের জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৫১]

হাসান বাছরী জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[৫২]

নিম্নলিখিত ওলামায়ে সালাফে ছালেহীনও জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার প্রবক্তা ও আমলকারী ছিলেন। আতা বিন আবী রাবাহ,[৫৩] আব্দুর

---

৩৫. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আদ-দেরায়া, পৃঃ ২২৫।*
৩৬. *তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর ১৭/২৯৭; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ২/১০৩। হায়ছামী বলেন,* واسناده حسن *‘এর সনদ হাসান’।*
৩৭. *আবুদাঊদ হা/৭২২; মুসনাদে আহমাদ ২/১৩৩, ১৩৪, হা/৬১৭৫; মুনতাকা ইবনুল জারূদ, পৃঃ ৬৯, হা/১৭৮।*
৩৮. *দেখুন : আত-তালখীছুল হাবীর ১/৮৬, হা/৬৯২; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৯২, ২৯৩; ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৪/২৮২।*
৩৯. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৬, হা/৫৬৯৯, সনদ ছহীহ।*
৪০. *ফিরয়াবী, আহকামুল ঈদায়েন হা/১৩৬, সনদ ছহীহ।*
৪১. *ঐ, হা/১৩৭, সনদ ছহীহ।*
৪২. *দেখুন : আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ৫/২৬।*
৪৩. *দেখুন : কিতাবুল উম্ম ১/২৩৭।*
৪৪. *মাসাইলু আহমাদ, আবুদাঊদের বর্ণনা, পৃঃ ৬০, ‘ঈদের ছালাতে তাকবীর’ অনুচ্ছেদ।*
৪৫. *কিতাবুল আছল ১/৩৭৪, ৩৭৫; ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৪/২৮২।*
৪৬. *দেখুন : উকাইলী, কিতাবুয যু‘আফা ৪/৫২, সনদ ছহীহ; বুখারী, জুযউ রাফ‘ইল ইয়াদায়েন, তাহকীক : যুবায়ের আলী যাঈ, পৃঃ ৩২।*
৪৭. *বুখারী, জুযউ রাফ‘ইল ইয়াদায়েন হা/১১১; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৮, হা/১১৩৮৮, সনদ ছহীহ।*
৪৮. *বুখারী, জুযউ রাফ‘ইল ইয়াদায়েন হা/১১৬, সনদ হাসান।*
৪৯. *ঐ হা/১১৮, সনদ ছহীহ।*
৫০. *ঐ, হা/১১২, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৬, হা/১১৩৮৫।*
৫১. *জুযউ রাফ‘ইল ইয়াদায়েন, হা/১১৪, সনদ হাসান।*
৫২. *ঐ হা/১২২, সনদ ছহীহ।*
৫৩. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/৪৬৮, হা/৬৩৫৮, সনদ শক্তিশালী।*

রাযযাক,[৫৪] মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন।[৫৫]

সালাফে ছালেহীনের এসকল আছারের বিপরীতে ইবরাহীম নাখঈ (তাবেঈ) জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না।[৫৬]

প্রমাণিত হল যে, জমহূর সালাফে ছালেহীনের মাসলাক এটাই যে, জানাযার প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। যেমনটি সূত্রসহ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর এটাই সঠিক ও প্রাধান্যযোগ্য মত। *ওয়ালহামদু লিল্লাহ*।

১৫. সহো সিজদা :

সহো সিজদা সালামের পূর্বেও জায়েয আছে[৫৭] এবং সালামের পরেও জায়েয আছে।[৫৮] সহো সিজদায় শুধু একদিকে সালাম ফিরানোর কোন প্রমাণ হাদীছ সমূহে নেই।

১৬. সম্মিলিত দো'আ :[৫৯]

দো'আ করা অনেক বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ-ই ইবাদত'।[৬০]

ছালাতের পরে বিভিন্ন দো'আ প্রমাণিত রয়েছে।[৬১] একটি যঈফ বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) ফরয ছালাতের শেষের দো'আকে অধিক কবুলযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।[৬২] সাধারণ দো'আয় হাত উঠানো মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।[৬৩] তবে ফরয ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদীদের সম্মিলিত দো'আ করা প্রমাণিত নয়।[৬৪]

১৭. ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত :

ছহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ 'যখন ছালাতের একামত হয়ে যাবে তখন (ঐ) ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই'।[৬৫] কায়েস বিন কাহ্দ (রাঃ) আসলেন, এমতাবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর সাথে এই ছালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন কাহ্দ উঠে দাঁড়ালেন এবং ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়লেন। নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে দেখছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ 'এ দু'রাক'আত কিসের'? তিনি বললেন, আমার ফজরের পূর্বের (এই) দুই রাক'আত ছালাত থেকে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছু বললেন না।[৬৬] ইমাম হাকেম ও যাহাবী দু'জনেই একে ছহীহ বলেছেন।[৬৭] এ ব্যাপারে সূর্যোদয়ের পর ছালাত আদায়ের যে বর্ণনা[৬৮] আছে, তাতে রাবী কাতাদাহ মুদাল্লিস এবং عَنْعَنَ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। সেজন্য ঐ বর্ণনা সন্দেহযুক্ত ও যঈফ।

১৮. দুই ছালাত জমা করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে পড়েছেন। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশার ছালাতও জমা করে পড়েছেন।[৬৯] অসংখ্য ছাহাবী সফরে দুই ছালাতকে জমা করে পড়ার প্রবক্তা ও বাস্তবায়নকারী ছিলেন। যেমন ইবনু আব্বাস, আনাস বিন মালেক, সা'দ, আবু মূসা (রাঃ)।[৭০] নবী করীম (ছাঃ) কুরআন মাজীদের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকার ও মুফাসসির ছিলেন। সেজন্য এটা হ'তেই পারে না যে, তাঁর কাজ পবিত্র কুরআনের বিপরীত হবে। তাই সফরে দুই ছালাত জমা করাকে কুরআন মাজীদের বিপরীত মনে করা ভুল। ওযর ব্যতীত ছালাত জমা করা প্রমাণিত নেই। সফর, বৃষ্টি ও অত্যন্ত জোরালো শারঈ ওযর-এর ভিত্তিতে জমা করা জায়েয আছে (যেমনটি ছহীহ মুসলিমে এসেছে)। জমা তাকদীম ও তাখীর যেমন যোহরের সময় আছরের ছালাত আদায় করা অথবা আছরের সময় যোহর পড়া এ দুই পদ্ধতিই জায়েয আছে।[৭১] সফরে দুই ছালাত জমা করার বর্ণনাসমূহ ছহীহ বুখারীতেও (১/১৪৯, হা/১১০৮-১১১২) মওজুদ রয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) বৃষ্টির সময় দুই ছালাত জমা করে পড়তেন।[৭২]

১৯. বিতর ছালাত :

নবী করীম (ছাঃ) থেকে এক রাক'আত বিতর-এর সত্যতা কথা ও কর্ম দু'ভাবেই অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।[৭৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ

---

৫৪. *ঐ, হা/৬৩৪৭।*
৫৫. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৭, হা/১১৩৮৯, সনদ ছহীহ।*
৫৬. *দেখুন : মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৬, হা/১১৩৮৬, সনদ হাসান।*
৫৭. *ছহীহ বুখারী ১/১৬৩, হা/১২২৪; ছহীহ মুসলিম ১/২১১।*
৫৮. *ছহীহ বুখারী হা/১২২৬; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৪।*
৫৯. *ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিকসমূহের জন্য দেখুন : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩২-১৩৩। -অনুবাদক।*
৬০. *তিরমিযী ২/১৬০, ১৭৫, হা/৩২৪৭, ৩৩৭২; আবুদাঊদ ১/২১৫, হা/১৪৭৯; তিরমিযী বলেছেন,* هذا حديث حسن صحيح *'এটি একটি হাসান ছহীহ হাদীছ'।*
৬১. *দেখুন : ছহীহ বুখারী ২/৯৩৭, হা/৬৩২৯, ৬৩৩০।*
৬২. *তিরমিযী ২/১৮৭, হা/৩৪৯৯, ইমাম তিরমিযী ও আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।*
৬৩. *নুযুমুল মুতানাছির মিনাল হাদীছিল মুতাওয়াতির, পৃঃ ১৯০, ১৯১।*
৬৪. *দেখুন : ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/১৮৪; বাযলুল মাজহূদ ৩/১৩৮; কাদ ক্বামাতিছ ছালাহ, পৃঃ ৪০৫।*
৬৫. *ছহীহ মুসলিম ১/২৪৭, হা/৭১০ (৬৩)।*
৬৬. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা ২/১৬৪, হা/১১১৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৪/৮২, হা/২৪৬২।*
৬৭. *আল-মুস্তাদরাক ১/২৭৪।*
৬৮. *তিরমিযী হা/৪২৩, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
৬৯. *ছহীহ মুসলিম ১/২৪৫, হা/৭০৪ (৪৬)।*
৭০. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৪৫২, ৪৫৭।*
৭১. *আবুদাঊদ ১/১৭৯, হা/১২২০; তিরমিযী ১/১২৪, হা/৫৫৩; মিশকাত হা/১৩৪৪; ইবনু হিব্বান (হা/১৫৯১) একে ছহীহ বলেছেন।*
৭২. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/১৪৫, হা/৩২৯, সনদ ছহীহ।*
৭৩. *ছহীহ বুখারী ১/১৩৫, হা/৯৯০ (কথা); ১/১৩৫, ১৩৬, হা/৯৯৫ (কর্ম); ছহীহ মুসলিম ১/২৫৭, হা/৭৪৯ (১৪৬) (কথা), ১/২৫৭, হা/৭৪৯ (১৫৭) (কর্ম)।*

Contents

فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ‘বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক বা অধিকার। সুতরাং যে চায় সে পাঁচ রাক‘আত বিতর পড়ুক, যে চায় তিন রাক‘আত পড়ুক এবং যে চায় এক রাক‘আত বিতর পড়ুক’।[৭৪] এই হাদীছকে ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁর ছহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[৭৫] এবং ইমাম হাকেম ও যাহাবী দু’জনেই বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ বলেছেন।[৭৬]

তিন রাক‘আত বিতর পড়ার পদ্ধতি এই যে, দুই রাক‘আত পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। অতঃপর এক রাক‘আত বিতর পড়বে।[৭৭]

মাগরিব ছালাতের মতো (মাঝখানে বৈঠক করে) তিন রাক‘আত বিতর পড়া নিষেধ।[৭৮] এজন্য এক সালাম ও দুই তাশাহ্হুদে তিন রাক‘আত বিতর একসাথে পড়া নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তি এক সালামে তিন রাক‘আত বিতর পড়তে চায় যেমনটা কিছু আছার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, তাহলে তার উচিত হ’ল দ্বিতীয় রাক‘আতে তাশাহ্হুদের জন্য বসবে না। বরং তিন রাক‘আত বিতর এক তাশাহ্হুদেই পড়বে।

২০. ক্বছর ছালাত :

ছহীহ মুসলিমে ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াযীদ আল-হুনাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ‘আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে ছালাত ক্বছর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ৩ মাইল বা ৩ ফারসাখ (৯ মাইল) সফরের জন্য বের হ’তেন (৩ বা ৯ এর ব্যাপারে শু‘বার সন্দেহ), তখন তিনি দুই রাক‘আত পড়তেন’।[৭৯]

ইবনু ওমর (রাঃ) ৩ মাইলের দূরত্বেও ক্বছর জায়েয হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।[৮০] ওমর (রাঃ)ও এর প্রবক্তা ছিলেন।[৮১] সতর্কতাও এতেই রয়েছে যে, কমপক্ষে ৯ মাইলের দূরত্বে ক্বছর করা হবে। এভাবে সব হাদীছের উপরে সহজে আমল হয়ে যায়।[৮২]

২১. কিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) :

ছহীহ বুখারীতে (১/২৬৯, হা/২০১৩) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান এবং রামাযানের বাইরে **১১** রাক‘আতের বেশী রাতের ছালাত পড়তেন না। এই হাদীছের আলোকে জনাব আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, وَلاَ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمِ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ ‘এটা মেনে না নিয়ে কোন উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক‘আত ছিল’।[৮৩] তিনি আরো বলেছেন, وأما النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصح عنه ثمان ركعات، وأما عشرون ركعة فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق– ‘পক্ষান্তরে নবী করীম (ছাঃ) থেকে ৮ রাক‘আত (তারাবীহ) ছহীহ প্রমাণিত রয়েছে। আর ২০ রাক‘আতের যে হাদীছ তাঁর থেকে বর্ণিত আছে তা যঈফ এবং সেটা যঈফ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে’।[৮৪]

আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এই সুন্নাতে নববীর উপরে আমল করতে গিয়ে নির্দেশ দেন, أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ‘তারা যেন লোকদেরকে **১১** রাক‘আত পড়ায়’।[৮৫] ইমাম যিয়া আল-মাকদেসী এটাকে ছহীহ বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আলী নিমবী এই বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন, وإسناده صحيح ‘এর সনদ ছহীহ’।[৮৬]

এজন্য হিজরী পনের শতকে কিছু গোঁড়া সংকীর্ণমনা ব্যক্তির একে মুযতারিব[৮৭] প্রভৃতি বলা বাতিল ও ভিত্তিহীন। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী উবাই বিন কা‘ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ) আমল করে দেখিয়েছিলেন।[৮৮] ছাহাবীগণও **১১** রাক‘আতই পড়তেন।[৮৯] এই আমলের সনদকে হাফেয সুয়ূতী بسند في غاية الصحة ‘চূড়ান্ত ছহীহ সনদ’ বলেছেন। স্মতর্ব্য যে, ওমর (রাঃ) থেকে নির্দেশ ও কর্মের দিক থেকে ২০ রাক‘আত ছহীহ সনদে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই।

২২. ঈদায়নের তাকবীর :

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلتَّكْبِيرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْأُولَى وَخَمْسٌ فِى الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا– ‘ঈদুল

---

৭৪. *আবুদাঊদ ১/২০৮, হা/১৪২২; নাসাঈ (আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর আত-তা‘লীকাতুস সালাফিইয়াহ সহ) ১/২০২, হা/১৭১৩।*
৭৫. *আল-ইহসান ৪/৬৩, হা/২৪০৩।*
৭৬. *আল-মুস্তাদরাক ১/৩০২।*
৭৭. *ছহীহ মুসলিম ১/২৫৪, হা/৭৩৬ (১২২), ৭৩৭ (১২৩); ছহীহ ইবনু হিব্বান ৪/৭০, হা/২৪২৬; মুসনাদে আহমাদ ২/৭৬, হা/২৪২০; তাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত ১/৪২২, সনদ ছহীহ।*
৭৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান ৪/৬৮; আল-মুস্তাদরাক ১/৩০৪। হাকেম ও যাহাবী দু’জনেই একে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন।*
৭৯. *মুসলিম, ১/২৪২, হা/৬৯১ (১২)।*
৮০. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৪৪৩, হা/৮১২০।*
৮১. *ফিকহে ওমর (উর্দূ), পৃঃ ৩৯৪; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৪৪৫, হা/৮১৩৭।*
৮২. *সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক মাইল হ’তে ৪৮ মাইলের বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে। পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি। অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হলে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ‘ক্বছর’ করা যায় (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৮৬)।-অনুবাদক।*
৮৩. *আল-আরফুশ শাযী ১/১৬৬।*
৮৪. *ঐ।*
৮৫. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, পৃঃ ৯৮, অন্য সংস্করণ ১/১১৫, হা/২৪৯।*
৮৬. *আছারুস সুনান হা/৭৭৬।*
৮৭. *যে হাদীছের বর্ণনাকারী হাদীছের মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে মুযতারিব বলা হয়।-অনুবাদক।*
৮৮. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৩৯১, ৩৯২, হা/৭৬৭০।*
৮৯. *সুনান সাঈদ বিন মানছূর-এর বরাতে সুয়ূতীর আল-হাবী ২/৩৪৯।*

ফিতরের দিন প্রথম রাক‘আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর। আর দুই রাক‘আতেই কিরাআত ঐ তাকবীরগুলোর পরে’।[৯০]

এই হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, هُوَ صَحِيْحٌ ‘এটা ছহীহ’।[৯১] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীও একে ছহীহ বলেছেন।[৯২] আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে (এই সূত্রটি) হুজ্জাত (দলীল) হওয়ার ব্যাপারে আমি ‘মুসনাদুল হুমায়দী’র তাখরীজে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বর্ণনার অন্যান্য সমর্থক বর্ণনার জন্য ইরওয়াউল গালীল (৩/১০৬-১১৩) প্রভৃতি দেখুন। নাফে বলেছেন, شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ‘আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পিছনে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায় করেছি। তিনি প্রথম রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর দিয়েছেন’।[৯৩] এর সনদ একেবারেই ছহীহ এবং বুখারী ও মুসলিমের শর্তে।

শু‘আইব বিন আবী হামযার নাফে থেকে বর্ণিত সূত্রে রয়েছে, وَهِيَ السُّنَّةُ ‘এটাই সুন্নাত’।[৯৪] ইমাম মালেক বলেছেন যে, ‘আমাদের এখানে অর্থাৎ মদীনায় এর উপরেই আমল রয়েছে’।[৯৫] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)ও ঈদায়েনের প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন’।[৯৬]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)ও প্রথম রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[৯৭] ইবনু জুরাইজের শ্রবণের (سماع)[৯৮] কথা ফিরইয়াবীর আহকামুল ঈদায়ন (পৃঃ ১৭৬, হা/১২৮) গ্রন্থে মওজুদ রয়েছে। এর অন্যান্য শাহেদ বা সমর্থক বর্ণনার জন্য ইরওয়াউল গালীল (৩/১১১) প্রভৃতি অধ্যয়ন করুন!

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীযও প্রথম রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[৯৯] এর সনদ ছহীহ।[১০০]

রাফ‘উল ইয়াদায়েন অনুচ্ছেদে (১৪) এটি হাসান সনদে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে সে প্রত্যেক আঙ্গুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী পায়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) রুকূর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন’।[১০১] এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ।[১০২] ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইমাম বায়হাক্বী ঈদায়নের তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের মাসআলায় এই হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।[১০৩] আর এই দলীল গ্রহণ সঠিক। কেননা ‘আম দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক। যে ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েনকে অস্বীকারকারী সে এই ‘আম দলীলের বিপরীতে খাছ দলীল পেশ করুক। স্মতর্ব্য যে, ঈদায়নের তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করার একটি দলীলও পুরা হাদীছের ভাণ্ডারে নেই।

২৩. জুম‘আর ছালাত :

জুম‘আ ফরয হওয়া মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم– ‘সফরের ছালাত দুই রাক‘আত এবং জুম‘আর ছালাত দুই রাক‘আত। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতও দুই রাক‘আত। নবী করীম (ছাঃ)-এর ভাষায় এটি পূর্ণ, কছর নয়’।[১০৪]

পবিত্র কুরআনের বরকতময় আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ‘হে মুমিনগণ! জুম‘আর দিনে যখন ছালাতের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দ্রুত দৌড়ে যাও...’ *(জুম‘আ ৬২/৯)* থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মুমিনের উপর জুম‘আ ফরয। চাই সে শহুরে হোক বা গ্রাম্য ব্যক্তি। তারেক বিন শিহাব (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ ‘চারজন ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামা‘আতের সাথে জুম‘আ পড়া ফরয। ১. দাস ২. মহিলা ৩. (অপ্রাপ্তবয়স্ক) শিশু ও ৪. অসুস্থ’।[১০৫] এর সনদ ছহীহ। তারেক বিন শিহাব (রাঃ) সাক্ষাতের দিক থেকে ছাহাবী। যেহেতু এই হাদীছ এবং অন্যান্য হাদীছগুলোতে গ্রাম্য ব্যক্তিকে জুম‘আ থেকে পৃথক

---

৯০. *আবুদাঊদ ১/১৭০, হা/১১৫১।*
৯১. *তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর ১/২৮৮।*
৯২. *আত-তালখীছুল হাবীর ২/৮৪।*
৯৩. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/১৮০, হা/৪৩৫।*
৯৪. *আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৮৮।*
৯৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১৮০।*
৯৬. *তাহাবী, শারহু মা‘আনিল আছার ৪/৩৪৫।*
৯৭. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/১৭৩, হা/৫৭০১।*
৯৮. *শিক্ষক হাদীছ পড়বেন বা মুখস্থ বলবেন এবং ছাত্র তা শুনবে, একে সামা‘ (السماع) বলে।-অনুবাদক*
৯৯. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/১৭৬; আহকামুল ঈদায়ন, পৃঃ ১৭১, ১৭২, হা/১১৭।*

১০০. *সাওয়াতিউল ক্বামারাইন, পৃঃ ১৭২।*
১০১. *আবুদাঊদ ১/১১১, হা/৭২২; মুসনাদে আহমাদ ২/১৩৪, হা/৬১৭৫।*
১০২. *ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩।*
১০৩. *আত-তালখীছুল হাবীর ২/৮৬।*
১০৪. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৭৪, হা/১০৬৪।*
১০৫. *আবুদাঊদ ১/১৬০, হা/১০৬৭।*

Contents

করা হয়নি, সেজন্য প্রমাণিত হল যে, গ্রাম্য ব্যক্তির উপর জুম‘আ ফরয। অধিক তাহকীকের জন্য ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করুন।

খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ ‘তোমরা যেখানেই থাক জুম‘আ পড়ো’।[১০৬]

হানাফীদের নিকটে গ্রামে জুম‘আ জায়েয নয়।[১০৭] তাঁরা এ বিষয়ে অনেক শর্তও বানিয়ে রেখেছেন। তাদের অনেক মৌলভী গ্রামে জুম‘আ ছহীহ না হওয়ার বিষয়ে বইপুস্তকও লিখেছেন। কিন্তু এ সকল ফিকহী গবেষণার বিপরীতে বর্তমানে হানাফী আম জনতা এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবকে পরিত্যাগ করে গ্রামগুলোতেও জুম‘আ পড়ছে। হে আল্লাহ! এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে দিন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে হানাফী আম জনগণ কিছু মাসআলায় শুধু নামকাওয়াস্তেই ‘তাক্বলীদ’ করে।

২৪. জানাযার ছালাত :

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এক জানাযায় সূরা ফাতিহা (এবং অন্য একটি সূরা জোরে) পড়েন এবং জিজ্ঞেস করলে বলেন, (আমি এজন্য জোরে পড়লাম) যাতে তোমরা জেনে নাও যে, এটা সুন্নাত (এবং হক)।[১০৮]

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, اَلسُّنَّةُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ ‘জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা নীরবে পড়া সুন্নাত। অতঃপর তিন তাকবীর দিবে এবং শেষ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে’।[১০৯]

আবু উমামা (রাঃ) থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ الا في التكبيرة الاولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه ‘জানাযার ছালাতে সুন্নাত হ’ল, তুমি তাকবীর বলবে অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর খাছভাবে মাইয়েতের জন্য দো‘আ করবে। শুধু প্রথম তাকবীরে কিরাআত করবে। অতঃপর মনে মনে (অর্থাৎ নীরবে) ডান দিকে সালাম ফিরাবে’।[১১০] এর সনদ ছহীহ।[১১১]

নবী (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযা হয়ে যায়। অথবা তাঁরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযা পড়েছেন। জানাযার ছালাতে ঐ দরূদই পড়া উচিত, যেটা নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে (অর্থাৎ ছালাতে যেটা পড়া হয়)। বানোয়াট দরূদ নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নেই।

২৬. দাওয়াত :

সাধ্যানুযায়ী কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা অতঃপর তা প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক। সৃষ্টিজগতের ইমাম নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً ‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ’লেও তা মানুষের নিকটে পৌঁছিয়ে দাও’।[১১২] শুধু কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিতে হবে। নিজেদের ফির্কাবাযী মাযহাব এবং কিচ্ছা-কাহিনীর দাওয়াত দেয়া হারাম। দাঈর জন্য যরূরী হল, তিনি তার প্রত্যেক কথার দলীল পেশ করবেন। যাতে যে জীবিত থাকবে সে দলীল দেখে জীবিত থাকবে এবং যে মরবে সে দলীল দেখে মরবে। মহান আল্লাহ বলেন, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ‘যে ধ্বংস হবে সে যেন (ইসলামের) সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকবে, সে যেন সত্য প্রতিষ্ঠার পর বেঁচে থাকে’ *(আনফাল ৮/৪২)*।

২৭. জিহাদ :

দ্বীনের দাওয়াতের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মানুষদের এমন একটি জামা‘আত হওয়া উচিত, যারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর যে ব্যক্তি এই পথে প্রতিবন্ধক হবে তার বিরুদ্ধে কথা, কলম ও দৈহিক জিহাদ করবে। আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্র পথে জিহাদকে মোটেই অপসন্দ করবে না। যাতে সারা পৃথিবীতে কিতাব ও সুন্নাতের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ ‘তোমরা জেনে রাখ যে, নিঃসন্দেহে জান্নাত তরবারী সমূহের ছায়াতলে’।[১১৩]

আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন কুরআন, হাদীছ, ছাহাবী, তাবেঈ, মুহাদ্দিছ ও ইমামগণের ভালবাসায় আমাদের মৃত্যু দান করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে আমাদেরকে সব ধরনের অপমান থেকে বাঁচান। আমীন ছুম্মা আমীন! অমা ‘আলায়না ইল্লাল বালাগ। *[ঈষৎ সংক্ষেপায়িত]*

---

১০৬. *ফিকহে ওমর, পৃঃ ৪৫৫; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ১/১০২, হা/৫০৬৮।*
১০৭. *হেদায়া ১/১৬৭।*
১০৮. *ছহীহ বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫; নাসাঈ ১/১৮১, হা/১৯৮৭-৮৯; মুনতাক্বা ইবনুল জারূদ, পৃঃ ১৮৮, হা/৫৩৪, ৫৩৬। প্রথম বন্ধনীর শব্দগুলো নাসাঈর, দ্বিতীয় বন্ধনীর শব্দগুলো মুনতাক্বার এবং শেষ বন্ধনীর শব্দগুলো নাসাঈ ও ইবনুল জারূদের।*
১০৯. *নাসাঈ ১/২৮১, হা/১৯৮৯।*
১১০. *মুনতাক্বা ইবনুল জারূদ, পৃঃ ১৮৯, হা/৫৪০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/৪৮৮, ৪৮৯, হা/৬৪২৮)।*
১১১. *ইরওয়াউল গালীল ৩/১৮১।*
১১২. *ছহীহ বুখারী ১/৪৯১, হা/৩৪৬১।*
১১৩. *ছহীহ বুখারী ১/৪২৫, হা/৩০২৫; ছহীহ মুসলিম ২/৮৪, হা/১৭৪২ (২০)। [এজন্য সর্বযুগে জিহাদের শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। কোন রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী যেকোন মুসলিম নাগরিক যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তরবারীর জিহাদ করতে পারে না।- বিস্তারিত দেখুন: হা.ফা.বা প্রকাশিত ‘জিহাদ ও ক্বিতাল’ বই।-অনুবাদক।]*

Contents

আল্লাহ্র উপর ভরসা

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(২য় কিস্তি)

তাওয়াক্কুলের আলোচিত ক্ষেত্র সমূহ :

যেসব ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল আবশ্যক তা আলোচনার দাবী রাখে। এরূপ ক্ষেত্র অনেক রয়েছে। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হ'ল :

১. ইবাদতে তাওয়াক্কুলের আদেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ 'অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর' *(হূদ ১১/১২৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা একই জায়গায় তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ইবাদত ও তাওয়াক্কুলের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে আরো বলেছেন, وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً- 'তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে তোমার নিকট যা অহী করা হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সেসব বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। (কেননা) তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(আহযাব ৩৩/২-৩)*।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে তাঁর ইবাদত এবং তার রব প্রদত্ত অহীর অনুসরণের পরক্ষণেই তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করার হুকুম দিয়েছেন। এই হুকুম যেমন নবীর জন্য, তেমনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী তাঁর সকল উম্মতের জন্য। কেননা এক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-কে কোন বিষয়ে সম্বোধন করা হ'লে সম্বোধনের সে বিষয় তাঁর উম্মতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে বিষয়টি কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাঁর জন্য খাছ হ'লে অন্য কথা।

২. দাওয়াত বা প্রচারের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের আদেশ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তার উপরেই আমি ভরসা করি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের মালিক' *(তওবা ৯/১২৯)*। আল্লাহ্র কাছে এসেই তো সকল শক্তি, রাষ্ট্রক্ষমতা, শ্রেষ্ঠত্ব, পদ-পদবী শেষ হয়ে যায়। যে তাঁর আশ্রয় নেয় তিনি তার জন্য যথেষ্ট। তাঁর শরণ গ্রহণকারীর জন্য দ্বিতীয় কারো লাগে না। সকল ক্ষয়-ক্ষতি দূর করে তিনি তাকে রক্ষা করেন।

নবী নূহ (আঃ) দাওয়াতী কাজে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ- 'আর তুমি তাদেরকে নূহের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনাও। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের কাছে আমার অবস্থান ও আল্লাহ্র আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ দান ভারী মনে হয়, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম। এখন তোমরা তোমাদের সকল শক্তি এবং তোমাদের শরীকদের একত্রিত কর। যাতে তোমাদের সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমাদের কারু কাছে কোনরূপ গোপনীয়তা না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে তোমরা একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না' *(ইউনুস ১০/৭১)*।

হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘদিন ধরে তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন, দাওয়াতী কাজে তিনি দীর্ঘকাল তাদের মাঝে অবস্থান করেছেন, তারপরও তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তিনি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করার সাথে তার কাজ আল্লাহ্র নিকট ন্যস্ত করেন এবং দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

একজন মুসলিম প্রচারকের বৈশিষ্ট্য তো এমনিতর হওয়া উচিত। দাওয়াতের পথে সকল কষ্টে সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে চলবে।

৩. বিচার-ফায়ছালায় তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ- '(হে মানুষ)! তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর, তার ফায়ছালা তো আল্লাহ তা'আলারই হাতে। জেনে রাখ, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই আমার প্রতিপালক। আমি তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করি এবং তার দিকেই রুজূ হই' *(শূরা ৪২/১০)*।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, বিচারক কিংবা শাসক আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বিচার কিংবা শাসন কাজ চালালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারা সাহায্য-সহযোগিতা পাবেন এবং তারা সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের উপর থাকতে পারবেন।

৪. জিহাদ ও শত্রুর সাথে যুদ্ধে তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- 'আর তুমি স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন (ওহোদের দিন) তুমি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য ঘাঁটিতে সন্নিবেশ করার উদ্দেশ্যে

* সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।
** ঝিনাইদহ।

স্বীয় পরিবার থেকে প্রভাতকালে বের হয়েছিলে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন'। 'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'টি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করছিল। অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ছিলেন। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(আলে ইমরান ৩/১২১-১২২)*।

মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র সব কিছুই প্রস্তুত করেছিল তারা সৈন্য সমাবেশও করেছিল, তারপরও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন। কেননা তিনিই সাহায্যকারী এবং বিজয় দানকারী।

এ তথ্য স্পষ্ট করা হয়েছে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীতে- إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ– 'যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর জয়লাভ করবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? অতএব মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করা' *(আলে ইমরান ৩/১৬০)*।

দুর্বল অবস্থাতে মহান আল্লাহই সাহায্যকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর। যখন একটি সম্প্রদায় (ইহুদীগণ) তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার সংকল্প করেছিল। তখন তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্রতিহত করেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(মায়েদাহ ৫/১১)*।

আবার সবল শক্তিশালী অবস্থাতেও তিনিই সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا– '(বিশেষ করে) হুনায়েন-এর দিনে। যেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে প্রফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি' *(তওবা ৯/২৫)*।

মূসা (আঃ)-এর কাহিনীতেও শক্তিমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوْنَ– قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– 'তারা বলল, হে মূসা! সেখানে পরাক্রমশালী একটি সম্প্রদায় রয়েছে। অতএব আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা বের হয়ে যায়, তাহ'লে আমরা প্রবেশ করব। তখন দুই ব্যক্তি বলল, যারা আল্লাহকে ভয় করত এবং আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর হামলা চালিয়ে শহরের প্রধান ফটক পর্যন্ত যাও। ফলে যখনই তোমরা সেখানে পৌঁছবে, তখনই তোমরা জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ্র উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ৫/২২-২৩)*।

৫. সন্ধিস্থলে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– 'যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড় এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনফাল ৮/৬১)*।

অনেকে সন্ধির সময়ে তাওয়াক্কুলকে অনর্থক মনে করে। তাদের কথা যুদ্ধই যখন বন্ধ, মুসলমানদের উপর শত্রু পক্ষের হস্তক্ষেপও যখন বন্ধ তখন তাওয়াক্কুলের আবশ্যকতা কী?

আসলে এমন ক্ষেত্রেও তাওয়াক্কুলের বহুবিধ উপকারিতা আছে। যেমন কুরাইশ কাফির ও নবী করীম (ছাঃ)-এর মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল। এই সন্ধির পর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের প্রেক্ষিতে আরব উপদ্বীপের অসংখ্য লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানদের জন্য এ সন্ধি বিজয়ের দ্বার খুলে দিয়েছিল।

৬. পরামর্শের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুলের আদেশ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ– 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

এ আয়াতে ইঙ্গিত মেলে যে, পরামর্শ গ্রহণ মাধ্যম অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংকল্প পূরণের প্রকৃত মাধ্যম যা তা হ'ল আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল।

পাঠক! আপনি বড় বড় শাসক ও পদাধিকারীদের দেখুন- কিভাবে তারা তাদের পাশে শত শত পরামর্শক ও তথ্যাভিজ্ঞদের জমা করে এবং তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ

করে। কিন্তু পরে দেখা যায়, তাদের পরামর্শ ভুল ছিল। সুতরাং পরামর্শ গ্রহণ ও মাধ্যম অবলম্বনের পরও আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা একান্ত প্রয়োজন।

৭. জীবিকার সন্ধানে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا- 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর উপায় করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দায়ভার সমর্পণের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হ'ল وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ- 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর উপায় করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না'।[1] জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ- 'নিশ্চয়ই কোন প্রাণী তার জন্য বরাদ্দ রূযী ভোগ শেষ না করা পর্যন্ত কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। যদিও তা পেতে দেরি হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং জীবিকা অনুসন্ধানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। যা হালাল তা গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো'।[2]

৮. প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতিতে তাওয়াক্কুল :

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইয়াকূব (আঃ)-এর তাওয়াক্কুলের কথা বলেছেন, তাঁকে তাঁর সন্তানেরা বলেছিল, فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا 'আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে প্রেরণ করুন' *(ইউসুফ ১২/৬৩)*। তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ- 'তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকটে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। অবশ্য যদি তোমরা একান্ত ভাবেই অসহায় হয়ে পড় (তবে সেকথা আলাদা)। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে কথা হ'ল, সে ব্যাপারে আল্লাহ মধ্যস্থ রইলেন' *(ইউসুফ ১২/৬৬)*।

আরবী مَوْثِقٌ শব্দের অর্থ প্রতিজ্ঞা ও কঠোর শপথ। ইয়াকূব (আঃ) আরো বলেছিলেন, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ- 'ইয়াকূব বলল, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তবে আল্লাহ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ ব্যতীত কারু হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর' *(ইউসুফ ১২/৬৭)*।

৯. আল্লাহ্র পথে হিজরতে তাওয়াক্কুল :

হিজরত বা আপন বাসগৃহ ও সমাজ ছেড়ে অচেনা অপরিচিত সমাজে গমন খুবই বেদনা-বিধুর বিষয়। নিজের আশ্রয়, ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে বাইরের দেশে চলে যাওয়া মোটেও কোন সহজ কাজ নয়। হিজরতকারীকে এজন্য নিজের সমাজ ও প্রিয় স্মৃতিগুলো কুরবানী দিতে হয়। এমন ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তাঁর উপর তাওয়াক্কুলকারী গুণে গুণান্বিত করেছেন। হিজরত যতই কষ্টকর ও বেদনাময় হোক না কেন, আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের ফলে তা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার উত্তম আবাস দান করব এবং আখেরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ, যদি তারা জানত। যারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(নাহল ১৬/৪১-৪২)*।

হিজরতের পথে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর সাথী আবুবকর (রাঃ)-এর তাওয়াক্কুল লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন,

إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

---

১. আল-মু'জামুল কাবীর ৯/১৩৩।
২. ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪, হাদীছ ছহীহ।

'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে কাফেররা বের করে দিয়েছিল এবং (ছওর) গিরিগুহার মধ্যে সে ছিল দু'জনের একজন। যখন সে তার সাথীকে বলল, চিন্তান্বিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন ও তাকে এমন সেনাদল দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের (শিরকের) ঝাণ্ডা অবনত করে দিলেন ও আল্লাহ্র (তাওহীদের) ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৪০)*।

১০. বেচা-কেনা, শ্রম ও বিবাহ চুক্তিতে অটল-অবিচল থাকতে তাওয়াক্কুল :

হযরত মূসা (আঃ) এমন তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফেরাউনের গ্রেপ্তার থেকে বাঁচার জন্য তিনি মিসর ছেড়ে মাদইয়ান যাত্রা করেন। সেখানে ঘটনাক্রমে এক নেককার লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তিনি সেই নেককার লোক যার বাড়িতে মূসা (আঃ) আট বছর এবং সম্ভব হলে দশ বছর মযদুরী করলে নিজের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- قَالَ ذَلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ-

'তখন পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই মেয়ে দু'টির একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার (বাড়ীতে) কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে। মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে উক্ত চুক্তিই স্থির হ'ল। দু'টি মেয়াদের মধ্যে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আর আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক' *(ক্বাছাছ ২৮/২৭-২৮)*।

হযরত মূসা (আঃ) প্রতিশ্রুতি মত পুরোপুরি দশ বছরই ঐ নেককার বান্দার বাড়ীতে মযদুরী করেছিলেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ فَعَلَ- 'তিনি দুই মুদ্দতের বেশী ও উত্তমটাই পূরণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যখন যা বলেন তখন তা বাস্তবায়নও করেন'।[৩] পরিপূর্ণরূপে কার্যসাধনই নবীর জন্য শোভনীয়।

১১. আখিরাতে সুফল লাভের আশায় তাওয়াক্কুল :

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- 'অনন্তর তোমাদেরকে (এ জীবনে) যা দেওয়া হচ্ছে তা তো পার্থিব জীবনের উপভোগ্য সামগ্রী। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তা কেবল তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে এবং তাদের মালিকের উপরই তাওয়াক্কুল করে' *(শূরা ৪২/৩৬)*।

আখেরাতের এই স্থান থেকে দামী আর কোন স্থান আছে কি? কেননা আখেরাতই তো চূড়ান্ত লক্ষ্য। মুমিনের কামনার ধনই তো আখেরাত। সুতরাং সেই পরকালীন আবাসের তালাশে মুমিনরা যেন তাদের মালিক আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে কোনই কছূর না করে।

আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের উপকারিতা

১. যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا- 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাপ ঠিক করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি কাজের সমজাতীয় প্রতিফল নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি তাওয়াক্কুলের প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন প্রাচুর্যতা। সুতরাং যে আল্লাহকে যথেষ্ট জানবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর আল্লাহ যার তত্ত্বাবধান করবেন তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কবি বলেন,

وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت + سبل الخلاص وخاب فيها الآمل

وأيست من وجه النجاة فما لها + سبب ولا يدنو لها متناول

يأتيك من ألطافه الفرج الذي + لم تحتسبه وأنت عنه غافل-

আঁধার যখন জমায় খেলা আশার পরে
মুক্তি যখন নাগাল থেকে অনেক দূরে
হতাশ হয়ে থমকে দাঁড়ায় আশাবাদী
তুমিও যখন নাজাত লাভে হতাশাবাদী
আশীষ তখন আসেরে ভাই এমন পথে
ধারণা তার পাওনি কভু, ভাবনি যা কোন কালে।[৪]

৩. বুখারী হা/২৫৩৮।

৪. কামালুদ্দীন দামীরী, হায়াতুল হায়ওয়ান আল-কুবরা ২/১৭।

Contents

যেহেতু নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্র উপর সবচেয়ে বড় তাওয়াক্কুলকারী তাই আল্লাহও তাকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দিয়েছেন। তিনি তার জন্য যথেষ্ট হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ– 'হে নবী! তোমার ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট' *(আনফাল ৮/৬৪)*। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট, আর সেই মুমিনরাও আপনার জন্য যথেষ্ট যারা আল্লাহ্র নিকটে তাদের তাওয়াক্কুলকে সত্য প্রমাণ করতে পেরেছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَإِنْ يُرِيْدُوْا أَنْ يَخْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِيْ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ– 'আর যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্য দিয়ে ও মুমিনদের মাধ্যমে' *(আনফাল ৮/৬২)*।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) حَسْبُكَ اللهُ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ যার রক্ষাকারী তার শত্রু তাকে হেনস্তা করার আদৌ কোন সুযোগ পায় না। সে তার কোনই ক্ষতি করতে পারে না, তবে যে কষ্টটুকু তার নছীবে আছে তা থেকে অবশ্য তার নিস্কৃতি মিলবে না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى 'তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না কিছু কষ্ট দেওয়া ব্যতীত' *(আলে ইমরান ৩/১১১)*।

এ কষ্ট যেমন শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি। তবে তার ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে মুমিনদের যে ক্ষতি করবে তা সম্ভব হবে না।[৫]

লেখক ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, হজ্জের মওসুমে আমাকে জনৈক চেচেন (شيشاني) এই ঘটনাটি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, রুশবাহিনী আমার বাড়ী ঘেরাও করে। বাড়ীর সকল লোক পালিয়ে যায়, কিন্তু আমি পালাতে পারিনি। এমন সংকটাপন্ন মুহূর্তে আমি বাড়ীর পাশে একটা গর্তের দিকে যাই। সেখানে আমি কিছু আলুর উপজাত মরা গাছ ইত্যাদি জড়ো করি এবং নিজেকে গর্তের মাঝে সঁপে দেই। আমার কাছে না আত্মরক্ষা করার মত কোন অস্ত্র ছিল, না পালানোর কোন সামর্থ্য ছিল। সৈন্যরা যখন গর্তের নিকটে এসে গেল তখন আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। আমি তখন এই আয়াত পড়ছিলাম- وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ– 'আর আমরা তাদের সামনে ও পিছনে (হঠকারিতার) দেওয়াল স্থাপন করেছি। অতঃপর তাদেরকে (মিথ্যার অন্ধকারে) ঢেকে ফেলেছি। ফলে তারা (সত্য) দেখতে পায় না' *(ইয়াসীন ৩৬/৯)*।

একজন সৈনিক গর্তের মধ্যে কেউ আছে কি-না তার অনুসন্ধান করতে আসে। সে সরাসরি আমার চোখে চোখ রাখে; কিন্তু তারপরও তার সঙ্গীদের বলে ওঠে- চলো যাই, এখানে কেউ নেই। তারা তখন বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল এবং আমাকে ছেড়ে গেল'। এটি আল্লাহ্র উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুলের একটি নমুনা।

২. আল্লাহ সঙ্গে থাকার অনুভূতি :

মানুষ যখন আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে, তার উপর যত ভরসা করে ততই সে অনুভব করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে আছে। তার ইচ্ছা পূরণে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। এ ধরনের চিন্তা-চেতনাই সর্বদা আল্লাহ সাথে থাকার অনুভূতি।

৩. মালিকের ভালবাসা লাভ :

যে আল্লাহ্র উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। কেননা এই তাওয়াক্কুলকারী আল্লাহ্র হুকুম মত কাজ করেছে; যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহ বৈধ করেছেন সে তা গ্রহণ করেছে; তার মনটা তার প্রভুর সাথে সর্বদা জুড়ে রয়েছে। সুতরাং মালিকের সাথে তার ভালবাসা তো অবশ্যই তৈরী হবে। তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে বান্দা তার রব ও খালেকের সঙ্গে মহব্বত বৃদ্ধি করে থাকে। কেননা সে জানে আল্লাহ তার হেফাযতকারী, সাহায্যকারী, তাকে ঐশ্বর্য দানকারী এবং তার জীবিকা দানকারী।

৪. শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য :

যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাকে তার শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের উপকরণ যুগিয়ে দেন এবং তার সামনে তাদেরকে অপদস্থ করেন। ছাহাবীগণ একথা ভালমত জানতেন এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতেন বলেই তারা বলেছিলেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ– 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'! 'অতঃপর তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ সহ ফিরে এল। কোনরূপ অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। তারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(আলে ইমরান ৩/১৭৩-৭৪)*।

আহযাব (খন্দক) যুদ্ধে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا–

'অতঃপর যখন মুমিনগণ শত্রুদল সমূহকে দেখল, তখন তারা

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ২/৪৬৫।

Contents

বলল, এটা তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর এটি তাদের ঈমান ও আনুগত্যকে আরও বৃদ্ধি করল' *(আহযাব ৩৩/২২)*।

৫. বিনা হিসাবে জান্নাত লাভ :

হাদীছে এসেছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা ঐ সকল লোক যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِىُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِىْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا؟ أُمَّتِى هَذِهِ؟ قِيْلَ هَذَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ. قِيْلَ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيْلَ لِىْ انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِىْ آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ قِيْلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا نَحْنُ الَّذِيْنَ آمَنَّا بِاللهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الإِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ، وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ : سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ-

'আমার সামনে (বিভিন্ন নবীর) উম্মাতকে তুলে ধরা হ'ল। এক এক করে একজন বা দু'জন নবী অতিক্রম করলেন; তাদের সাথে ছিল একটি (ক্ষুদ্র) দল। আবার কোন নবীর সাথে একজনও ছিল না। এমন করতে করতে আমার সামনে একটা বড়সড় দল তুলে ধরা হ'ল। আমি বললাম, এরা কারা? এরা কি আমার উম্মাত? বলা হ'ল, এরা মূসা ও তাঁর উম্মাত। আমাকে বলা হ'ল, আপনি দিগন্তের দিকে তাকান। দেখলাম, একটা দলে দিগন্ত ভরে গেছে। আবার বলা হ'ল, আপনি আকাশের এদিকে ওদিকে তাকান। তখন দেখলাম, আকাশের সবগুলো কোণ লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। আমাকে বলা হ'ল, এরাই আপনার উম্মাত। এদের মধ্য থেকে সত্তর হাযার লোক কোন হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিছুক্ষণ পর তিনি লোকগুলোর বৈশিষ্ট্য ছাহাবীদের নিকট না বলেই বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। তখন উপস্থিত লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল- আমরাই তো তারা, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেছি; সুতরাং আমরাই তারা। কিংবা আমাদের সন্তানেরা হবে, যারা ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। আর আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বলাবলির এ কথা পৌঁছলে পরে তিনি বাইরে এসে বললেন, তারা ঐ সকল লোক যারা (রোগ-ব্যাধিতে) মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না, কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, আগুন দিয়ে দাগ দেয় না (আগুনের দাগ দিয়ে চিকিৎসা করে না) এবং তাদের মালিকের উপরই কেবল তাওয়াক্কুল করে। তখন উক্কাশা ইবনু মিহছান নামক এক ছাহাবী বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তাদের একজন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্য আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, এ বিষয়ে উক্কাশা তোমার থেকে এগিয়ে'।[৬]

৬. জীবিকা লাভ :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا- 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর যথার্থভাবে তাওয়াক্কুল করতে তাহ'লে পাখপাখালির মতই তোমরা জীবিকা পেতে। তারা ভোরবেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে নীড়ে ফেরে'।[৭]

৭. নিজ জীবন, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির হেফাযত :

হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদের মিসর গমনকালে আত্মরক্ষামূলক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজের বিষয়-আশয়কে আল্লাহ্‌র যিম্মায় সোপর্দ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ- 'আল্লাহ ব্যতীত কারু হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর' *(ইউসুফ ১২/৬৭)*।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা এজন্যই করতে হবে যে, তিনিই হেফাযতকারী। নিজের জীবন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি রক্ষায় তাঁর উপরই নির্ভর করা কর্তব্য।

৮. শয়তান থেকে রক্ষা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ- 'গোপন সলাপরামর্শ তো কেবল শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, যাতে মুমিনরা কষ্ট পায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম না হ'লে সে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর মুমিনদের কর্তব্য তো আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা' *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*।

---

৬. বুখারী হা/৫৭০৫; মুসলিম হা/২২০।
৭. তিরমিযী হা/২৩৪৪, হাকিম এটিকে ছহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/৩৭৩।

Contents

এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, তার অনুমোদন ব্যতীত শয়তান তাঁর বান্দাদের ক্ষতি করতে পারে না। তারপর তিনি তার বান্দাদেরকে শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে থাকার জন্য তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, –مَنْ قَالَ : يَعْنِىْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ. وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ– ‘যখন কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে ‘বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হ’ (আল্লাহ্‌র নামে বের হ’লাম, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করলাম, আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা এবং পুণ্য কাজ করার কোনই উপায় নেই’)। তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমার নিরাপত্তা মিলেছে। আর শয়তান তখন তার থেকে দূরে সরে যায়।[৮]

৯. মানসিক প্রশান্তি :

মানুষ তার লক্ষ্য পূরণে যত প্রকারের উপকরণই ব্যবহার করুক না কেন তাতে এমন কিছু ফাঁক-ফোঁকর থেকেই যাবে যা সে বন্ধ করতে পারেনি। যে কারণে তার ভয় থাকে- হয়তো ব্যর্থতা এসে তাকে ঘিরে ধরবে এবং তার আশা পূরণ হবে না। কিন্তু যখনই সে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, তার যাবতীয় কাজে আল্লাহই তার পক্ষে যথেষ্ট তখন আর তার ঐ সকল ফাঁক-ফোঁকরের ভয় থাকবে না। তখন সে এক ধরনের আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি ও আরাম উপভোগ করবে। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মানুষ মানসিক ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। মনোরোগ চিকিৎসকগণ যদি তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝতেন তাহ’লে তাওয়াক্কুলকে তারা তাদের চিকিৎসার প্রথম কাতারে রাখতেন। আর যদি যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করত তাহ’লে তারা আত্মহত্যা করত না; বরং আল্লাহ্‌র উপর কাজ সোপর্দ করে তারা তার ফায়ছালা ও তাকদীরে রাযী-খুশী থাকত।

১০. কাজের প্রতি দৃঢ়তা :

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ব্যক্তির মনে কাজের প্রতি দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা জন্মিয়ে দেয়। কেননা তাওয়াক্কুলের ফলে বৈধ উপায়ের দ্বার খুলে যায়। মানুষ যখন এই তাওয়াক্কুলের বুঝ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে তখন সে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে উৎপাদনে মনোবল বেড়ে যায়।

১১. সম্মান ও মানসিক ঐশ্বর্য লাভ :

একজন মুসলিম যখন আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তার কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র হাতে সপে দেয় তখন সে নিজের মাঝে ইয্যত ও সম্মান অনুভব করতে পারে। কেননা সে তো মহাসম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেছে। একইভাবে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকেও সে বেঁচে যায়; কেননা সে ঐশ্বর্যময় আল্লাহ গনীর ধনে ধনী। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে (আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট)। কেননা আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(আনফাল ৮/৪৯)*।

তাওয়াক্কুল শব্দ বলার পর আল্লাহ তা‘আলা আযীয (عَزِيزٌ) শব্দ ব্যবহার করে একথাই বুঝিয়েছেন যে, যে তার উপর তাওয়াক্কুল করে সে তার থেকে ইযযত ও পরাক্রম লাভ করে, তার মযদুরী বৃথা যায় না।

[চলবে]

---

৮. তিরমিযী হা/৩৪২৬, আলবানী এটিকে ছহীহ গণ্য বলেছেন।

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ***

ভূমিকা :

চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া, দলীল ও প্রমাণ ব্যতীত নবী ছাড়া অন্য কারো কথা মানাকে (এবং সেটাকে নিজের উপর আবশ্যিক মনে করাকে) তাক্বলীদ (মুত্বলাক বা নিঃশর্ত তাক্বলীদ) বলা হয়।

তাক্বলীদের একটি প্রকার হ'ল তাক্বলীদে শাখছী। যাতে মুক্বাল্লিদ প্রকারান্তরে (আমলের ক্ষেত্রে) এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, 'মুসলমানদের উপর চার ইমামের (মালেক, শাফেঈ, আহমাদ ও আবূ হানীফা) মধ্য থেকে শুধুমাত্র একজন ইমামের (যেমন- পাক-ভারতে ইমাম আবূ হানীফার) (দলীলবিহীন এবং ইজতিহাদী রায়সমূহের) তাক্বলীদ ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট তিন ইমামের তাক্বলীদ হারাম'।

তাক্বলীদের এ দু'টি প্রকার[১] বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত। যেমনটি কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা প্রমাণিত।

সম্মানিত শিক্ষক হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ তাক্বলীদের (শাখছী এবং গায়ের শাখছী) খণ্ডনে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেন, 'আল-হাদীছ' (হাযারো) পত্রিকায় পাঁচ কিস্তিতে যেটিকে প্রকাশ করা হয়েছিল *(সংখ্যা ৮-১২)*।

এখন সকলের উপকারের জন্য উক্ত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটিকে সামান্য সংশোধন ও সংযোজন সহ সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের নিমিত্তে প্রকাশ করা হ'ল।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে মানুষদেরকে তাক্বলীদের অন্ধকার থেকে বের করে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপর পরিচালিত করেন-আমীন!

وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান' *(মায়েদাহ ৫/৪০)*।

সতর্কীকরণ : আহলেহাদীছ-এর (মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ) তাক্বলীদপন্থীদের (যেমন- দেওবন্দী, ব্রেলভী ও তাদের মত অন্য লোকদের) সাথে ঈমান, আক্বীদা এবং উছূলের পর একটি মৌলিক মতপার্থক্য হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে। তাক্বলীদপন্থী আলেমগণ এই মৌলিক মতভেদপূর্ণ বিষয়টি থেকে পালানোর পথ বেছে নিতে গিয়ে চতুরতার সাথে তাক্বলীদে মুত্বলাকের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাহাছ-মুনাযারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কখনো তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক এবং তাহক্বীক্বের জন্য প্রস্তুত হন না। আশরাফ আলী থানবী ছাহেব যার পা ধোয়া পানি পান করা (দেওবন্দীদের নিকটে) আখেরাতে নাজাতের কারণ।[২] বলেছেন, 'কিন্তু তাক্বলীদে শাখছীর উপর তো কখনো ইজমাও হয়নি'।[৩]

তাক্বলীদে শাখছী সম্পর্কে মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী ছাহেব লিখেছেন, 'এটি কোন শারঈ বিধান ছিল না। বরং একটি ইনতেযামী ফৎওয়া ছিল'।[৪]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, এই শরী'আত বিবর্জিত বিধানকে ঐ লোকগুলি নিজেদের উপরে ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে থেকেছেন।

আহমাদ ইয়ার না'ঈমী (ব্রেলভী) লিখেছেন, 'শরী'আত ও তরীকত দু'টিরই চার চারটি সিলসিলা অর্থাৎ হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী। এভাবে কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী, সাহরাওয়ার্দী। এ সকল সিলসিলা একেবারেই বিদ'আত'।[৫]

দুঃখের বিষয় এসব লোক নিজেদের বিদ'আতী হওয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও বিদ'আতকে ভাগ করে কিছু বিদ'আতকে নিজের বুকের উপরে সাজিয়ে বসে আছেন।

এক্ষণে তাক্বলীদ (শাখছী ও গায়ের শাখছী) বিষয়ে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত খণ্ডনের জন্য এ গ্রন্থটি 'দ্বীন (ইসলাম) মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা' অধ্যয়ন শুরু করুন। *অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ।*

-ফযলে আকবর কাশ্মীরী (১৩ই রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ)।

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। অতঃপর আহলেহাদীছ ও তাক্বলীদপন্থীদের মাঝে একটি মৌলিক মতভেদ পূর্ণ বিষয় হ'ল তাক্বলীদ। এই প্রবন্ধে (গ্রন্থে) তাক্বলীদের মাসআলার পর্যালোচনা এবং শেষে মাস্টার মুহাম্মাদ আমীন উকাড়বী দেওবন্দী ছাহেবের সংশয় ও ভুল-ভ্রান্তিগুলোর জবাব পেশ করা হ'ল।

তাক্বলীদের উপর আলোচনা করার পূর্বে এর অন্তর্নিহিত মর্ম জানা অত্যন্ত যরূরী।

তাক্বলীদের আভিধানিক অর্থ :

একটি প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব'-এ লিখিত আছে,

---

* পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাক্কিক আলেম।

** সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. তাক্বলীদ দুই প্রকার (১) তাক্বলীদে শাখছী (২) তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব তথা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির তাক্বলীদের পরিবর্তে একেক মাসআলায় একেকজন ইমামের তাক্বলীদ করা। তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব এবং তাক্বলীদে গায়ের শাখছী একই জিনিস। নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির তাক্বলীদ করাকে 'তাক্বলীদে শাখছী' বলা হয়। -অনুবাদক।

২. তাযকিরাতুর রশীদ ১/১১৩ পৃঃ।

৩. ঐ, ১/১৩১ পৃঃ।

৪. তাক্বলীদ কী শারঈ হায়ছিয়াত (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৬৫।

৫. জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ) ১/২২২, 'বিদ'আতের প্রকারভেদ সমূহের পরিচয় ও আলামাত'।

وقلَّد فلانًا : اتَّبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل-

'সে অমুক ব্যক্তির তাক্বলীদ করল : দলীল এবং প্রমাণ ছাড়া তার কথা বা কাজের আনুগত্য করল'।[৬]

দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য অভিধান গ্রন্থ 'আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ'-এ লিখিত আছে- قلد... فلانا 'তাক্বলীদ করা, বিনা দলীলে অনুসরণ করা, চোখ বন্ধ করে কারো পিছনে চলা'।[৭]

التقليد : 'চিন্তা-ভাবনা না করে বা বিনা দলীলে (১) অনুসরণ (২) অনুকরণ (৩) সোপর্দকরণ'।[৮]

'মিছবাহুল লুগাত' *(পৃঃ ৭০১)* গ্রন্থে লিখিত আছে, وقلده في كذا 'চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে তার অমুক কথার অনুসরণ করেছে'।

খ্রিষ্টানদের 'আল-মুনজিদ' অভিধানে আছে, قلده في كذا 'কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কারো অনুসরণ করা'।[৯]

'হাসানুল লুগাত (জামে') ফারসী-উর্দূ' অভিধানে লিখিত আছে, 'বিনা দলীলে কারো অনুসরণ করা'।[১০]

'জামে'উল লুগাত' (উর্দূ) অভিধানে আছে, 'তাক্বলীদ : আনুগত্য করা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তদন্ত ছাড়াই কারো অনুসরণ করা'।[১১]

অভিধানের এ সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাসমূহের সংক্ষিপ্তসার এই যে, (দ্বীনের মধ্যে) চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই চোখ বন্ধ করে, দলীল-প্রমাণ ব্যতীত এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তির (যিনি নবী নন) অনুসরণ ও আনুগত্য করাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

জ্ঞাতব্য : অভিধানে তাক্বলীদের আরো অর্থ আছে। তবে দ্বীনের মধ্যে তাক্বলীদের এটাই মর্ম, যা উপরে বর্ণনা করা হ'ল।

তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ :

হানাফীদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'মুসাল্লামুছ ছুবূত'-এ লিখিত আছে,

التقليد : العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العامي والمجتهد من مثله، فالرجوع إلي النبي عليه الصلاة والسلام أو إلي الإجماع ليس منه وكذا العامي إلي المفتي والقاضي إلي العدول لا يجاب النص ذلك عليهما لكن العرف علي أن العامي مقلد للمجتهد، قال الإمام : وعليه معظم الأصوليين-

'তাক্বলীদ : (নবী ব্যতীত) অন্য কারো কথার উপর দলীল-প্রমাণ ছাড়া আমল করা। যেমন সাধারণ মানুষ (মূর্খ) তার মত আরেকজনের এবং মুজতাহিদের তার মত আরেকজন মুজতাহিদের কথাকে গ্রহণ করা। তবে নবী করীম (ছাঃ) বা ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এই (তাক্বলীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা (তাক্বলীদ নয়)। কেননা দলীল এ দু'টিকে ওয়াজিব করেছে। কিন্তু প্রচলিত আছে যে, সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের মুক্বাল্লিদ। ইমাম (শাফেঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত) ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'এই (সংজ্ঞার) উপরেই অধিকাংশ উছূলবিদ (একমত) আছেন'।[১২]

হানাফীদের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ 'ফাওয়াতিহুর রাহমূত'-এর মধ্যে লিখিত আছে,

(فصل: التقليد العمل بقول الغير من غير حجة) متعلق بالعمل والمراد بالحجة حجة من الحجج الأربع والا فقول المجتهد دليله وحجته (كأخذ العامي) من المجتهد (و) اخذ (المجتهد من مثله فالرجوع الي النبي عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام او الي الاجماع ليس منه) فإنه رجوع الي الدليل (وكذا) رجوع (العامي الي المفتي والقاضي الي العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا، وان كان العمل بما أخذوا بعده تقليدا (لا يجاب النص ذلك عليهما) فهو عمل بحجة لا بقول الغير فقط (لكن العرف) دل (علي ان العامي مقلد للمجتهد) بالرجوع اليه. (قال الامام) امام الحرمين (وعليه معظم الاصوليين) وهو المشتهر المعتمد عليه-

'(অনুচ্ছেদ : নবী ব্যতীত অন্য কারো কথার উপর দলীল ছাড়া আমল করাকে তাক্বলীদ বলে)। এটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আর হুজ্জাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল চারটি দলীলের একটি। নতুবা মুজতাহিদের বক্তব্য তার (সাধারণ মানুষ) জন্য দলীল ও হুজ্জাত। যেমন সাধারণ মানুষের মুজতাহিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা এবং মুজতাহিদের তার মত অন্য আরেকজন মুজতাহিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা। আর নবী করীম (ছাঃ) এবং ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটি দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। যদিও পরবর্তীগণ এই আমলকে তাক্বলীদ বলেছেন। কিন্তু এই

৬. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (ইস্তাম্বুল, তুরস্ক : দারুদ দাওয়াহ, মুআস্সাসাহ ছাক্বাফিয়াহ), পৃঃ ৭৫৪।*
৭. *আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ (লাহোর, করাচী : ইদারায়ে ইসলামিয়াত), পৃঃ ১৩৪৬।*
৮. *ঐ।*
৯. *আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) (করাচী : দারুল ইশা'আত), পৃঃ ৮৩১।*
১০. *হাসানুল লুগাত, পৃঃ ২১৬।*
১১. *জামে'উল লুগাত' (উর্দূ), (করাচী : দারুল ইশা'আত), পৃঃ ১৬৬।*

১২. *মুসাল্লামুছ ছুবূত (ছাপা : ১৩১৬ হিঃ), পৃঃ ২৮৯; ফাওয়াতিহুর রাহমূত ২/৪০০।*

(তাক্বলীদ না হওয়া আমল)-এর আবশ্যকতা দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। এজন্য এটি দলীলের উপর আমল, নবী ব্যতীত অন্যের কথার উপর আমল নয়। কিন্তু 'উরফ' (সামাজিক প্রথা) নির্দেশ করেছে যে, সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কারণে তারা মুক্বাল্লিদ হয়। ইমামুল হারামাইন বলেছেন, এর উপর অধিকাংশ উছূলবিদ রয়েছেন (যে এটি তাক্বলীদ নয়)। আর এটি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত'।[১৩]

কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃঃ ৮৬১ হিঃ) লিখেছেন,

مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ مِنْهُ-

'তাক্বলীদের মাসআলা : ঐ ব্যক্তির কথার উপর দলীলবিহীন আমল করাকে তাক্বলীদ বলে, যার কথা (চারটি) দলীলের মধ্য হ'তে একটি নয়। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৪]

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু আমীর আল-হাজ্জ (হানাফী, মৃঃ ৮৭৯ হিঃ) লিখেছেন,

(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ) الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ (بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ مِنْهُ) أَيْ مِنَ التَّقْلِيدِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْ الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ، وَكَذَا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى هَذَا عَمَلُ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَعَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِحْدَى الْحُجَجِ فَلَيْسَ الْعَمَلُ بِهِ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لِإِيجَابِ النَّصِّ أَخْذَ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَأَخْذَ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ-

(আত-তাক্বরীর ওয়াত-তাহবীর ফী ইলমিল উছূল ৩/৪৫৩, ৪৫৪)।

[**জ্ঞাতব্য :** এ বক্তব্যের সারমর্মও ওটাই, যা পূর্বের উদ্ধৃতিতে আছে। অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়।]

ক্বাযী মুহাম্মাদ আ'লা থানবী হানাফী (মৃঃ ১১৯১ হিঃ) লিখেছেন,

التقليد... الثاني العمل بقول الغير من غير حجة واريد بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبا ولذا قيل في بعض شروح الحسامي التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية من غير نظر إلي الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل كأخذ العامى والمجتهد بقول مثله أي كأخذ العامى بقول العامي واخذ المجتهد بقول المجتهد وعلي هذا فلا يكون الرجوع إلي الرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا له وكذا إلي الإجماع وكذا رجوع العامى إلي المفتي أي الي المجتهد وكذا رجوع القاضي إلي العدول في شهادتهم لقيام الحجة فيها فقول الرسول بالمعجزة والإجماع بما تقرر من حجته وقول الشاهد والمفتي بالاجماع...

(কাশ্‌শাফু ইছতিলাহাতিল ফুনূন ২/১১৭৮)।

[**জ্ঞাতব্য :** এ বক্তব্যেরও সারমর্ম এটাই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মুজতাহিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষীর ভিত্তিতে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।]

আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-জুরজানী হানাফী (মৃঃ ৮১৬ হিঃ) বলেছেন, (التقليد) عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل- 'তাক্বলীদ হ'ল (নবী ব্যতীত) অন্য কারো কথাকে দলীল ও প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা'।[১৫]

মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান ঈদ আল-মাহলাবী হানাফী বলেছেন,

التَّقْلِيدُ... وَفِي الِاصْطِلَاحِ: هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ فَيَخْرُجُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ وَخَرَجَ أَيْضًا رُجُوعُ الْقَاضِي إِلَى شَهَادَةِ الْعُدُولِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِنَ الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ، وَالْعَمَلِ بِهَا، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ.[১৬]

[**জ্ঞাতব্য :** এই ভাষ্যেরও এটাই মর্ম যে, রাসূল (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।]

মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ আল-আস'আদী বলেছেন,

তাক্বলীদ (ক) সংজ্ঞা :

(১) আভিধানিক অর্থ : গলায় কোন বস্তু পরা। (২) পারিভাষিক অর্থ : বিনা দলীলে কারো কথাকে মেনে নেয়া।

---

১৩. *ফাওয়াতিহুর রাহমূত বি-শারহি মুসাল্লামিছ ছুবূত ফী উছূলিল ফিক্বহ ২/৪০০।*

১৪. *তাহরীর ইবনে হুমাম ফী ইলমিল উছূল ৩/৪৫৩।*

১৫. *কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ২৯।*

১৬. *তাসহীলুল উছূল ইলা ইলমিল উছূল, পৃঃ ৩২৫।*

Contents

তাক্বলীদের প্রকৃত স্বরূপ এটাই। কিন্তু ফক্বীহদের নিকটে এর মর্ম হ'ল 'কোন মুজতাহিদের সকল বা অধিকাংশ মূলনীতি ও কায়েদাসমূহ অথবা সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি নিজেকে অনুগত করে নেয়া'।[১৭]

ক্বারী চান মুহাম্মাদ দেওবন্দী লিখেছেন, 'আর দলীল ছাড়া কোন কথাকে মেনে নেয়াই হ'ল তাক্বলীদ। অর্থাৎ বিনা দলীলে কোন কথার অনুসরণ করা ও মেনে নেয়া এটাই হ'ল তাক্বলীদ'।[১৮]

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দেওবন্দী লিখেছেন, 'কেননা কারো কথার দলীল জানা ব্যতীত তা গ্রহণ করার নাম তাক্বলীদ। আলেমগণ বলেছেন যে, এই সংজ্ঞার আলোকে ইমামের কথাকে দলীল জেনে গ্রহণ করা তাক্বলীদ থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা তা তাক্বলীদ নয়; বরং দলীল দ্বারা মাসআলা গ্রহণ করা, মুজতাহিদের নিকট থেকে মাসআলা গ্রহণ করা নয়'।[১৯]

আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দীর 'মালফূযাত' গ্রন্থে লিখিত আছে, 'এক ভদ্রলোক জানতে চান যে, তাক্বলীদের স্বরূপ কি? তাক্বলীদ কাকে বলে? তিনি বললেন, দলীল ছাড়া উম্মতের কারো কথা মানাকে তাক্বলীদ বলে। তিনি আরয করলেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানাকেও কি তাক্বলীদ বলা হবে? (থানবী) বললেন, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানাকে তাক্বলীদ বলা হবে না। একে ইত্তিবা বলা হয়'।[২০]

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী গাখড়ুবী লিখেছেন, 'এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট হ'ল যে, পারিভাষিকভাবে তাক্বলীদের মর্ম এই যে, যার কথা হুজ্জাত (দলীল) নয় তার কথার উপর আমল করা। যেমন- সাধারণ মানুষের জাহেলের কথা এবং মুজতাহিদের অন্য মুজতাহিদের কথা গ্রহণ করা, যা হুজ্জাত (প্রমাণ) নয়। এর বিপরীত হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। কেননা তাঁর নির্দেশ তো দলীল। আর এভাবে ইজমাও দলীল এবং একইভাবে সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ 'তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩)* আয়াতটির আলোকে ওয়াজিব। আর এভাবেই বিচারকের مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 'তাদের মধ্য হ'তে যাদের সাক্ষ্যে তোমরা সন্তুষ্ট থাকো' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)* ও يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 'আর সমান নির্ধারণের বিষয়টি ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি' *(মায়েদাহ ৫/৯৫)* দলীলগুলোর আলোকে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের দিকে রুজূ করাও তাক্বলীদ নয়। কেননা শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তার কথা দলীল'।[২১]

মুফতী আহমাদ ইয়ার না'ঈমী ব্রেলভী লিখেছেন, 'মুসাল্লামুছ ছুবূত গ্রন্থে আছে- التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ অনুবাদ সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, হুযূর (আঃ)-এর অনুসরণ করাকে তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ শারঈ দলীল। তাক্বলীদের মধ্যে শারঈ দলীলকে না দেখার প্রবণতা থাকে। সুতরাং আমাদেরকে হুযূর (আঃ)-এর উম্মত বলা হবে, মুক্বাল্লিদ নয়। একইভাবে ছাহাবায়ে কেরাম এবং আইম্মায়ে দ্বীন হুযূর (আঃ)-এর উম্মত, মুক্বাল্লিদ নন। এভাবে আলেমের আনুগত্য যা সাধারণ মুসলমান করে থাকে, তাকেও তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা কেউই ঐ আলেমদের কথা বা তাদের কাজকে নিজের জন্য হুজ্জাত বানায় না। বরং এটা মনে করে তাদের কথা মানে যে, আলেম মানুষ। বই দেখে বলে থাকবেন হয়ত'।[২২]

গোলাম রাসূল সাঈদী ব্রেলভী লিখেছেন, 'তাক্বলীদের অর্থ হ'ল দলীলসমূহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কোন ইমামের কথার উপর আমল করা। আর ইত্তিবা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কোন ইমামের কথাকে কিতাব ও সুন্নাতের অনুকূলে পেয়ে এবং শারঈ দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত জেনে সেই কথাকে অগ্রাধিকার দেয়া'।[২৩]

সাঈদী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'শায়খ আবূ ইসহাক্ব বলেছেন, দলীল ছাড়া কথা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা তাক্বলীদ...। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা মুজতাহিদগণের ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা বা সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বা বিচারকের সাক্ষীদের বক্তব্যের আলোকে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়'।[২৪]

সাঈদী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'ইমাম গাযালী লিখেছেন যে, التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ 'তাক্বলীদ হ'ল বিনা দলীলে কারো কথাকে গ্রহণ করা'।[২৫]

সাঈদী ছাহেব লিখেছেন, 'তাক্বলীদের যতগুলি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে এই কথা শামিল আছে যে, দলীল জানা ব্যতিরেকে কারো কথার উপর আমল করা তাক্বলীদ'।[২৬]

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'আর এটি সর্বসম্মত কথা যে, ইক্তিদা ও ইত্তিবা এক জিনিস আর তাক্বলীদ অন্য জিনিস'।[২৭]

---

১৭. *উছূলুল ফিক্বহ, পৃঃ ২৬৭। এই গ্রন্থের উপর মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী ছাহেব অভিমত লিখেছেন।*
১৮. *গায়ের মুক্বাল্লিদীন সে চান্দে মা'রূযাত (হামীদ, আটোক : জমঈয়তে ইশা'আতুত তাওহীদ ওয়াস-সুন্নাহ), পৃঃ ১, আরয-১।*
১৯. *আপ ফৎওয়া ক্যায়সে দেঁ, (করাচী : মাকতাবা নু'মানিয়া), পৃঃ ৭৬।*
২০. *আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়াহ মিনাল ইফাদাতিল কুওমিয়াহ/ মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত ৩/১৫৯, বচন নং ২২৮।*
২১. *আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ (ছাপা : ছফর ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৩৫, ৩৬।*
২২. *জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ), ১/১৬।*
২৩. *শরহ ছহীহ মুসলিম (লাহোর : ফরীদ বুক স্টল), ৫/৬৩।*
২৪. *ঐ, ৩/৩২৯।*
২৫. *ঐ, ৩/৩৩০।*
২৬. *ঐ।*
২৭. *আল-মিনহাজুল ওয়াযেহ ই'য়ানী রাহে সুন্নাত (৯ম সংস্করণ, জুমাদাছ ছানিয়াহ, ১৩৯৫ হিঃ/জুন ১৯৭৫ইং), পৃঃ ৩৫।*

Contents

জ্ঞাতব্য : এই সর্বসম্মত কথার বিপরীতে সরফরায খান ছফদর ছাহেব নিজেই লিখেছেন যে, 'তাক্বলীদ ও ইত্তিবা একই জিনিস'।[২৮] এতে বুঝা গেল যে, বৈপরীত্য ও বিরোধিতার উপত্যকায় সরফরায খান ছাহেব নিমজ্জিত আছেন।

সারকথা : হানাফী, দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের উক্ত সংজ্ঞাগুলি ও ব্যাখ্যাসমূহ হ'তে প্রমাণিত হ'ল-

(১) চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই, দলীল ও প্রমাণ ব্যতিরেকে নবী ব্যতীত অন্য কারো কথা মানার নাম তাক্বলীদ।

(২) কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপর আমল করা তাক্বলীদ নয়। আলেমের নিকট থেকে মূর্খের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা এবং বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।

(৩) তাক্বলীদ ও দলীল অনুসরণের (اتباع بالدليل) মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

খত্বীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, وجملته أن التقليد هو قبول القول من غير دليل– 'মোটকথা তাক্বলীদ হ'ল দলীল ছাড়া কারো কোন কথা মেনে নেওয়া'।[২৯]

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) লিখেছেন,

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ خُوَيْزِ مِنْدَادُ الْبَصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ: التَّقْلِيْدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَمْنُوْعٌ مِنْهُ فِي الشَّرِيْعَةِ، وَالِاتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ–

'আবূ আব্দুল্লাহ বিন খুয়াইয মিনদাদ আল-বাছরী আল-মালেকী বলেছেন, শরী'আতে তাক্বলীদের অর্থ হ'ল এমন কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যে কথার কথকের কাছে এর কোন দলীল নেই। এটি শরী'আতে নিষিদ্ধ। আর ইত্তিবা হ'ল যার উপর দলীল সাব্যস্ত হয়েছে'।[৩০]

জ্ঞাতব্য : সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী 'আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব' গ্রন্থ থেকে ইবনু খুয়াইয মিনদাদ (মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ, মৃঃ সম্ভবত ৩৯০ হিঃ) সম্পর্কে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।[৩১]

নিবেদন হ'ল যে, ইবনু খুয়াইয মিনদাদ এই কথায় একক ব্যক্তি নন। বরং হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম এবং আল্লামা সৈয়ূত্বী তার অনুকূলে রয়েছেন। তাঁরা তার উক্তিকে সমালোচনা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। এমনকি সরফরায খান ছফদর তার একটি বক্তব্যে ইবনু খুয়াইয মিনদাদের অনুকূলে আছেন।[৩২]

দ্বিতীয় এই যে, উপরোল্লিখিত ইবনু খুয়াইয মিনদাদের উপর কড়া সমালোচনা নেই। বরং ولم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه প্রভৃতি শব্দাবলী আছে।[৩৩]

আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী ও ইবনু আব্দিল বার্র-এর সমালোচনাও সুস্পষ্ট নয়।[৩৪]

ইবনু খুয়াইয মিনদাদের জীবনী নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও আছে, শীরাযীর 'ত্বাবাক্বাতুল ফুক্বাহা' (পৃঃ ১৬৮), ক্বাযী ইয়াযের 'তারতীবুল মাদারিক' (৪/৬০৬), 'মু'জামুল মুওয়াল্লিফীন' (৩/৭৫)।

হানাফী, ব্রেলভী ও দেওবন্দী আলেমগণ এমন ব্যক্তিদের বক্তব্য পেশ করে থাকেন, যাদের ন্যায়পরায়ণতা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে অনেক মুহাদ্দিছের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। যেমন- (১) ক্বাযী আবু ইউসুফ। (২) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী। (৩) হাসান বিন যিয়াদ আল-লুলুঈ। (৪) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব আল-হারেছী প্রমুখ *(দ্রঃ মীযানুল ই'তিদাল; লিসানুল মীযান প্রভৃতি)*।

জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাহাল্লী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৮৬৪ হিঃ) বলেছেন, والتقليد قَبُول قَول الْقَائِل بِلَا حجَّة فعلى هَذَا قبُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا يُسمى تقليْدا 'তাক্বলীদ হ'ল প্রমাণ ছাড়া কারো কোন কথা গ্রহণ করা। তবে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা গ্রহণ করাকে তাক্বলীদ বলা হয় না'।[৩৫]

ইবনুল হাজেব আন-নাহবী আল-মালেকী (মৃঃ ৬৪৬ হিঃ) বলেছেন,

فَالتَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْإِجْمَاعِ، وَالْعَامِّيُّ إِلَى الْمُفْتِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْعُدُولِ بِتَقْلِيدٍ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ. وَلَا مُشَاحَةَ فِي التَّسْمِيَةِ–

'সুতরাং তাক্বলীদ হ'ল, দলীল ছাড়া অন্যের কথার উপর আমল করা। আর নবী করীম (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয় দলীল সাব্যস্ত থাকার কারণে। আর (এই) নামের ব্যাপারে

২৮. *আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ, পৃঃ ৩২।*
২৯. *আল-ফাক্বীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৬৬।*
৩০. *জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ২/১১৭, অন্য সংস্করণ ২/১৪৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/১৯৭; সুয়ূত্বী, আর-রদ্দু আলা মান উখলিদা ইলাল আরয ওয়া জাহিলা আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি আছরিন ফারয, পৃঃ ১২৩।*
৩১. *আল-কালামুল মুফীদ, পৃঃ ৩৩, ৩৪।*
৩২. *দ্রঃ রাহে সুন্নাত, পৃঃ ৩৫।*
৩৩. *দ্রঃ আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব, পৃঃ ৩৬৩, জীবনী ক্রমিক নং ৪৯১; লিসানুল মীযান ৫/২৯১।*
৩৪. *দ্রঃ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২৭/২১৭; ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-অফায়াত ২/৩৯, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩৯।*
৩৫. *শারহুল ওয়ারাক্বাত ফী ইলমি উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ১৪।*

কোনই বিবাদ নেই'।[৩৬]

আলী বিন মুহাম্মাদ আল-আমেদী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৬৩১ হিঃ) বলেছেন,

أَمَّا (التَّقْلِيدُ) فَعِبَارَةٌ عَنِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ... فَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَصْرِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَرُجُوعُ الْعَامِّيِّ إِلَى قَوْلِ الْمُفْتِي، وَكَذَلِكَ عَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ لَا يَكُونُ تَقْلِيدًا-

'তাক্বলীদ হ'ল, অন্যের কথার উপর আবশ্যকীয় দলীল ব্যতিরেকে আমল করা...। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা এবং সমকালীন মুজতাহিদগণের ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সাধারণ মানুষের মুফতীর কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়'।[৩৭]

আবূ হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযালী (মৃঃ ৫০৫ হিঃ) বলেছেন, التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ 'বিনা দলীলে কারো কোন কথা গ্রহণ করাই হ'ল তাক্বলীদ'।[৩৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَأَمَّا بِدُوْنِ الدَّلِيلِ فَإِنَّمَا هُوَ تَقْلِيدٌ- 'আর যা দলীল ব্যতীত হবে তাই তাক্বলীদ'।[৩৯]

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামাহ হাম্বলী বলেছেন,

وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة، أخذًا من هذا المعنى فلا يسمى الأخذ بقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والإجماع تقليدًا-

'আর ফক্বীহদের নিকটে এটা (তাক্বলীদ) হ'ল বিনা দলীলে কারো কথা গ্রহণ করা। এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা এবং ইজমাকে গ্রহণ করাকে তাক্বলীদ বলা হয় না'।[৪০]

ইবনু হাযম আন্দালুসী আয-যাহেরী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেছেন,

لأن التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان، فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام البرهان على بطلانه-

'কেননা প্রকৃতপক্ষে তাক্বলীদ হ'ল নবী করীম (ছাঃ) ছাড়া অন্য কারো কথাকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা। আর এটির নাম তাক্বলীদ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে। আর এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দলীল কায়েম আছে'।[৪১]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) বলেছেন,

وَقَدِ انْفَصَلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْلِيدِ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِثُبُوتِ النُّبُوَّةِ حَتَّى حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهَا فَمَهْمَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَقْطُوعًا عِنْدَهُ بِصِدْقِهِ فَإِذَا اعْتَقَدَهُ لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَهَذَا مُسْتَنَدُ السَّلَفِ قَاطِبَةً فِي الْأَخْذِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فَآمَنُوا بِالْمُحْكَمِ مِنْ ذَلِكَ وَفَوَّضُوا أَمْرَ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ إِلَى رَبِّهِمْ-

'কতিপয় ইমাম এ থেকে (এই মাসআলাকে) আলাদা করেছেন। কেননা তাক্বলীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, দলীল ছাড়া অন্যের কথা গ্রহণ করা। আর তার উপর নবুঅতের প্রমাণের সাথে সাথে দলীল কায়েম হয়ে যায়। এমনকি তার দৃঢ় বিশ্বাস এসে যায়। সুতরাং সে নবী করীম (ছাঃ) থেকে যা শ্রবণ করেছে তার কাছে তা নিশ্চিতরূপে সত্য। যখন সে এ আক্বীদা পোষণ করবে তখন সে মুক্বাল্লিদ নয়। কেননা সে অন্যের কথাকে দলীল ছাড়া গ্রহণ করেনি। আর এটাই সকল সালাফে ছালেহীনের পুরাপুরি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যে, এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছ থেকে যা তাদের নিকটে প্রতীয়মান হয়েছে তা গ্রহণ করা। ফলে তারা 'মুহকামাত' (কুরআনের সুস্পষ্ট হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ)-এর উপর ঈমান এনেছেন এবং 'মুতাশাবিহাত' (যার মর্মার্থ অস্পষ্ট)-এর বিষয়টি তাদের প্রতিপালকের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছেন (যে তিনিই এর অর্থ ভাল জানেন)।[৪২]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) লিখেছেন, وَالتَّقْلِيدُ لَيْسَ بِعِلْمٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 'আলেমদের ঐক্যমত অনুযায়ী তাক্বলীদ কোন ইলম নয়'।[৪৩]

সারকথা : হানাফী, দেওবন্দী, ব্রেলভী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, যাহেরী এবং হাদীছের ভাষ্যকারগণের উক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে প্রতীয়মান হ'ল, তাক্বলীদের মর্ম এটাই যে, দলীল ও প্রমাণ বিহীন বক্তব্যকে (চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই, অন্ধের মত) মেনে নেয়া।

[চলবে]

---

৩৬. মুনহাতাল উছূল ওয়াল আমাল ফী ইলমাই আল-উছূল ওয়াল জাদল, পৃঃ ২১৮, ২১৯।
৩৭. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৪/২২৭।
৩৮. আল-মুসতাছফা মিন ইলমিল উছূল ২/৩৮৭।
৩৯. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৭।
৪০. রাওযাতুন নাযির ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির ২/৪৫০।
৪১. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৬/২৬৯।
৪২. ফাৎহুল বারী ১৩/৩৫১, হা/৭৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ।
৪৩. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৮৮।

ঈদে মীলাদুন্নবী

আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা :

‘জন্মের সময়কাল’কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদুন্নবী’-র অর্থ দাঁড়ায় ‘নবীর জন্ম মুহূর্ত’। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নাবী সালামু আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ- এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’ নামক দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয়(?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি :

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’তেন। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।[১] আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

হুকুম :

ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২]

তিনি আরো বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ’তে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী’।[৩] জাবের (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ‘এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম’।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা ‘দ্বীন’ হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন’।[৫]

মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত :

‘আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ‘আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম :

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী, আল্লামা হায়াত সিন্ধী, রশীদ আহমাদ গাংগোহী, আশরাফ আলী থানভী, মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী, আহমাদ আলী সাহারানপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ‘আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী :

জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ‘মীলাদুন্নবী’র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

একটি সাফাই :

মীলাদ উদযাপনকারীরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ‘আত হ’লেও তা ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু বক্তব্য শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, ছালাত আদায় করার সময় পবিত্র দেহ-পোষাক, স্বচ্ছ নিয়ত সবই থাকা সত্ত্বেও ছালাতের স্থানটি যদি কবরস্থান হয়, তাহ’লে সে ছালাত কবুলযোগ্য হয় না। কারণ এরূপ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছালাত আদায়ে কোন ফায়দা হবে না।

তেমনি বিদ‘আতী অনুষ্ঠান করে নেকী অর্জনের স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢাললে যেমন পানযোগ্য থাকে না, তেমনি সৎ আমলের মধ্যে সামান্য শিরক-বিদ‘আত সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয়। সেখানে

---

১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃঃ ১৩/১৩৭।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭।*
৪. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯ ‘ঈদায়েন-এর খুৎবা’ অধ্যায়।*
৫. *আল-ইনছাফ, পৃঃ ৩২।*

বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করা যে আরেকটি গোমরাহী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্বিয়াম প্রথা :

সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আলামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিঃ) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৬] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বিয়ামযুক্ত, অন্যটি ক্বিয়াম বিহীন। ক্বিয়ামকারীদের যুক্তি হ'ল, তারা রাসূলের 'সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযারিয়া'তে বলা হয়েছে, مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَرْوَاحَ الْأَمْوَاتِ حَاضِرَةٌ نَعْلَمُ يَكْفُرُ- 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের'।[৭] অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[৮] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি?

মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ :

(১) '(হে মুহাম্মাদ!) আপনি না হ'লে আসমান-যমীন কিছু সৃষ্টি করতাম না'।[৯]

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

(৬) 'মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৭) রাসূলের জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে ও সংবাদ দান কারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের মধ্যের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূলের (ছাঃ) জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি মওকূফ করা হবে বলে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৮) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৯) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলো দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। *দেখুন : মওযূ'আতে কাবীর প্রভৃতি।* মীলাদ উদযাপনকারী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক'।[১০]

তিনি আরও বলেন, لاَ تُطْرُوْنِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে।... বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১১]

যেখানে আল্লাহপাক এরশাদ করছেন, 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে শুনে কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এরা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে 'মীমের' পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। এই সব কুফরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলো। বর্তমানে সরকারী রেডিও-টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন- আমীন!

---

৬. আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), পৃঃ ১৭।
৭. মীলাদে মুহাম্মাদী পৃঃ ২৫, ২৯।
৮. তিরমিযী, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'আদাব' অধ্যায়, ।
৯. দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।
১০. বুখারী হা/১০৭।
১১. বুখারী হা/৩৪৪৫।

জুম‘আর খুৎবা (সংক্ষেপায়িত)

নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদ, রাজশাহী

তাং ২৩শে সেপ্টেম্বর’১৬

সন্তানকে ইসলামী আদর্শের উপর গড়ে তুলুন!

হামদ ও ছানা পাঠের পর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর আয়াত পাঠ শেষে অনুবাদ করেন, ‘আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই’ *(ত্বোয়াহা ১৩২ আয়াত)*। অতঃপর তিনি বলেন,

(১) মানবজাতির প্রাথমিক ইউনিট হচ্ছে তার পরিবার। পরিবারবিহীন মানুষ পৃথিবীতে কোন কার্যকর সংস্থা নয়। ব্যক্তি নিজস্ব প্রতিভাবলে সমাজের অনেক উপকার করতে পারে। কিন্তু সমাজ গড়তে পারে না। মানুষের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাক নিজেই দিয়েছেন। যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারীর ভূমিকাই প্রধান। পত্রিকায় দেখলাম, বিজ্ঞান এতদূর এগিয়ে গেছে যে, পুরুষ এখন নারীর মাধ্যম ছাড়াই সন্তান জন্ম দিতে পারবে। এটা যদি সত্য হয়, তবে ধ্বংস হৌক ঐ গবেষণা, ধ্বংস হৌক ঐ আবিষ্কার, যা আল্লাহ্র দেওয়া সুন্দর পারিবারিক ব্যবস্থাকে কৌশলে ধ্বংস করতে চায়। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে উঠে এবং তাদের অপত্য স্নেহ ও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তান প্রতিপালিত হয়। অতঃপর পিতা-মাতার আচরণসমূহ রপ্ত করেই সন্তানরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের আচরণকে বিকশিত করে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়।

(২) পরিবারের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সমাজ। সেখানে সুন্দর সন্তানদের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গঠিত হয়। সেকারণ মহান আল্লাহ মানব জাতিকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে বলেন, তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের নির্দেশ দাও। সাথে সাথে নিজে ছালাতে অবিচল থাক’। নইলে পরিবার আপনার নির্দেশ মানবে না এবং সেখানে নৈতিকতাও থাকবে না। উপরোক্ত আদেশের মাধ্যমে পরিবারকে প্রথমেই আল্লাহভীরুতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যাতে কোন সন্তান নাস্তিক ও বস্তুবাদী না হয়, সেজন্য আল্লাহ বলেছেন, তুমি রূযীর জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমিই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর আল্লাহভীরুতাই হ’ল মূল পূঁজি। এই পূঁজি হারালে তুমি ও তোমার পরিবার দুই-ই ধ্বংস হবে।

(৩) পরিবারের পরেই আসে প্রতিবেশীর গুরুত্ব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! ঐ ব্যক্তি কখনোই ঈমানদার নয় (৩ বার), যার অনিষ্টকারিতা হ’তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’ *(হাদীছ)*। এর কারণ হ’ল এই যে, মানুষ কোথাও কখনো একা বাস করতে পারে না প্রতিবেশী ছাড়া। তাই তাদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসা না থাকে, তাহ’লে সমাজ অশান্তিতে ভরে যাবে। মন্দ প্রতিবেশীর সাথে বসবাস করার চেয়ে জংগলে বসবাস করা অনেক ভাল।

(৪) এরপরে আসে সমাজ। সুন্দর পরিবার ও সুন্দর প্রতিবেশীদের নিয়ে গড়ে ওঠে সুন্দর সমাজ। অতঃপর সমাজের শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সকলকে জামা‘আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে হয়। সেখানে অবশ্যই একজনকে নেতা নির্বাচন করতে হয়। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উক্ত নেতার আনুগত্য করতে হয়। ঐ নেতা যদি আল্লাহভীরু হন, তাহ’লে সমাজে শান্তি থাকে। আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহ’লে সমাজ বিনষ্ট হয়। ইসলাম সর্বদা সর্বত্র আল্লাহভীরু নেতৃত্ব গড়তে চায়। আর সেই নেতাদের আনুগত্যের জন্য কুরআন ও হাদীছে কঠোর তাকীদ এসেছে।

(৫) বর্তমান অবস্থা : পৃথিবীর ইতিহাসে ৬টি জাতি কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদিয়ান ও কওমে ফেরাঊন সবাই আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও পাপাচারের কারণে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানেও পাপাচারে সারা বিশ্ব ছেয়ে গেছে। এসব পাপাচার প্রতিহত করা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিবেশী ও পরিবার সকলের সর্বমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা আবশ্যক। নইলে আপনার ফুটফুটে সন্তানটির সুন্দর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। বরং সে অংকুরেই বিনষ্ট হবে।

গতকালের দৈনিক পত্রিকা যারা পড়েছেন, তারা অবশ্যই দেখেছেন যে, দেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (এটিএম শামসুল হুদা)-এর ভাইয়ের ১৭ বছরের একমাত্র সন্তান মোটরসাইকেল থাকা সত্ত্বেও পুনরায় নতুন মডেলের মোটরসাইকেল কেনার জন্য পিতার কাছে দাবী করে। পিতা তৎক্ষণাৎ রাযী না হওয়ায় ঘরের মধ্যেই তার শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কয়েক ঘণ্টা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয়। সাথে মাও অগ্নিদগ্ধ হন। কি অমানবিক! এ পরিবারের অর্থ-বিত্তের কোন অভাব নেই। এক নামেই সকলে এই পরিবারকে চিনেন। দুর্ভাগ্য, যারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিয়েছেন, তারা নিজ পরিবারের একটি সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়তে ব্যর্থ হ’লেন!...

এর কারণ কি? সঠিক ইসলামী শিক্ষার অভাবেই পরিবারটি আজকের এই অবস্থায় পতিত হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় দুঃখ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর মানুষ তৈরী হয় না। এই খাতে সরকারের অর্থ ব্যয় করে কি লাভ? সন্ত্রাসী ও মাদকসেবী হয়ে গড়ে উঠার জন্য কি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছে?

পত্রিকায় রাজধানীর নামকরা বিদ্যালয়গুলোর উপর প্রকাশিত সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে, ভিকারুন্নেসা, আইডিয়াল প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর জন্য শুধু টিউশনী বাবদই একজন ছাত্র/ছাত্রীর পিছনে পরিবার পিছু মাসিক গড়ে ৮ হাযার টাকা ব্যয় করতে হয়। যার শেষ ফলাফল হয়তোবা একটা জিপিএ-৫। অথচ হাযার হাযার জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের

Contents

মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ ইংরেজী সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে মাত্র ৩ জন। তাহ'লে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে তারা? এখন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জঙ্গী হচ্ছে। তার কারণ একটাই। তাদের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান নেই। অতএব শিক্ষার সর্বস্তরে অবশ্যই সঠিক ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। সেই সাথে নীতিবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ধার্মিক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। যে সন্তানটি আগুন দিয়ে তার পিতাকে হত্যা করল, তাকে কখনই শিখানো হয়নি যে, পিতার সন্তুষ্টির উপরই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নির্ভর করে *(হাদীছ)*। সে জানে না যে, পিতা হচ্ছেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। যা ভাঙলে তাকে জাহান্নামী হ'তে হবে' *(হাদীছ)*। 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত' *(হাদীছ)*। এগুলি জানলে ঐ সন্তান কখনই তার মায়ের অবাধ্য হ'তে পারত না।...

(৬) একটি সন্তান যখন নষ্ট হয়, তখন সে একা নষ্ট হয় না পুরো পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়। তাই সন্তানকে এককভাবে দায়ী না করে আসুন নিজেরা সংশোধিত হই এবং পরিবারকে সংশোধনের চেষ্টা করি। আপনি নিজে ছালাত আদায় না করে যদি সন্তানকে বলেন মসজিদে যাও, সেটা কিভাবে সম্ভব? আপনি নিজে অন্যায় করবেন, অন্যদিকে সন্তানকে সৎকাজের আদেশ দিবেন, তাতে সন্তান কি শিখবে? আপনি যদি আপনার সন্তানকে এজন্য লেখাপড়া করিয়ে থাকেন যে, ছেলে বড় হয়ে অনেক অর্থ-সম্পদ উপার্জন করবে। আর আপনি বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তে সেগুলি ব্যয় করবেন, তাহ'লে আপনি সন্তানকে ভুল পথে পরিচালিত করলেন। উদাহরণ স্বরূপ- ছেলেকে অধিক অর্থ আয় করার জন্য প্রবাসে পাঠিয়েছেন। এখন আপনি অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে রয়েছেন। আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া বা ঔষধ আনার জন্য প্রতিবেশীদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমতাবস্থায় আপনার ছেলে-মেয়েরা কিন্তু কোন কাজে লাগছে না। এমনকি আপনার লাশটা কবরে নেওয়ার জন্যও অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। অতএব কে কখন কার কাজে লাগবে, কার মাধ্যমে আপনার কল্যাণ আসবে, সেটা আপনার এখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহ্র হাতে। তিনিই সবকিছুর মালিক *(আয়াত)*।

(৭) সমাজ মাদকতা ও বেহায়াপনায় ভরে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিনজন ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও পরিবারে ফাহেশা কাজের অনুমতি দানকারী ব্যক্তি' *(হাদীছ)*। অর্থাৎ 'দাইয়ূছ' কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতএব পরিবারের প্রধানগণ সাবধান থাকুন।...

(৮) দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ এখন চাকুরীর জন্য প্রবাসে থাকেন। তারা তাদের পরিবারবর্গকে দেশে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর দায়িত্বে রেখে যান। অতএব প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়গণ পূর্ণ আল্লাহভীরুতার সাথে স্ব স্ব আমানতের হক আদায় করুন। প্রত্যেকে স্ব স্ব আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখুন।

(৯) আমাদের সন্তান যাতে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড় হ'তে পারে, সেজন্য হাদীছে এসেছে ৭ বছর বয়স থেকে সন্তানকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে অভ্যস্ত করার এবং ১০ বছর বয়স থেকে শাসন করার *(হাদীছ)*। এভাবে সন্তানকে গড়ে তুলতে না পারলে আমরা সকলেই ব্যর্থ হয়ে যাব। ভবিষ্যতে সন্তান দ্বারা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্বিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহ্র দরবারে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে *(আয়াত)*।

(১০) দেশের একশ্রেণীর আলেমের দুর্দশা দেখলে হতবাক হ'তে হয়। তারা সকলের সামনে দিব্যি তামাক/জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছেন। তাদের দেখাদেখি তাদের সন্তান ও ছাত্ররাও বাল্যকাল থেকে পানখোর হচ্ছে।... জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে, পান-জর্দা তো হারাম নয়, মাকরূহ। মাকরূহ অর্থ অপসন্দনীয়। কিন্তু যা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অপসন্দনীয়, তা হারাম নয় কিভাবে? উদাহরণ স্বরূপ- আপনি যদি একটি আপেল মসজিদে খান, কেউ খারাপ বলবে না। কিন্তু যদি একটা সিগারেট মসজিদে পান করেন, তখন কি সেটা কেউ মেনে নিবে? অধিকাংশ সিগারেটখোর মলমূত্র ত্যাগের স্থানে ধুমপান করে। কিন্তু সেখানে বসে কি তিনি আপেল খান?

এভাবেই আপনি বুঝে নিন হালাল ও হারামের পার্থক্যটা কেমন! এক্ষণে একজন তামাক খোরের সন্তান যদি ইয়াবাখোর হয়, তখন তাকে রুখবে কে? *(হাদীছ)*।... দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তামাকের চাষ হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি না। উপরন্তু তামাক চাষ ও ব্যবহারের মাধ্যমে হাযার হাযার কোটি টাকা আয় করে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। আয়কৃত অর্থ দ্বারা হজ্জ-ওমরা করে সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হচ্ছেন।... অতএব আসুন সবাই নিজেকে সংশোধন করি। সরকারের প্রতি আহ্বান, তামাক ও এর ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিন।

(১১) সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহপাক আমাদের ক্ষমা করেন। বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই যথাসম্ভব বেশী বেশী সৎ আমল করুন। হে যুবকেরা সাধ্যমত নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কর। গুনাহের কাজ ও তার উপকরণ সমূহ থেকে দূরে থাক। যত বেশী নেকী তুমি অর্জন করবে, তত বেশী আল্লাহ্র রহমত তোমাকে বেষ্টন করে রাখবে। যে পরিবারে তাক্বওয়া বেশী, ঐ পরিবারে আল্লাহ্র রহমত বেশী। আল্লাহ আমাদের কিভাবে সাহায্য করবেন, সেটা তাঁর উপরেই ছেড়ে দিন। আমাদের দায়িত্ব হ'ল, কথা ও কর্মে আল্লাহকে ভয় করে চলা। আল্লাহভীতির মাধ্যমেই আল্লাহ্র রহমত তালাশ করা। কেননা আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হ'লে কোন মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না' *(হাদীছে কুদসী)*।

(১২) পরিশেষে সন্তানকে শিশুকাল থেকেই মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ, ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহ ও আদব-আখলাক হাতে-কলমে শিক্ষা দিন। জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করুন। তাতেই পরিবার ও সামাজিক জীবন সুশৃংখল ও শান্তিময় হবে ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈর গুণাবলী

*আফরোযা খাতুন**

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

বর্তমান সমাজ ক্রমশঃ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ অপসংস্কৃতি জেঁকে বসেছে। ন্যায়-নীতি এখানে বিলুপ্ত প্রায়। যুলুম-অত্যাচার, গুম, হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপাচারের বিষবাষ্পে জাতি আজ দিশেহারা। এক্ষণে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কোপানল থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হ'লে দাওয়াতের ব্যাপক প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আলোচ্য নিবন্ধে দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈ তথা দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হ'ল।-

দাওয়াতের সংজ্ঞা :

আরবীতে 'দাওয়াত' (اَلدَّعْوَةُ) শব্দটি মাছদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ ডাকা। যেমন-

النِّدَاءُ বা আহ্বান করা। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ 'সেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫২)*।

তিনি আরো বলেন,أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 'যখন আমাকে ডাকা হয়, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ :

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا- 'আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত হচ্ছে, আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁরা যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সেসব সত্য বলে স্বীকার এবং যেসব তাঁরা আদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার দিকে আহ্বান জানানো।[1]

শায়খ খিজির হুসাইন বলেন, حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل- 'মানুষকে কল্যাণ, হেদায়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি উৎসাহিত করা'।[2]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন বলেন, هي دعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وتتريله من المنازل ما يستحقه، فترتفع العقائد الكاملة والأحكام الشرعية، وتزهق العقائد الباطلة والقوانين الجاهلية والأحكام الوضعية- 'এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র, সৎ আমল, হক সংরক্ষণ এবং প্রাপকের যথাযথ হক ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইনছাফ বা ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান জানানো। যাতে পূর্ণাঙ্গ আক্বীদা ও শরী'আতের বিধি-বিধান উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাতিল আক্বীদা, জাহেলী নিয়ম-কানূন ও নিকৃষ্ট বিধান সমূহ দূরীভূত হয়'।

সমাজ সংস্কারে দাওয়াতের অপরিহার্যতা :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক জীবন যেমন অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাও আমাদেরকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই বর্বর সমাজচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মানব সমাজকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান করেন এবং জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ- 'যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান। আর যিনি তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না' *(বাক্বারাহ ২/১৫১)*।

দাওয়াত দানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- 'তুমি তোমার পালনকর্তার

---

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

1. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৫৭।*
2. *আদ-দাওয়াত ইলাল ইছলাহ, পৃঃ ১৭।*

Contents

দিকে (মানুষকে) আহ্বান করো। আর তুমি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৭)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– 'হে নবী বলুন! এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا– 'হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর পথে দাওয়াত দানকারী হিসাবে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে' *(আহযাব ৩৩/৪৪-৪৫)*।

আমাদের সমাজও আজ জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। মানব রচিত কোন তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে তমসাচ্ছন্ন এই সমাজকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র বিশ্ব সংস্কারক মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় দাওয়াত দানের মাধ্যমেই এই সমাজের উত্তরণের পথ উন্মোচিত হ'তে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশিত পদ্ধতিতে মানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আহ্বান করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ– 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা পৌঁছিয়ে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর তাতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত করে নিল'।[৩]

মুসলিম উম্মাহ্র উপর দাওয়াত দানের আবশ্যকতা :

পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী, يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ– 'হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ'লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না' *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*।

মহানবী (ছাঃ)-এর অবর্তমানে দাওয়াতের এই গুরুভার তাঁর উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। সেকারণ এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না, বরং তা পালন করতে হবে যথাযথভাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ. 'তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি এটা তার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহ'লে মুখ দ্বারা বাধা দিবে, তাও সম্ভব না হ'লে অন্তর দ্বারা (তাকে ঘৃণা করবে)। আর এটাই হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[৪]

আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত :

আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ'তে পারে, যে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম কখনো সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৩৩-৩৪)*।

উপরোক্ত আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ، أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. 'অতঃপর (আল্লাহ্র নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়। তারাই হ'ল ডানপন্থী, তারাই সফলকাম' *(বালাদ ৯০/১৭)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শিখে, যা মানব সমাজে খুবই প্রয়োজন। আল্লাহ আরো বলেন, وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ. 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(আছর ১০৩/১-৩)*। আল্লাহ তা'আলা এখানে হক-এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হ'লে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي

৩. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*

৪. *মুসলিম হা/৪৯ 'ঈমান' অধ্যায়।*

Contents

الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

'যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি উত্তম সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে, তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো নেকী কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালু করবে, সেজন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না'।[৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا-

'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ নেকী রয়েছে। কিন্তু তাদের নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ পাপ রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না'।[৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى أُبْدِعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَقَالَ مَا عِنْدِى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

আবু মাসঊদ আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাকে একটি সওয়ারী দান করুন। তিনি বললেন, সওয়ারী আমার কাছে নেই। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে এমন লোকের কথা বলে দিতে পারি, যে তাকে সওয়ারীর পশু দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে'।[৭]

দাওয়াত দানের পদ্ধতি :

দাওয়াত দানের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ- 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

এ আয়াতে দাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি উল্লিখিত হয়েছে। যথা- (১) হিকমত তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত দেওয়া। (২) উত্তম উপদেশ দেওয়া। (৩) উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে। প্রথমে তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে হবে। কেননা ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। পরে ইসলামের যাবতীয় বিধান সম্পর্কে ছহীহ সুন্নাহর আলোকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضى الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসাবে) প্রেরণ করেন। এ সময় তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে'।[৮]

উম্মাতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ :

মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ- 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আলোচ্য আয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ

---

৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়।*
৬. *মুসলিম হা/৬৯৮০; মিশকাত হা/১৫৮।*
৭. *মুসলিম হা/৫০০৭; মিশকাত হা/২০৯।*
৮. *বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৭৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯।*

Contents

গুণ হিসাবে 'আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎ কর্মের আদেশ ও অন্যায় ও নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণই হচ্ছে দাওয়াত।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারীর যেসব গুণাবলী থাকা আবশ্যক :

সত্যবাদী হওয়া : আল্লাহ্র পথের দাঈকে অবশ্যই সত্যবাদী হ'তে হবে। দাঈর মধ্যে যদি মিথ্যার লেশমাত্র পাওয়া যায় তাহ'লে তার দাওয়াত ফলপ্রসু হবে না। কুরআন ও হাদীছে সত্যবাদিতার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং মুমিনদেরকে সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

ধৈর্যশীল হওয়া : ধৈর্য মহৎ গুণ। আল্লাহ্র পথের দাঈদের এই মহৎ গুণে গুণান্বিত হ'তে হবে। নচেৎ দাওয়াত দানে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ্র রাস্তায় দাওয়াত দিতে গেলে অনেক বিপদ আসতে পারে, সেক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ– 'সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যাদের উপরে কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'নিশ্চয়ই যারা ধৈর্যশীল, তারা তাদের পুরস্কার পায় অগণিত' *(যুমার ৩৯/১০)*।

কোমল স্বভাবের অধিকারী হওয়া : নম্রতা-ভদ্রতা ও কোমলতা আদর্শ মানুষের গুণ। দ্বীনের দাঈর মধ্যে অবশ্যই এ গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ গুণের অধিকারী দাঈগণ দাওয়াতী কাজে সহজে মানুষের মাঝে প্রভাব ফেলতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কোমলতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফেরাউনের সাথে কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى– 'তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘণ করেছে। অতঃপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বল। সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীতি অবলম্বন করবে' *(ত্ব-হা ৩৯/৪৩-৪৪)*। রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ–

'আর আল্লাহ্র রহমতে তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

দ্বীনী কাজে একনিষ্ঠ হওয়া : দ্বীনি কাজে একনিষ্ঠতা ব্যতীত কখনও দাওয়াতী কাজে সফলতা আসবে না। আর ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ– 'বল, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি' *(যুমার ৩৯/১১)*।

কথায় ও কাজে মিল থাকা : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা কর না? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক' *(ছফ ৬১/২-৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسرِيَ بِيْ رِجَالاً تُقرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ فقُلتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.

'যখন আমাকে মে'রাজের রাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কিছু লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, যারা মানুষকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত এবং নিজেদেরকে ভুলে যেত, অথচ তারা কুরআন তেলাওয়াত করত। কিন্তু তারা চর্চা করত না'।[৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ. 'ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে

---

৯. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯১*।

যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম'।[১০]

দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি :

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানে অলসতাকারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ أَعْلَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَ بُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ فَانْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوْهُ وَنَجُّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ.

'আল্লাহ্র বিধান পালনে অলসতাকারী ও অমান্যকারীর দৃষ্টান্ত ঐ লোকদের ন্যায় যারা লটারীর মাধ্যমে কেউ জাহাজের উপরে, কেউ জাহাজের নীচে স্থান পেল। তাদের মধ্যে যারা নীচে রয়েছে, তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের কষ্ট হ'ত। কাজেই নীচের এক ব্যক্তি (পানি সংগ্রহের জন্য) একটি কুঠার নিয়ে নৌকার তলা ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। তখন উপরের লোকজন এসে বলল, তোমার কি হয়েছে? (তুমি নৌকা ছিদ্র করছ কেন?) সে বলল, উপরে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়, আর পানি আমার একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে যদি তারা ঐ ব্যক্তিকে নৌকা ছিদ্র করতে বাধা দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করল। আর যদি তাকে নৌকা ছিদ্র করার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তারা তাকে এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করল'।[১১]

আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مِنْكُمْ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوْشِكُ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ.

'নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন গর্হিত কর্ম দেখে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করে, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপ হ'তে থাকে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিরোধ না করে, তখন আল্লাহ সকলকেই শাস্তি দেন'।[১২]

হুযাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হ'তে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরে আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হ'তে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব মুক্তির জন্য) তাঁর নিকটে দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না'।[১৩]

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتُوْا. 'যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়, আর সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিবর্তন না করে, তখন তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার আযাব তাদের উপর পতিত হবে'।[১৪]

উপসংহার :

তমসাচ্ছন্ন এই সমাজ অজ্ঞতা, হীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন-খারাবী, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মত জঘন্য পাপাচারে নিমজ্জিত। সমাজের এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতের মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু-সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। এ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সাধ্যমত দ্বীনের দাওয়াতে সময় ও শ্রম কুরবানী করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯, বাংলা মিশকাত, ৯ম খণ্ড হা/৪৯১২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ।*
১১. *বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮; বাংলা মিশকাত, ৯ম খণ্ড, হা/৪৯১১।*
১২. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫১৪২।*
১৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০; তারগীব হা/৩৩০৭।*
১৪. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৪৩।*

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

১. ইমাম মালেক *রাহেমাহুল্লাহ* (৯৩-১৭৯ হি.)-এর নিকটে বিশ বছর অধ্যয়নকারী ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব (১২৫-১৯৬ হি./৭৪৩-৮১২ খৃ.) বলেন, نَذَرتُ أَنِّي كُلَّمَا اغْتَبْتُ إِنْسَاناً أَنْ أَصُوْمَ يَوْماً فَأَجْهَدَنِي فَكُنْتُ أَغْتَابُ وَأَصُوْمُ، فَنَوَيْتُ أَنِّي كُلَّمَّا اغْتَبتُ إِنْسَاناً أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَمِنْ حُبِّ الدَّرَاهِمِ تَرَكتُ الغِيْبَةَ 'একবার আমি শপথ করলাম যে, কারো গীবত করলেই আমি একদিন ছিয়াম রাখব। কিন্তু এটা আমাকে খুব কষ্টে ফেলল। এরপরেও আমি গীবত করতাম ও ছিয়াম রাখতাম। অতঃপর আমি নিয়ত করলাম যে কারো গীবত করলেই একটি করে দিরহাম ছাদাক্বা করব। (এবার এতে কাজ হ'ল) ফলে দিরহামের ভালোবাসায় আমি গীবত ছেড়ে দিলাম *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/১৫)*।

২. ফুযায়েল বিন ইয়ায (১০৭-১৮৭ হি.) বলেন, عَلَيْكَ بِطُرُقِ الْهُدَى وَلاَ يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِيْنَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقِ الضَّلاَلَةِ وَلاَ تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِيْنَ– 'তুমি হেদায়াতের রাস্তাসমূহের পথিক হও। সঠিক পথের অনুসারীদের সংখ্যাল্পতা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি ভ্রষ্টতার রাস্তাসমূহ হ'তে বেঁচে থাক এবং ধ্বংসের পথের যাত্রীদের আধিক্য দেখে প্রতারিত হয়ো না' *(নববী, মানাসিকুল হাজ্জ ২/৬৮-৬৯; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ ১০৫-১০৭ পৃ.)*।

৩. ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন, كُلُّ الْمِسْكِيْنُ الْمِسْكِيْنِ مَنْ ضَاعَ عُمْرَهُ فِي عِلْمٍ لَمْ يَعْمَلْ بِه، فَفَاتَتْهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا وَخَيْرَاتُ الآخِرَةِ، فَقَدِمَ مُفْلِسًا عَلَى قُوَّةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ 'সব মিসকীনের বড় মিসকীন সেই, যে তার সারাটা জীবন ব্যয় করল জ্ঞানের অন্বেষণে। অথচ সে অনুযায়ী আমল করল না। ফলে সে দুনিয়াবী সুখ থেকে বঞ্চিত হ'ল এবং আখেরাতের কল্যাণ সমূহ থেকেও বঞ্চিত হ'ল। অতঃপর নিজের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাক্ষ্যের বোঝা নিয়ে সে নিঃস্ব অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হ'ল' *(ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের ১৫৯ পৃ.)*।

৪. আব্দুছ ছামাদ বিন মা'ক্বিল (রহঃ) বলেন, আমি ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, دَعِ الْمِرَاءَ وَالْجِدَالَ عَنْ أَمْرِكَ، فَإِنَّكَ لَا تُعْجِزُ أَحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، فَكَيْفَ تُمَارِي وَتُجَادِلُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ وَرَجُلٍ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَكَيْفَ تُمَارِي وَتُجَادِلُ مَنْ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلاَ يُطِيعُكَ، فَاقْطَعْ ذَلِكَ عَلَيْكَ 'তুমি তোমার বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হ'তে দূরে থাক। কারণ তুমি দু'জনের মধ্যে কাউকে হারাতে পারবে না। প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আর তোমার চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে তুমি কিভাবে তর্ক-বিতর্ক করবে? অপর ব্যক্তি হ'ল, যার চেয়ে তুমি অধিক জ্ঞানী। আর যে তোমার চেয়ে অল্প জ্ঞানী, তার সাথে তুমি কিভাবে তর্ক-বিতর্ক করবে? সে তোমার কথা কখনোই মেনে নিবে না। অতএব তর্ক বর্জনের ওপর অবিচল থাক' *(আবুবকর আল-আজুরী, আশ-শারী'আহ ১/৪৫০)*।

৫. ওমর ইবনু খাত্ত্বাব *রাযিয়াল্লাহু 'আনহু* (মৃ. ২৩ হি./৬৪৪ খৃ.) বলেন, اعْتَزِلْ مَا يُؤْذِيكَ وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الصَّالِحِ وَقَلَّمَا تَجِدُهُ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ 'সরে যাও এমন সঙ্গী থেকে, যে তোমাকে কষ্ট দেয়। সৎ সাথীদের সঙ্গী হও, সংখ্যা যতই কম হৌক না কেন। আর যেকোন বিষয়ে পরামর্শ কর এমন ব্যক্তিদের সাথে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৯৬, ১২/৪৭ পৃ.)*।

৬. জ্যেষ্ঠ তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (১৪-৯৪ হি.) বলেন, আমার নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন একজন ছাহাবী কিছু উপদেশ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে, عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصِّدْقِ، فَكَثِّرْ فِي اكْتِسَابِهِمْ، فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ عِنْدَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ، وَلَا تَهَاوَنْ بِالْحَلِف فَيُهِينَكَ اللهُ، وَلَا تَسْأَلَنَّ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَكُونَ، وَلَا تَضَعْ حَدِيثَكَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ، وَعَلَيْكَ بِالصِّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ الصِّدْقُ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلاَّ الْأَمِينَ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ– 'তুমি সত্যবাদী সাথীদের সঙ্গী হও। এরূপ সাথী অন্বেষণে অধিক সচেষ্ট হও। নিশ্চয়ই তারা প্রাচুর্যের সময় তোমার সৌন্দর্য এবং ঘোরতর বিপদে তোমার অবলম্বন। বন্ধুদের তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করো না, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন। কোন কিছু যতক্ষণ সংঘটিত না হয়, ততক্ষণ সে ব্যাপারে প্রশ্ন করো না। এমন কারু নিকটে তুমি বক্তব্য রেখো না, যে তোমার বক্তব্য শুনতে আগ্রহী নয়। সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকো, যদিও সত্যের কারণে তুমি নিহত হও। শত্রুদের থেকে দূরে থাকো। বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর আল্লাহভীরু ব্যতীত কেউ বিশ্বস্ত বন্ধু হ'তে পারে না। যেকোন বিষয়ে পরামর্শ কর এমন ব্যক্তিদের সাথে, যারা গোপনে আল্লাহকে ভয় করে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৯২, ১০/৫৬০ পৃ.)*।

৭. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ *রাহেমাহুল্লাহ* (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, 'বান্দা সর্বদা আল্লাহ্র অফুরন্ত নে'মত এবং গোনাহের মধ্যে অবস্থান করে। প্রথম কারণে সে সর্বদা শুকরিয়া আদায়ের এবং দ্বিতীয় কারণে সে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী। দু'টি বিষয়ই বান্দার জন্য সর্বদা অপরিহার্য। নিশ্চয় সে নে'মতরাজির মধ্যে বসবাস করবে এবং সর্বদা তওবা ও ইস্তেগফারের মুখাপেক্ষী থাকবে'। একারণেই আদম সন্তানের নেতা, আল্লাহভীরুদের ইমাম মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করতেন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ১০/৮৮)*।

৮. অন্ধ কবি আবুল 'আলা আল-মা'আর্রী (৩৬৩-৪৪৯ হি.) বলেন,

وكَيْفَ يُؤَمِّلُ الإِنْسَانُ رُشداً + وما يَنفَكُّ مُتَّبِعاً هَواهُ
يَظُنُّ بِنَفْسِهِ شَرَفاً وقَدْراً + كَأَنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ سِواه

'কিভাবে মানুষ সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার আশা করে, অথচ এখনো সে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি!

সে নিজেকে এমন সম্মানিত ও মর্যাদাবান মনে করে, যেন আল্লাহ তার মত আর কাউকে সৃষ্টি করেননি' *(দীওয়ানে আবুল 'আলা আল-মা'আর্রী ১৪৬১ পৃ.)*।

৯. তাবেঈ বিদ্বান 'আবদাহ বিন আবু লুবাবা (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ لَجُوْجاً، مُمَارِياً، مُعْجَباً، بِرَأْيِه, فَقَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ 'যখন কাউকে স্বীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একগুঁয়েমী করতে, বিতর্কে লিপ্ত হ'তে এবং দম্ভ করতে দেখবে, তখন বুঝবে যে, তার সর্বনাশ পূর্ণতা লাভ করেছে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৫২৬)*।

১০. আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফর মুনতাছির বিল্লাহ (২২২-২৪৮ হি.) বলেন, لَذَّةُ العَفْوِ أَعْذَبُ مِنْ لَذَّةِ التَّشَفِّي، وَأَقْبَحُ فَعَالِ الْمُقْتَدِرِ الانْتِقَامُ 'ক্ষমা করার তৃপ্তি রোগমুক্তি লাভের চেয়েও মধুর। আর ক্ষমতাধরের নিকৃষ্টতম কর্ম হ'ল প্রতিশোধ গ্রহণ করা' *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৪৫০)*।

১১. ইমাম যুহরী (৫০-১২৪ হি.) বলেন, كُنَّا نَأْتِي الْعَالِمَ فَمَا نَتَعَلَّمُ مِنْ أَدَبِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ عِلْمِهِ 'আমরা (জ্ঞানান্বেষণে) আলেমদের নিকটে গমন করতাম। অতঃপর তাদের শিষ্টাচার থেকে যা শিক্ষা নিতাম, সেটি আমাদের নিকট অধিক প্রিয় ছিল তাদের নিকট জ্ঞান অর্জনের চাইতে' *(যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৮/১৫৬)*।

১২. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَصْلَحُ الْأُمُورِ لِلْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا أَوْ مُخْطِئًا لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ صَلَاحٌ بَلْ فَسَادٌ 'শাসকদের যুলুম-অত্যাচারে ছবর করা, তাদের সাথে লড়াই পরিত্যাগ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হ'তে বিরত থাকা ইবাদতগুযার বান্দাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য অধিক শ্রেয়তর বিষয়। যে ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ এ নীতি লংঘন করে, তার কাজে কখনই কল্যাণ অর্জিত হবে না, বরং কেবল বিপর্যয়ই সৃষ্টি হবে' *(মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববিইয়াহ ৪/৫৩১)*।

১৩. ফুযায়েল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبَّ الرِّئَاسَةَ إِلاَّ حَسَدَ وَبَغَى وَتَتَبَّعَ عُيُوبَ النَّاسِ وَكَرِهَ أَنْ يُذْكَرَ أَحَدٌ بِخَيْرٍ 'যখন কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের আকাংখী হয়, তখন সে হিংসা করে, সীমালংঘন করে ও মানুষের দোষত্রুটি সন্ধান করে। তার সামনে কারু সম্পর্কে ভালো আলোচনা করা হ'লে সে তা অপসন্দ করে' *(জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী ১/৫৬৯)*।

১৪. মিশকাতুল মাছাবীহ-এর বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যকার আল্লামা ত্বীবী (মৃ. ৭৪৩ হিঃ) বলেন, 'নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তির মোহ মানুষের অন্তরের অন্যতম জ্বালাকর বিপদ ও প্রতারণার নাম। এর দ্বারা প্রতারিত হন ওলামায়ে কেরাম ও ইবাদতগুযার বান্দাগণ এবং আখেরাতের সন্ধানী দুনিয়াত্যাগীগণ। তারা যতই নিজেদের নফসকে বশীভূত করেন ও তাকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখেন, সন্দেহে নিপতিত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখেন এবং জোরপূর্বক বিভিন্ন ইবাদতে বাধ্য রাখেন না কেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক পাপসমূহের আকর্ষণ হ'তে বিরত থাকতে তাদের হৃদয় ব্যর্থ হয়। ফলে তাদের আত্মা নিজ সৎআমল প্রকাশ করে এবং জ্ঞানের গভীরতা প্রদর্শন করে তৃপ্তি পেতে চায়।

সে মানুষের নিকট স্বীকৃতিলাভের প্রশান্তিতে স্বীয় গভীর সাধনার কষ্ট থেকে পরিত্রাণ খুঁজে। স্রষ্টাকে জানিয়ে সে পরিতৃপ্ত হয় না। বরং মানুষের প্রশংসায় খুশী হয়। সে কেবল আল্লাহ্র প্রশংসায় তুষ্ট হয় না। বরং সে কামনা করে যে মানুষ তার প্রশংসা করুক। তাকে অবলোকনের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করুক। তার সেবা করুক, সম্মান করুক এবং বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে তাকে সামনে এগিয়ে দিক। এতেই তার আত্মা সর্বাধিক পরিতুষ্টি লাভ করে এবং প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় স্বাদ আস্বাদন করে। সে মনে করে যে, তার জীবন আল্লাহ্র পথে নিবেদিত এবং তারই ইবাদত সমূহে রত। অথচ তার জীবন ঐসব গোপন প্রবৃত্তির মাঝে আসক্ত। আত্মসমালোচক চেতনা ব্যতীত সে প্রবৃত্তির গভীরতা অনুধাবনে অন্ধই থেকে যায়। ফলে আল্লাহ্র নিকটে তার নাম মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, অথচ তার ধারণায় সে আল্লাহ্র নিকট তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত! (قَدْ أُثْبِتَ اسْمُهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُقَـــرَّبِينَ)، প্রকৃত সত্যসেবী মুখলিছ বান্দা ব্যতীত অন্তরের এই গোপন প্রতারণা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে, সত্যসেবীদের মস্তিষ্ক থেকে সর্বশেষ যা প্রকাশ পায় তা হ'ল নেতৃত্বের আকাংখা (آخِرُ مَا يَخْـــرُجُ مِـــنْ رُءُوسِ الصِّدِّيقِينَ حُـــبُّ الرِّيَاسَـــةِ)। যা শয়তানের সর্ববৃহৎ ফাঁদ। অতএব প্রশংসনীয় তিনি, যিনি অখ্যাত থাকেন (الْمَحْمُودُ هُوَ الْمَخْمُولُ)। তবে আত্মপ্রচেষ্টা ছাড়াই যাদেরকে আল্লাহ তার দ্বীনের প্রসারের মাধ্যমে সুখ্যাতি দান করেন, তারা ব্যতীত। যেমন নবী-রাসূল, খুলাফায়ে রাশেদীন, মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীনের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(শারহুত ত্বীবী 'আলা মিশকাতিল মাছাবীহ ১১/৩৩৭৪, হা/৫৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ; মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত হা/৫৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Contents

কবিতা

আহলেহাদীছ জঙ্গী নয়

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খান
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ জঙ্গী নয় খাঁটি মুসলমান,
কাউকে করে না আঘাত দিয়ে হাত ও যবান।
মধ্যপন্থী বিধায় তারা আল্লাহ্র প্রিয় দল,
নবীর ভাষায় ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ আখিরাতে সফল।
ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে গড়ে আদর্শ উম্মাত,
ফিৎনা-ফাসাদ ঘৃণা করে দূর করে যুলমাত।
হকের পথে ডাকে সদা কুরআন-হাদীছ মতে,
বাতিল তাই জ্বলে-পুড়ে বিনাশ হয় ধরাতে।
দ্বীনের তরে লড়াই করে রাজ্য লোভে নয়,
কারো ভাগে ভাগ বসায় না দুনিয়া বিমুখ হয়।
শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাদের এ আন্দোলন,
সেই ভয়েতে ভণ্ডপীরের বুকে ওঠে কাঁপন।
চরমপন্থার ধোঁকায় আজ তরুণরা হচ্ছে প্রবাসী,
জঙ্গীবাদের ট্রেনিং পেয়ে তারা হয় সন্ত্রাসী।
সন্ত্রাসবাদ সাম্রাজ্যবাদ একই সূত্রে গাঁথা,
ইবলীসের খপ্পরে পড়ে ধোলাই হচ্ছে মাথা।
সেই মাথাতে বসে দুশমন হাসে ক্রুর হাসি,
হানা-হানির সয়লাবে ভাসছে বিশ্ববাসী।
ছহীহ আক্বীদায় ফিরলেই তবে মুক্তি পাবে জাতি,
আহলেহাদীছ জঙ্গী নয় সরল পথের সাথী।

***

আল্লাহ্র মাহাত্ম্য

শরীফুল ইসলাম
এম.এ (শেষ বর্ষ) ইসলামিক স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সব কিছুরই প্রভু তিনি সৃষ্টিরাজি বেশ,
তাঁরই দয়ায় বেঁচে আছি নেই যে দয়ার শেষ।
সারা জীবন গুনেও কভু গুনছ তারি লেশ
সব কিছুরই প্রভু তিনি সৃষ্টিরাজি বেশ।
তাঁরই দয়ায় বেঁচে আছি নেই যে দয়ার শেষ
সারা জীবন করি যেন কৃতজ্ঞতা পেশ।
নদী দেখ কলকল ছন্দে বয়ে যায়,
সাগর দেখ বারি তরঙ্গে মুগ্ধ করে হায়!
বৃক্ষ দেখ লতা-পাতা দুলে জুড়ায় প্রাণ,
পাখি দেখ মিষ্টি সুরে গাইছে তাঁরই গান।
সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ভাবি আঁখি অনিমেষ
সব কিছুরই প্রভু তিনি সৃষ্টিরাজি বেশ,
আকাশ দেখ চতুর্দিকে লক্ষ তারার ঘের,
চন্দ্র দেখ আলো ছড়ায় হয় না আলোর ফের।
পাহাড় দেখ কত উঁচু তাঁরই গুণধাম,
ঝরণা দেখ কেমন করে ঝরছে অবিরাম।
পালন করি সবাই সদা নিষেধ-উপদেশ
সব কিছুরই প্রভু তিনি সৃষ্টিরাজি বেশ,

***

তোমার পথে

ইউসুফ আল-আযাদ
প্রভাষক, হালবা টেংগুরিয়াপাড়া ফাযিল মাদরাসা
বাসাইল টাংগাইল।

শোন প্রভু দয়াময় শোন মোর কথা,
দূর করে দাও মোর আছে যত ব্যথা।
তোমার পথে চলতে পারি এমন সাহস দাও,
হৃদয় হ'তে সকল ভীতি দূর করে নাও।
সত্য কথা সদাই যেন বলতে পারি মুখে,
তোমার কথা বলার মতো সাহস দিও বুকে।
সত্য পথে চলে যেন হ'তে পারি ধন্য,
জীবন যেন দিতে পারি তোমার দ্বীনের জন্য।
বুকে আমার ঈমান দিও পাহাড় সম শক্ত,
তোমার পথে দিতে দিও বুকের তাজা রক্ত।
তোমার পথে চলার মতো দিও আমায় হিম্মত,
হ'তে যেন পারি প্রভু নবীর প্রিয় উম্মত।

সমকাল দর্পণ

মুহাম্মাদ খোরশেদ আলী মণ্ডল
চাঁদপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

এখন সৎ মানুষের ভাত জোটছে না
অসৎ লোকদের বাড়ী-গাড়ী,
ভাল মানুষ আর চেনার উপায় নেই
অসৎ লোকেরও মুখে দাড়ি।
মুর্খরাই এখন বড় রাজনীতিবিদ
মানে না দাঁড়ি কমা,
টোকাইয়েরা এখন বেশী রাজনীতি বুঝে
সঙ্গে রাখে বোমা।
স্বার্থের কাছে অন্ধ সবাই
ভাইকে মারছে ভাই,
বুশ-ব্লেয়ারের মত অমানুষ এখন
দেশে অভাব নাই।
ঘুষ ছাড়া কোথাও চাকরি হয় না
মামু-খালু যাদের নাই,
সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজী করেই
চলছে হাই-ফাই।
মেয়েরা এখন ছেলে সাজে
ছেলেরা সাজে নারী,
নেতা-নেত্রীরা দেশের টাকায়
বিদেশে গড়ছে বাড়ী।
দেশের কথা ভাবছে না কেউ
শুধু গদী নিয়েই লড়াই,
দেশদরদী বলে তবু
করছে তারা বড়াই।
স্বাধীন স্বাধীন বলে সবার
চোখেতে নেই ঘুম
দেশের মাঝে বিদেশী বাজার
চলছে ধামধুম।
দলীয়করণ করে বস্তীতে সব
মহল নিচ্ছে গড়ে,
দল বদলের রাজনীতিবিদ
দেশেতে গেছে ভরে।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ)। ২. আয়েশা (রাঃ)।
৩. আয়েশা (রাঃ)। ৪. খাদীজা (রাঃ)।
৫. হাফছাহ বিনতে ওমর (রাঃ)
৬. উম্মে আত্বিয়্যা আনছারী (রাঃ)।
৭. আবু বকর (রাঃ)।
৮. আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)।
৯. আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রাঃ)।
১০. ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. আইয়ুব নগর । ২. শাহবাজপুর।
৩. বিক্রমপুর। ৪. সাতঘরিয়া।
৫. বরেন্দ্রভূমি। ৬. হরিকেল।
৭. বর্ধমান হাউজ। ৮. চামেলি হাউজ।
৯. গণভবন (করতোয়া) ১০. গভর্নর হাউজ/গভর্নর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন?
২. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর দশ বছর খেদমত করেন?
৩. কোন ছাহাবীর জন্য নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও এবং তাতে বরকত দান কর'।
৪. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর ওহী লিখক ছিলেন এবং আত্মীয়তার দিক থেকে তাঁর শ্যালক ছিলেন?
৫. কোন ছাহাবীর স্ত্রীকে নবী করীম (ছাঃ) জান্নাতে দেখে এসেছেন?
৬. কোন কোন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ন্যায় ৬৩ বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন?
৭. কোন মহিলা ছাহাবী দু'বার হিজরত করেন, দুই ক্বিবলার দিকে ছালাত আদায় করেন; স্বামী মারা গেলে নিজে তার গোসল দেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিদায় হজ্জে বের হয়ে রাস্তায় সন্তান প্রসব করেন?
৮. ওহোদ যুদ্ধে কোন ছাহাবীকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়?
৯. কোন ছাহাবী কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন?
১০. রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যায়নাব (রাঃ)-এর স্বামী কে ছিলেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পুরাতন নাম কি?
২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুরাতন নাম কি?
৩. রাজউকের পুরাতন নাম কি?
৪. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পুরাতন নাম কি?
৫. রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনার পুরাতন নাম কি?
৬. রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার পুরাতন নাম কি?
৭. বাহাদুর শাহ্ পার্কের পুরাতন নাম কি?
৮. নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের পুরাতন নাম কি?
৯. সাভারের পুরাতন নাম কি?
১০. টঙ্গীর পুরাতন নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় ধূরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ধূরইল ডি.এস কামিল মাদরাসার শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ' ধূরইল শাখার প্রচার সম্পাদক আমীনুল ইসলাম ও ধূরইল ডি.এস কামিল মাদরাসার খণ্ডকালীন শিক্ষক রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আয়েশা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তাহমিনা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' ধূরইল শাখার সভাপতি শফীকুল ইসলাম।

ঘোলহাড়িয়া, পবা, রাজশাহী ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৫-টায় ঘোলহাড়িয়া ইসলামিক স্কুলে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরের সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সদস্য মা'ছুম বিল্লাহ, সুজাউদ্দৌলা ও শিক্ষক হাফেয রহমতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক রাসেল আহমাদ।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাক্বূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর কুল্লিয়া ২য় বর্ষের ছাত্র আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুবাশ্বের ইসলাম।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১১-টায় সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. শাহীনুর রহমান ও অর্থ সম্পাদক মুতীউর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ইমরান হোসায়েন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা সোনামণি পরিচালক আব্দুর রহমান।

Contents

স্বদেশ

ফারাক্কার কারণে সুন্দরবনের ক্ষতি

(১) লবণাক্ততা বাড়ায় মিষ্টি পানি নির্ভর বৃক্ষের পরিমাণ কমছে। (২) শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমায় পলি সুন্দরবনের ভিতরে জমা হচ্ছে। (৩) জোয়ারের পানি বনের ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা পাচ্ছে।

ফলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল এবং সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাংলাদেশের এই সেফগার্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। যা বাংলাদেশের ধ্বংস ডেকে আনবে। ইতিমধ্যে ফারাক্কা বাঁধের ভারতীয় অংশে পলি জমায় ঘন ঘন বন্যার কারণে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ফারাক্কা বাঁধ তুলে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। বাংলাদেশ শুরু থেকেই এ বাঁধের বিরোধিতা করেছে। কারণ এটি বাংলাদেশের জন্য মরণ বাঁধ। যা ইতিমধ্যে পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলিকে হত্যা করেছে।

[এ বিষয়ে মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত সম্পাদকীয় সমূহ : (১) বন্যায় বিপন্ন মানবতা (২) ভেসে গেল স্বপ্নসাধ! (৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনা আবশ্যক (৪) উত্তরাঞ্চলকে বাঁচান! (৫) টিপাইমুখ বাঁধ : আরেকটি ফারাক্কা (৬) ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু (দ্র : দিগদর্শন-১ পৃ. ৬২, ৭০, ১১০, ১৪১; দিগদর্শন-২ পৃ. ২৩৭; সম্পাদকীয় জুন ২০১৬)]।

রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়িত হ'লে সুন্দরবনের পাঁচটি ঝুঁকি

(১) বায়ু দূষণ : উক্ত প্রকল্পের চিমনির উচ্চতা হবে ৯০০ ফুট। এই উঁচু চিমনির কারণে দূষিত বাতাস দূষণ ছড়াবে।

(২) পানি দূষণ : প্রতি ঘণ্টায় ৫ হাযার কিউবিক মিটার পানি পশুর নদী থেকে তোলা হবে। দূষিত পানি সুন্দরনের নদীতে ছাড়া হবে।

(৩) পুঞ্জীভূত দূষণ : রামপালে শহর ও প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মিত হবে। এসব কাজে ব্যবহৃত পানি সুন্দরবনের পশুর নদী থেকেই তোলা হবে।

(৪) জাহায : কয়লাবাহী জাহায চলাচলের পথটি সুগম রাখতে ৩৫ কিলোমিটার নদীপথ খনন করতে হবে। এতে ৩ কোটি ২১ লাখ ঘনমিটার মাটি নদী থেকে উত্তোলন করা হবে।

(৫) ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের আশপাশে ১৫০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যা বায়ু ও নদী দূষণ ঘটাবে এবং এলাকার পরিবেশকে আরও দূষিত করবে। যা সুন্দরবনের ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হ'লে যে ক্ষতি

বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা সহ প্রায় সকল নদী শুকিয়ে যাবে। তাতে নদীমাতৃক বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদকীয়, জুন ২০১৬)*।

[১৯৭৫-এ সরকারের ভুলে ফারাক্কা চালু হয়েছিল। তাতে ধ্বংস হয়েছে পদ্মা ও তার শাখা নদী সমূহ। মরুকরণ চলছে উত্তর বঙ্গ ব্যাপী। এবার ২০১৬-এর ভুলে রামপাল প্রকল্প চালু হ'লে ধ্বংস হবে সুন্দরবন। সেই সাথে ধ্বংস হবে দক্ষিণবঙ্গ। আর আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হ'লে মরুভূমি হবে পুরা দেশ। আল্লাহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সুমতি দিন! (স.স.)]

কুরবানীর পশুর উচ্ছিষ্টে বাণিজ্য হাযার কোটি টাকা!

কুরবানীর পশুর হাড়, শিং, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ, ভুঁড়ি, মূত্রথলি, পাকস্থলী, রক্ত, চর্বি এখন রফতানি পণ্য! বিস্ময়কর ঠেকলেও পশুর এসব উচ্ছিষ্ট অঙ্গ ওষুধ শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল এবং রফতানিযোগ্য হওয়ায় বার্ষিক বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে প্রায় হাযার কোটি টাকা। অধিকাংশ রফতানি হয় চীন, মিয়ানমার ও থাইল্যাণ্ডে। পশুর হাড় দিয়ে ওষুধ ক্যাপসুলের কাভার, মুরগী ও মাছের খাবার, জমির সার, চিরুনী ও পোশাকের বোতাম তৈরী হয়। নাড়ি দিয়ে অপারেশনের সুতা, রক্ত দিয়ে পাখির খাদ্য, চর্বি দিয়ে সাবান, পায়ের ক্ষুর দিয়ে অডিও-ভিডিওর ক্লিপ, অণ্ডকোষ দিয়ে তৈরী হয় জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাদ্য সুসেড রুল। সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও হাড় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জার্মানী ও ইতালীতে ব্যাপক চাহিদা থাকায় পশুর শিং সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

গোশত ব্যবসায়ী সমিতির মহাসচিব রবীউল আলম বলেন, গত বছর কেবল পশুর ভুঁড়ি ও লিঙ্গসহ বর্জ্য রফতানী করে ১৭০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। আর এ বছর সার্বিকভাবে পশুর উচ্ছিষ্ট থেকে প্রায় এক হাযার কোটি টাকা আয় হবে বলে তিনি আশা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে প্রথম হয়েছে মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল্লাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করেছে তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল্লাহ মজুমদার। তার পিতা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাসিন্দা ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্বহ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার। এর আগে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল তারই বড় ভাই একই মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুর রহমান। একই সাথে সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় মানবিক অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। বর্তমানে সে ঢাবির আইন বিভাগে অধ্যয়নরত। তাদের এই সফলতার ব্যাপারে পিতা ড. যাকারিয়া বলেন, সন্তান সবচেয়ে বড় নে'মত। তাই পিতা হিসাবে আমি গর্বিত। আল্লাহ পাকের নিকটে এর জন্য শুকরিয়া আদায় করছি এবং দেশবাসীর কাছে তাদের জন্য দো'আ চাচ্ছি।

সড়ক হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী

দেশের সড়কগুলি ক্রমেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর মারা যাচ্ছে প্রায় ২১ হাযার মানুষ। সড়কে প্রাণহানির দিক থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ১৩তম এবং এশিয়ায় ৭ম দেশ। অধিকাংশ দুর্ঘটনার মূল কারণ অতিরিক্ত গতি, বিপজ্জনকভাবে ওভারটেকিং, অদক্ষ ড্রাইভিং এবং রাস্তা ও যানবাহনের দুরবস্থা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চালক দায়ী হ'লেও তাদের শাস্তি হওয়ার নযীর কম। দুর্ঘটনায় চালক বা মালিকের সাজা হয় না। হ'লেও জামিন পেয়ে যায় সহজেই। ফলে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে কম খরচে অদক্ষ বেপরোয়া চালক দিয়েই গাড়ি চালিয়ে থাকে মালিকেরা। এভাবে প্রতিবছর ঝরে পড়ছে হাযারো মানুষের জীবন।

[এ ব্যাপারে সড়ক ও সেতুমন্ত্রীর আবেগময় বক্তব্যে তার আন্তরিকতার পরিচয় মেলে। কিন্তু তিনি অপারগ। তার প্রধান কারণ দলবাজী প্রশাসন। প্রশাসন ও নিম্ন আদালতগুলিতে যার কুপ্রভাব সর্বত্র। ফলে তিনি চাইলেও ড্রাইভারদের বশ মানাতে পারবেন না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের কাহিনী শোনা ছাড়া কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। অতএব চাই সিস্টেমের পরিবর্তন ও দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ (স.স.)]

Contents

বিদেশ

রামের লঙ্কা জয়ের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তুলনা!

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকার বলেছেন, লঙ্কা বিজয় করে রাম যেমন তা বিভীষণকে দিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ভারত তাই করেছে। ভারতের উত্তরাখণ্ড প্রদেশের পৌরী গাড়ওয়াল এলাকায় গত ১লা অক্টোবর শনিবার একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পারিকার পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে এমন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমরা কোনও দেশকে অধিগ্রহণ করতে চাই না। ভগবান রাম লঙ্কা জয় করে তা বিভীষণকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা তাই করেছি। আমরা কারও ক্ষতি করতে চাই না। তবে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে চাইলে তার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

[এতবড় স্পর্ধা দেখানোর পরেও বাংলাদেশে সরকার এবং সরকারী ও বিরোধী দলগুলির কোনরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন (১৬/১০/১৬) ভারত সফরে আছেন। আমরা তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাই। আমরা ভারতীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দেশবাসীকে এই আগ্রাসী দেশটির ব্যাপারে সাবধান থাকার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

ব্রিটেনের 'সেরা স্কুল' নির্বাচিত হ'ল দু'টি ইসলামিক স্কুল

দু'টি ইসলামিক স্কুল এ বছর ব্রিটেনের জিসিএসই পরীক্ষায় সেরা স্কুল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। দেশটির সরকারের নতুন বেঁধে দেয়া নিয়ম অনুযায়ী 'তাওহীদুল ইসলাম গার্লস স্কুল' সমগ্র ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম এবং 'তাওহীদুল ইসলাম বয়েজ স্কুল' তৃতীয় হয়েছে। স্কুল দু'টি ব্লাকবার্ণ এলাকায় অবস্থিত। গত ১৩ই অক্টোবর ব্রিটেনের শিক্ষা বিভাগ এই ফলাফল প্রকাশ করে। ফলাফলে দেখা গেছে, সাধারণ গ্রামার স্কুলগুলোর চেয়ে ইসলামিক স্কুলগুলো ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে। তাওহীদুল ইসলাম গার্লস স্কুল 'প্রগ্রেস ৮' সিস্টেমে ১ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট পেয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ব্রিটেনের বাকি সব ধরনের স্কুলের শিক্ষার্থীদের চেয়ে এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অর্জন অনেক বেশী। ব্লাকবার্ণ ভিত্তিক 'তাওহীদ এডুকেশন ট্রাস্ট'-এর প্রতিষ্ঠিত মোট ১৮টি স্কুল রয়েছে দেশজুড়ে। তাদের অন্যান্য স্কুলগুলোও ভাল ফলাফল করেছে। 'তাওহীদ এডুকেশন ট্রাস্ট'-এর চীফ এক্সিকিউটিভ হামীদ প্যাটেল বলেন, আমরা সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আসি, যারা সাধারণের চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকে। দেখে খুবই ভাল লাগছে যে, এমন অসাধারণ ফলাফল এরাই করেছে। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে প্রতিটা শিক্ষার্থী, সে যে ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকেই আসুক না কেন, যাতে তার নিজের সম্ভাবনাকে মেলে ধরতে পারে।

বিবাহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ চলছে : পোপ ফ্রান্সিস

ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, প্রচলিত বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছে জেন্ডার তত্ত্ব। বিবাহ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে এই তত্ত্ব'। তিনি বলেন, 'অস্ত্র দিয়ে নয়, তত্ত্ব দিয়ে চলছে এই যুদ্ধ। আমাদের তাত্ত্বিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।' তিনি বলেন, 'বেশ কিছু ধনী রাষ্ট্র এই তাত্ত্বিক আধিপত্যের চাপে সামাজিক নীতি নির্ধারণ করছে, সমকামী বিবাহ বা জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈধতা দিচ্ছে।' পোপ বলেন, 'ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে বিবাহ। এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষ একজন মানুষে পরিণত হয়।' মেক্সিকানদের সমকামী বিবাহের বৈধতা দেয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণাকে সমর্থন দিয়ে এসব কথা বলেন পোপ।

[সত্য কথা বলার জন্য পোপকে ধন্যবাদ। এ থেকে বাংলাদেশের মুসলিমরা শিক্ষা নিন (স.স.)]

মুসলিম জাহান

বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান সিরিয়ায় মানবতার পতাকা সমুন্নত রেখেছে হোয়াইট হেলমেট

প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পাদপীঠ সিরিয়ায় পাঁচ বছর ধরে চলছে গৃহযুদ্ধ। আগুনে পুড়ছে সভ্যতা, রক্তে ভাসছে লাখো বনু আদম। এই ধ্বংসযজ্ঞের মাঝখানে মানবিকতার পতাকা তুলে ধরেছেন অল্প কিছু মানুষ। যাদের নিয়ে গঠিত দলটির নাম 'হোয়াইট হেলমেট' বা সাদা শিরস্ত্রাণ। ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও জাপানের আর্থিক সহযোগিতায় ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য গড়ে উঠেছে এই দলটি। একদল সিরিয়ান ও কিছু বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সবমিলিয়ে দু'হাযার আটশ' মানুষ এতে কাজ করে। বিদেশী সাহায্য মূলতঃ উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয়েই ব্যবহার হয়। উদ্ধার কার্যক্রমে এ পর্যন্ত দলটির ১১০ জন সদস্য মারা গেছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন প্রায় পাঁচশ'র মতো। তবে এর প্রতিষ্ঠাতা রায়েদ আল-ছালেহ-এর তথ্য অনুযায়ী দলের স্বেচ্ছাসেবীরা এ পর্যন্ত ৪০ হাযারেরও বেশী মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন।

উদ্ধার কার্যক্রমে তারা কোনভাবেই পক্ষ-বিপক্ষ বিবেচনা করে না। কারণ তাদের নীতিই হ'ল সূরা মায়েদার ৩২ নম্বর আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে 'একটা মানুষকে বাঁচানোর অর্থ গোটা মানবজাতিকে বাঁচানো'। তাই তো ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে তারা যেমন উদ্ধার করে প্রেসিডেন্ট বাশারের পক্ষে লড়তে আসা ইরানী যোদ্ধাকে, তেমনি উদ্ধার করে সরকারবিরোধী ফ্রি সিরিয়ান আর্মির গেরিলাদেরও। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা উদ্ধার করে বেসামরিক মানুষজনকে।

দলে ঢোকার পর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় স্বেচ্ছাসেবীদের। এরপর তারা দলের আচরণবিধি মানার শপথ নেয়। শপথ হ'ল, 'কখনোই অস্ত্র হাতে নিব না, নিরপেক্ষতার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলব এবং কোন গোত্রপ্রীতি করব না'। এরপর সাদা ইউনিফর্ম ও হেলমেট দেয়া হয় স্বেচ্ছাসেবীদের এবং প্রথম মিশনে পাঠানো হয়। ইদলিব থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবী আবদুল কাফী বলেন, উদ্ধার তৎপরতার সবচেয়ে কঠিন বিষয়টি শারীরিক নয়, বরং মানসিক। এত লাশ ও এত আহত মানুষ এবং তাদের আর্তচিৎকারে নিজেকে ঠিক রাখাই মুশকিল হয়ে পড়ে। আসলে কাউকে খুন করা সহজ, কিন্তু কঠিন হ'ল বাঁচানো।

হোসাম নামের এক স্বেচ্ছাসেবী বলেন, উদ্ধার অভিযানের অভিজ্ঞতা যে কত করুণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। একবার ধ্বংসস্তূপের ভেতরে তিনি একটি মাথা দেখতে পেয়ে ভাবেন, ওটা বুঝি পুতুল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেন, ওটা একটা শিশুর মাথা। এ সময় ঐ সন্তানহারা মায়ের বুক ফাঁটা রোদনধ্বনি তার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেয়। সব সন্তানকে হারিয়ে ঐ মা বিলাপ করছিলেন, 'আমার সোনামানিকরা কোথায়?...

উল্লেখ্য, সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলমান গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা চার লাখ ৩০ হাযারের কাছাকাছি।

রক্ত-আগুন ও অশ্রুতে ভেসে যাওয়া প্রাচীন সভ্যতার এক দেশ সিরিয়া। এদেশে কি কখনো শান্তি ফিরবে? স্বেচ্ছাসেবী হোসাম বলেন, আমি জানি না। তবে একটা কথা জানি, যদি কখনো শান্তি ফিরে আসে, তবে আমাদের আবার শুরু করতে হবে শূন্য থেকেই।

Contents

মাসজিদুল আকছার সাথে ইহূদী ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই

-ইউনেস্কো

ফিলিস্তীনের জেরুজালেমে অবস্থিত আল-আকছা মসজিদ শুধুই মুসলমানদের পবিত্র স্থান, এর সাথে ইহূদী ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই বলে ইউনেস্কো গত ১৩ই অক্টোবর একটি প্রস্তাব পাস করেছে। এদিন প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতরে আল-আকছা মসজিদ ইস্যুতে ইসরাঈল বিরোধী প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটিতে চীন, রাশিয়া, ইরানসহ ২৪টি দেশ পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জার্মানীসহ ৬টি দেশ ভোট দেয় প্রস্তাবের বিপক্ষে। আর ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে ২৬টি দেশ। প্রস্তাবে মুসলমানদের প্রথম কিবলা ও বর্তমানে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান আল-আকছা মসজিদ এলাকায় ইসরাঈলী সৈন্যদের অবরোধ এবং ওই এলাকার মুসলমানদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না দেয়ার তীব্র সমালোচনা করা হয়। প্রস্তাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ'ল, আল-আকছা মসজিদের সাথে ইহূদীদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, এ স্পষ্ট কথাটি।

ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তীন। অপরদিকে এতে 'নাটকের বাক্স' বলে অভিহিত করেছে ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সাথে সাথে তারা একারণে সংস্থাটির সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করেছে। অথচ ইউনেস্কো যে প্রস্তাব পাস করেছে তা ন্যায়সঙ্গত ও ইতিহাসসম্মত। কারণ ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও বিশ্বসমাজে সর্বজনবিদিত যে, আল-আকছা মুসলমানদের প্রথম কিবলা ও পবিত্র মসজিদ।

[আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি। এভাবে আল্লাহ অমুসলিমদের মাধ্যমেও তার দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন (স.স.)]

পাক-ভারত পরমাণু যুদ্ধের শুরুতেই মরবে ২ কোটি মানুষ

তুমুল উত্তেজনা চলছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। যুদ্ধ যদি শেষ পর্যন্ত বেঁধেই যায় এবং তা গড়ায় পরমাণু বোমা ব্যবহার পর্যন্ত, তবে তাতে কার কেমন ক্ষতি হবে, তা উঠে এসেছে বিভিন্ন গবেষণায়। এতে বলা হয়েছে, যদি ভারত ও পাকিস্তান তাদের মোট সমরাস্ত্রের অর্ধেক পরিমাণ বা ১০০ পরমাণু ওয়ারহেড (যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত ১৫ কিলোটন ওয়ারহেডের সমপরিমাণ) ব্যবহার করে, তবে এতে সরাসরি দুই কোটি ১০ লাখ মানুষ মারা যাবে। আর এটা হবে এক সপ্তাহের মধ্যে। পরবর্তীতে যুদ্ধের প্রভাব বাড়বে আরও ভয়ানকভাবে। পরমাণু ওয়ারহেড ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের প্রতিরক্ষামূলক ওযন স্তরের অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পরমাণু উইন্টার বা শীতকাল অকেজো করে ফেলবে বৈশ্বিক জলবায়ু ও কৃষিকে। এদিকে ভারতের বিজেপির প্রভাবশালী সংসদ সদস্য সুব্রামানিয়াম স্বামী বলেছেন, যদি পাকিস্তানের পরমাণু হামলায় ভারতের ১০ কোটি লোক মারা যায়, তবে পাল্টা জবাবে পাকিস্তান সাফ হয়ে যাবে। তাদের এ হুঁশিয়ারীতে ইসলামাবাদের তরফ থেকেও আসছে পাল্টা হুমকি, 'আঘাত আসলে ভারতকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হবে'। সব মিলিয়ে যুদ্ধ লাগলে যে উভয় দেশই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। লাভের লাভ হয়তো নাগরিকদের মনের ঝাল মিটবে অথবা বাড়বে।

[যুদ্ধ থেকে ফিরে আসুন। সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন! ঐ টাকা জনকল্যাণে ব্যয় করুন (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপের কার্যক্রম শুরু

সাম্প্রতিক বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ 'ফাস্ট'-এর কার্যক্রম চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে। ৩০টি ফুটবল মাঠের সমান আয়তন বিশিষ্ট এই টেলিস্কোপ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৮ কোটি মার্কিন ডলার। ফাস্ট মহাকাশে নানা তল্লাশীর পাশাপাশি বুদ্ধিমান প্রাণীজগতের খোঁজে কাজ করবে। উল্লেখ্য, চীন তার অগ্রগতি বিশ্বকে জানান দিতে সামরিক শৌর্যের পাশাপাশি মহাকাশেও কোটি কোটি ডলারের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দেশটি আগামী ২০২০ সালের মধ্যে মহাশূন্যে স্থায়ী মহাকাশ কেন্দ্র নির্মাণ এবং চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে।

[কিন্তু দেশের মুসলমান নাগরিকদের তারা কচুকাটা করছে, তার জবাব কি? অতএব চাঁদে যাওয়ার আগে দেশের নাগরিকদের মধ্যে শান্তি আসুক (স.স.)]

পোশাকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন!

পরিধেয় পোশাকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন একদল চীনা গবেষক। সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবে নতুন এই প্রযুক্তির পোশাক। নতুন এই ডিজিটাল পোশাক সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করেও রাখতে পারবে। যেকোন স্মার্ট যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে সে পোশাক। এটি তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে নতুন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদক তন্তু, যা দেখতে সাধারণ কাপড়ের সুতার মতোই। পরা অবস্থাতেই সূর্যের আলোয় শক্তি সঞ্চয় করবে এই পোশাক। এখন পর্যন্ত গবেষণায় তৈরি পোশাকগুলো ১.২ ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে তা বৃদ্ধি করার কাজ চলছে বলে জানায় গবেষক দলটি। আগামী বছরের শেষ নাগাদ বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী এই ডিজিটাল পোশাকটির ব্যবহার শুরু করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

পোশাকই হবে এসি!

প্রচণ্ড গরমে প্লাস্টিক থেকে তৈরী পোশাকের উপাদান এবার মানুষের দেহ শীতল রাখবে এয়ার কন্ডিশনের মতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক পোশাকের জন্য এমন উপাদান তৈরী করেছেন। ঐ উপাদান পোশাকের মধ্যে বুনে দিলে শরীর শীতল থাকবে। বাড়তি কোন এয়ার কন্ডিশন প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে না। গবেষকেরা বলছেন, উষ্ণ অঞ্চলে যারা বাস করেন তাঁদের জন্য এই পোশাক কাজে লাগানো যাবে। গবেষকেরা শীতল পোশাক তৈরী করতে ন্যানোপ্রযুক্তি, ফোটোনিকস ও রসায়ন একসঙ্গে করেছেন এবং এই টেক্সটাইল আরও উন্নত করতে কাজ করে যাচ্ছেন।

রোগনির্ণয়ে কম্পিউটার নয়, চিকিৎসকেরাই এগিয়ে

সফটওয়্যারের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে রোগনির্ণয়ে এর চেয়ে চিকিৎসকেরাই এগিয়ে আছেন। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় ২৩৪ জন চিকিৎসককে ৪৫ কেস স্টাডি পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করতে বলা হয়। এক্ষেত্রে রোগের পরিচিত-অপরিচিত নানা উপসর্গ ও তীব্রতার বিভিন্ন মাত্রা তাদের জানানো হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে ২০ জন চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করেন। এরপর প্রসিদ্ধ ২৩টি স্বাস্থ্যবিষয়ক মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে ঐ চিকিৎসকদের পাওয়া ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাতে দেখা গেছে চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে নিখুঁত রোগনির্ণয়ের হার ৭২ শতাংশ আর অ্যাপের ক্ষেত্রে এ হার ৩৪ শতাংশ। সম্ভাব্য তিনটি রোগের মধ্যে নিখুঁতভাবে রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সফলতা ৮৪ শতাংশ আর অ্যাপের ৫১ শতাংশ।

[অতএব আল্লাহর তৈরী মানুষের মেধার সাথে মানুষের তৈরী কম্পিউটার কখনোই তুলনীয় নয়। অতএব অবিশ্বাসীরা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবেন কি? (স.স.)]

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

সাতক্ষীরা ১২-১৬ই সেপ্টেম্বর : গত ১২ই সেপ্টেম্বর সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে সাতক্ষীরায় গমন করেন এবং ৪ দিন অবস্থান করেন। এসময় তিনি ঈদুল আযহার খুৎবা প্রদান সহ যেলার বিভিন্ন এলাকায় সফর করেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত সফরের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ঈদুল আযহার খুৎবা-১ : ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৭-টায় সাতক্ষীরা শহরস্থ আব্দুর রাযযাক পার্কে অনুষ্ঠিত ঈদুল আযহার ছালাত মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইমামতি করেন এবং সমবেত কয়েক হাযার মুছল্লীর উদ্দেশ্যে সারগর্ভ খুৎবা প্রদান করেন।

খুৎবায় তিনি ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর অসামান্য আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, শেষ জীবনের উপহার নয়নের পুত্তলি ইসমাঈলকে কুরবানী করার এলাহী নির্দেশনা যখন ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হ'লেন এবং কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই তিনি কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ডাক দিয়ে বললেন, 'ক্ষান্ত হও হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি'। একথা আল্লাহ আগে বলেননি। বললেন যখন উভয়েই নির্দ্বিধায় আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্ত বায়নে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অতএব যেদিন আমরা ইবরাহীমের মত পিতা হ'তে পারব, ইসমাঈলের মত সন্তান হ'তে পারব, আল্লাহ্র বিধান নির্দ্বিধায় অনুসরণ করতে পারব, সেদিনই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, প্রত্যেকে যদি এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজ কুরবানী করতে পারেন যে, আমাকেও যদি ইবরাহীমের মত আগুনে ফেলে নির্যাতন করা হয় আমিও বলব, 'হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল' (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক) তবেই আপনার কুরবানী সার্থক হবে। অতএব নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সকল আমল সম্পন্ন করুন, হারাম থেকে বেঁচে থাকুন, আত্মীয়তা সম্পর্ক বিনষ্টের ব্যাপারে সাবধান থাকুন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা বজায় রাখুন, আকাশ সংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকুন, ইন্টারনেট ও মোবাইলের কুপ্রভাব থেকে সন্তানকে দূরে রাখুন, ঘরে বাইরে সর্বত্র সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন।

ঈদুল আযহার খুৎবা-২ : সাতক্ষীরা আব্দুর রাযযাক পার্কে জামা'আত ও খুৎবা শেষে আমীরে জামা'আত নিজ জন্মভূমি সদর থানাধীন বুলারাটি, মাহমূদপুর, তালবাড়িয়া তিন গ্রামের সমন্বিত ঈদগাহ ময়দানে (ছাদেকের আম বাগান) সর্বস্তরের মুছল্লীদের অনুরোধে সকাল সাড়ে আট-টায় দ্বিতীয়বার ঈদের ছালাত আদায় করান এবং সমবেত হাযারো মুছল্লীর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অনুসরণের লক্ষ্যেই আজ আমরা সুসজ্জিত মসজিদ ছেড়ে ফাঁকা ময়দানে এসে ঈদের ছালাত আদায় করছি। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে সুন্নাতের নিঃশর্ত অনুসরণ করতে পারি, তবেই পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, মাহমূদপুর গ্রামের ভাইয়েরা! মনে রেখ, তোমাদের গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা রফী মাহমূদ, যিনি আমার ঊর্ধ্বতন ৪ নম্বর দাদা। তিনি সহ আমাদের পূর্বপুরুষ প্রত্যেকেই সমাজ থেকে জাহেলিয়াত দূর করতে করতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই তোমাদের কাছে আমার দাবী- রক্তের ঋণ শোধ করো। নিজ নিজ সমাজ থেকে জাহেলিয়াত দূর করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। এভাবে সকলের প্রচেষ্টায় সমাজে পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, আজকে অনেকেই বলছেন, ক্ষমতায় না গেলে ইসলাম পালন করা ও কায়েম করা সম্ভব নয়। আমরা বলি, মানুষের মাঝে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নেই। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, হামযাহ (রাঃ)-এর মত মহান ছাহাবীগণ কি তরবারির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? কখনোই নয়। বলুন, ফেরাউন তার সাড়ে সাত লক্ষ বাহিনী নিয়ে যখন পানিতে ডুবে মরল, তখন মূসা (আঃ) কেন ফিরে গিয়ে ফেরাউনের সিংহাসনে বসে পুরো মিসরে ইসলামী শাসন কায়েম করলেন না? কারণ মূসা (আঃ) জানতেন লাঠি মেরে জোরপূর্বক বিধান চাপিয়ে দিয়ে ছালাত আদায় করালে তা হয়তো সাময়িকভাবে চলবে। কিন্তু পরক্ষণেই তা হারিয়ে যাবে। এলাহী বাণী যদি অন্তরে দাগ না কাটে, আল্লাহ ভীতি যদি হৃদয়ে জাগ্রত না হয়, তবে কি সেই ছালাত কোন কাজে আসে? তা কি কবুলযোগ্য হবে? তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ক্ষমতার রাজনীতি করে না, তারা নবীদের তরীকা অনুযায়ী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে আক্বীদা ও আমল সংস্কারের দাওয়াত দেয়।

সুধী সমাবেশ : একই দিন বাদ মাগরিব বুলারাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বুলারাটি এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে সেখানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমরা আমাদের জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হব। অতএব মৃত্যুর কথা সবসময় স্মরণ করুন। প্রতিনিয়ত আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। নিজ পিতা-মাতার কথা একবার স্মরণ করুন। তাদের মত আমাদেরকেও চলে যেতে হবে। তাই সদাসর্বদা বিশুদ্ধ দ্বীনের উপর টিকে থাকার চেষ্টা করুন। গ্রামের ধর্মীয় ঐতিহ্য যেকোন মূল্যে বজায় রাখুন। নতুবা আমাদের সন্তানরা নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের ঘরে আমাদের সন্তানরাই চুরি-ডাকাতি করবে, তখন কিছুই করার থাকবে না। তিনি তরুণদের কাছ থেকে ওয়াদ নেয় তারা গ্রাম থেকে সকল দুর্নীতি দূর করতে রাযী আছে কি-না,তারা নিয়মিত ছালাত

এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর বাদ এশা মাহমূদপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত এক সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভা : ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল ৭-টায় যেলা ও বিভিন্ন উপযেলা নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে তিনি কালীগঞ্জ ও শ্যামনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সকাল ৯-টায় শ্যামনগর উপযেলার আটুলিয়া ইউনিয়নের হাওয়ালডাঙ্গী গ্রামে বর্তমান চেয়ারম্যান আবু ছালেহ বাবু পরিচালিত জি এম কাদের ফাউণ্ডেশন অফিসে সকালের নাশতা করেন এবং শ্যামনগর উপযেলা সভাপতি

Contents

মাওলানা মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

মতবিনিময় সভা : সকাল ১০-টায় নীলডুমুর উপযেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর স্থানীয় দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এসময় তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। বৈঠকে উপস্থিত নতুন আহলেহাদীছ ভাইয়েরা একে একে তাদের আহলেহাদীছ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। অতঃপর বেলা ১১-টায় নেতাকর্মীসহ মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নে সরকারী উদ্যোগে নির্মাণাধীন 'আকাশ লীনা ইকো টুরিজম' পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে শ্যামনগর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব গিয়াছুদ্দীনের অনুরোধক্রমে নৌকাযোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবনের দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র 'কলাগাছিয়া' পরিদর্শন করেন।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ : সেখান থেকে ফিরে বাদ আছর আটুলিয়া ইউনিয়নের চরের বিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সভাপতি মাওলানা মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব ভুরুলিয়া ইউনিয়নের দেউলদিয়া এলাকায় নবনির্মিত বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর রাত ৯-টায় নলতা চৌমহনীর বাসিন্দা আমীরে জামা'আতের ভায়রা ডা. রফীকুল হাসানের বাসভবনে গমন করেন এবং কালিগঞ্জ উপযেলা সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান সহ উপযেলা নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে বুলারাটি গ্রামে বড় বোনের বাসায় রাত্রিযাপন করেন।

কর্মী ও কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন :

১৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০-টায় বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুমোদিত কর্মী ও কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যো 'যুবসংঘে'র সভা পর্যন্ত আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইসলামে চরমপন্থা ও শৈথিল্যবাদ কোনটিরই স্থান নেই। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই মধ্যমপন্থী হ'তে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের পাতানো ফাঁদ মাত্র। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে এ জঘন্যতম অন্ধকার পথে মুসলিম যুবক ও তরুণদের নামানো হয়েছে। তারা আজ স্বার্থান্বেষী মহলের কঠিন ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার। অতএব হে জঙ্গী! হে সন্ত্রাসী! তুমি জন্মের সময় ছিলে পিতা-মাতার নয়নের পুত্তলি ফুটফুটে এক শিশু। আর যৌবনে এসে তুমি হয়েছ সমাজের এমন ঘৃণ্যজীব যে জন্মদাতা পিতাও তোমার লাশ নিতে ঘৃণা করে। অতএব তওবা করে ফিরে এসো আল্লাহ্র প্রেরিত নির্ভেজাল সত্যের পথে। তোমার এ মূল্যবান জীবনকে উৎসর্গ করো মানবতার শান্তি ও কল্যাণের পথে। অশান্তি, অরাজকতা সৃষ্টির পথে নয়। কারণ তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার বিবেক-বুদ্ধি সবই আল্লাহ্র দেওয়া পবিত্র আমানত। এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে মহান রবের কাছে। তাই জাতি-ধর্ম, ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শনের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে।

যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মী ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সুধী সমাবেশ : অতঃপর বেলা ১১-টায় উক্ত কমপ্লেক্স মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, জাহান্নামী মানুষের বৈশিষ্ট্য হ'ল দু'টি (১) সকল কাজে শরী'আত নির্ধারিত সীমালংঘন করবে (২) আখেরাতের চাইতে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিবে। আর জান্নাতী মানুষের বৈশিষ্ট্য হ'ল ২টি (১) তারা প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে (২) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। আসুন আমরা জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিজেদের জীবনে অলংকৃত করি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মহীদুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক আব্দুর রহমান সানা, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল খালেক, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম সহ বিভিন্ন উপযেলা, এলাকা ও শাখা নেতৃবৃন্দ।

পরদিন ১৬ই সেপ্টেম্বর দুপুর সাড়ে ১২-টায় বাসযোগে তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে সাতক্ষীরা ত্যাগ করেন এবং সন্ধ্যা ৭-টায় মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

সুধী সমাবেশ

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১০ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশাল উপযেলাধীন খাগাটী-জামতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সফীরুদ্দীন প্রমুখ।

লাটিয়ারপাড়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ ফজর ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশাল উপযেলাধীন লাটিয়ারপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

চিকনা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশাল উপযেলাধীন চিকনা-পূর্ব পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'

Contents

ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সফীরুদ্দীন প্রমুখ।

ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১২ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশাল উপযেলাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ এরশাদ আলী ও উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

রাজশাহী ১০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেওয়ায় আকস্মিকভাবে প্লাবিত রাজশাহী যেলার পদ্মা চরের বন্যার্ত অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। দু'টি গ্রুপে পদ্মা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়। দক্ষিণ চর এলাকার বন্যাকবলিত অনেক পরিবার বাড়ী-ঘর ছেড়ে উত্তর পাড়ে আশ্রয় নেয়। অদ্য শনিবার বিকাল ৪-টায় মতিহার থানাধীন শ্যামপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড সংলগ্ন বালিঘাটে আশ্রয় নেয়া ঐ সকল বন্যার্ত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ নাযীমুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোস্তাকীম আহমাদ, রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক, অর্থ সম্পাদক লিলবর আল-বারাদী ও 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

অপরদিকে অন্য গ্রুপটিও একই দিন বিকাল ৩-টায় পদ্মা নদীর দক্ষিণ চর এলাকার পানিবন্দী অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। স্থানীয় চর খিদিরপুরের খানপুর হাফেযিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এই গ্রুপে ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশ নেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুলাহিল কাফী, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, আমীরে জামা'আতের জামাতা ডাঃ আব্দুল মতীন, রাজশাহী মহানগরী-পূর্ব 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক আব্দুল মালেক ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ।

উলেখ্য যে, প্রতিটি প্যাকেটে ছিল ৮ কেজি চাউল, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ৩০০ গ্রাম ডাল, আধা কেজি সেমাই ও ৮০০ গ্রাম চিনি।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আলোচনা সভা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ও ছাত্রদের সমন্বয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন মারকাযের সহকারী শিক্ষক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আবাসিক শিক্ষক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মারকাযের ছানাবিয়া ২য় বর্ষের ছাত্র আহমাদ আব্দুলাহ শাকির এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল হাসীব।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের ২য় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক লেখক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

কমিটি গঠন

গত ২৫শে আগস্ট'১৬ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের পরে দেশব্যাপী যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যেলা সমূহে সফর করেন। যেলা সমূহ পুনর্গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

(১) কুমিল্লা ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে শহরের শাসনগাছা ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জা'ফর ইকরামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আমজাদ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান ও দফতর সম্পাদক বেলাল হুসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ইউসুফকে সভাপতি ও আহমাদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(২) নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

Contents

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে রেযাউল করীমকে সভাপতি ও রেযাউল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৩) সিরাজগঞ্জ ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে শহরের চকশাহবাগপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন ও দফতর সম্পাদক আমীনুল ইসলাম খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শামীম আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওয়াসীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৪) গাংণী, মেহেরপুর ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী উপযেলাধীন চৌগাছা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও নাজমুল হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৫) নওগাঁ ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসায়নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও মুজাহিদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৬) নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'যুবসংঘ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হায়দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হায়দার আলীকে সভাপতি ও আজমাল হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই দিন বাদ মাগরিব কাওছার আহমাদকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭) জলঢাকা, নীলফামারী ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'যুবসংঘ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে জলঢাকা উপযেলাধীন শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল জলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশরাফ আলীকে সভাপতি ও শহীদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৮) রংপুর ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে শহরের পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদ। অনুষ্ঠানে শিহাবুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি ও মোখলেছুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৯) আদিতমারী, লালমণিরহাট ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় 'যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলার আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান। অনুষ্ঠানে আব্দুল কাইয়ূমকে সভাপতি ও আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১০) বাগাতিপাড়া, নাটোর ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার বাগাতিপাড়া উপযেলাধীন যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি বুলবুল আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে মাজেদুর রহমানকে সভাপতি ও মা'ছূম বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

[ক্রমশঃ]

Contents

চলে গেলেন মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সিনিয়র নায়েবে আমীর

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সিনিয়র নায়েবে আমীর, ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল জম্মু-কাশ্মীরের সদস্য এবং চাঁদ দেখা কমিটির সদস্য মাওলানা আব্দুল আযীয হানীফ (৭৫) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ৯ই সেপ্টেম্বর'১৬ মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। ঈদুল আযহার পূর্বের জুম'আর খুৎবায় যখন তিনি হামদ ও ছানার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন, ঠিক সে অবস্থায় তিনি মিম্বরের উপর ঢলে পড়েন। পরদিন সকাল ১১-টায় ইসলামাবাদ কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে (জি/৬, আবপারা মার্কেটের নিকটে) তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মারকাযী জমঈয়তের আমীর প্রফেসর সাজেদ মীর। এতে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তানের মন্ত্রী ড. তারেক ফযল চৌধুরী, জামাআতে ইসলামী আযাদ কাশ্মীরের নেতা আব্দুর রশীদ তুরাবী, 'আনছারুল উম্মাহ'-এর আমীর ফযলুর রহমান খলীল, জমঈয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের মুফতী যমীর আহমাদ সাজিদ, জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এর মাওলানা নাযীর আহমাদ ফারূকী, জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস থেকে শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল আযীয আলাভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস, প্রফেসর মুহাম্মাদ ইয়াসীন যাফর প্রমুখ। মরহূম-এর পুত্র মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক সঊদী আরব থেকে এসে বিকাল ৩-টায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর এইচ/১১ ইসলামাবাদ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা আব্দুল আযীয হানীফ ১৯৪৪ সালে আযাদ কাশ্মীরের বাগ যেলার নেপালী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্যাট্রিক পর্যন্ত স্কুলে পড়াশুনা করেন। অতঃপর দ্বীনী জ্ঞান হাছিলের জন্য ১৯৫৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে এসে মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল যাবীহ প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা তাদরীসুল কুরআন ওয়াল হাদীছে তিন বছর দরসে নিযামীর পাঠ গ্রহণ করেন। উক্ত মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর (১৮৯৭-১৯৬৮) জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, গুজরানওয়ালায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ফারেগ হন। এরপর তিনি করাচীতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবীর (১৯০০-১৯৭০) নিকটে হাদীছে তাখাছ্ছুছ করেন। সাথে সাথে করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী ফাযেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি কলকাত্তাবীর মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ২রা অক্টোবর তিনি মারকাযী জমঈয়তের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মিয়াঁ ফযলে হকের (১৯২০-১৯৯৬) পরামর্শে ইসলামাবাদে চলে যান। সেখানে তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলশ্রুতিতে মারকাযী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ইসলামাবাদের প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। সুদীর্ঘ ৪৪ বছর যাবৎ তিনি উক্ত মসজিদে খতীবের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামাবাদে আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পায়। তিনি যখন ইসলামাবাদে এসেছিলেন তখন সেখানে আহলেহাদীছদের একটি মসজিদও ছিল না। অথচ এখন সেখানে চল্লিশের অধিক আহলেহাদীছ মসজিদ রয়েছে। ইসলামাবাদের মসজিদ ও মিহরাবগুলি চিরদিন তাঁকে স্মরণ করবে। ১৯৭৪ সালে তিনি তাহরীকে খতমে নবুঅতে সরব অংশগ্রহণ করেন এবং সপ্তাহখানেক কারাগারে বন্দী থাকেন। ২০০২ সালের ৪ঠা আগস্ট তাঁকে জমঈয়তের সভায় যথারীতি সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। পরে তিনি সিনিয়র নায়েবে আমীর নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু সুন্দরভাবে তাঁর সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বড় ছেলে ড. আযীযুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদের শরী'আহ এ্যান্ড ল ফ্যাকাল্টির প্রফেসর এবং ভাইস চ্যান্সেলরের উপদেষ্টা। আরেক পুত্র মাওলানা আবুবকর সঊদী আরবের মাকতাবুদ দাওয়ায় গবেষক হিসাবে কর্মরত আছেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : কুরবানীর নিয়তে ক্রয় করা পশু মৃতপ্রায় অবস্থা দেখলে করণীয় কি? যবেহ করে ছাদাক্বা করা, খেয়ে ফেলা বা বিক্রি করা যাবে কি?

-ওমর ফারূক, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এরূপ পশু যবেহ করে গোশত খাওয়া, ছাদাক্বা করা বা বিক্রয় করা সবই জায়েয। এর পরিবর্তে অন্য একটি পশু কুরবানী দেওয়া যরূরী নয়। তবে সক্ষমতা থাকলে দিতে পারবেন *(দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' ২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলে তার জন্য কোন জামা'আত বা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থাকা যরূরী কি? বিশেষতঃ যারা আমরা অমুসলিম দেশে বসবাস করি?

-রফীকুল ইসলাম, এ্যানকোনা, ইতালী।

উত্তর : কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশ মানতে গেলে প্রত্যেক মুসলিমকে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে, যেখানেই তিনি বসবাস করুন না কেন। যাকে তিনি ফিরক্বা নাজিয়াহ্র আমীর হিসাবে মনে করেন, তার প্রতি আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের অঙ্গীকার করবেন। অতঃপর তাঁর দেওয়া কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আদেশ-নিষেধ সমূহ মেনে চলবেন। এজন্য ভাষা-বর্ণ, অঞ্চল বা দেশ কোন শর্ত নয়। কেবল আক্বীদা ও আমল শর্ত। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য এবং বিচ্ছিন্ন জীবন পরিত্যাজ্য। নিশ্চয়ই শয়তান একাকী ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং দু'জন থেকে দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরও বলেন, জামা'আবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত থাকে' *(নাসাঈ হা/৪০২০; ছহীহুল জামে' হা/৩৬২১)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : আমার শিক্ষাসনদে সঠিক বয়স থেকে দু'বছর কমিয়ে দেওয়া আছে। এক্ষণে তা পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। তাহ'লে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমাকে দু'বছর আগে রিটায়ারমেন্ট নিতে হবে কি?

-মুহসিন আতীক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : শিক্ষা সনদে বয়স কমবেশী করাটা বড় অন্যায়। এজন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তবে এজন্য সময়ের আগেই অবসর নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে যথাযথভাবে কাজ করেই বেতন নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে নিজ সন্তানদের জন্ম নিবন্ধনে যাতে কোন মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : ফেরিওয়ালারা মেয়েদের আঁচড়ানো চুল ক্রয় করে আমার কাছে এনে দিলে আমি তা প্রসেসিং করে বিক্রি করি। উক্ত ব্যবসা হালাল হবে কি?

-হাফীযুদ্দীন, কার্পাসডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এগুলি পেশাব-পায়খানার ন্যায় দেহের পরিত্যক্ত বস্তু। এগুলির ব্যবসা হালাল। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন এগুলি পরচুলা বানানোর মত কোন নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহৃত না হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে পরচুলা লাগিয়ে নিল এবং যে লাগিয়ে দিল উভয়ের উপর আল্লাহ্র লা'নত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : ইমাম মাহদী ক্বিয়ামতের কতদিন পূর্বে এবং কোন দিক থেকে আগমন করবেন?

-নো'মান, কোর্ট কম্পাউন্ড, ফরিদপুর।

উত্তর : ইমাম মাহদীর আগমন ক্বিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম। কিন্তু তিনি ক্বিয়ামতের কতদিন পূর্বে এবং কোন দিক থেকে আগমন করবেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে তিনি আসবেন। কারণ ইমাম মাহদীর ইমামতিতেই তিনি ছালাত আদায় করবেন' *(মুসলিম হা/১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৭)*। তিনি খোরাসান থেকে বের হবেন মর্মে যেসব বর্ণনা রয়েছে তা যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৪; যঈফাহ হা/৮৫)*। এছাড়া দক্ষিণ দিকের কারে'আহ (كَرْعَةُ) গ্রাম থেকে তিনি বের হবেন মর্মে আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) যে মরফূ' বর্ণনাটি ইবনুল মুক্বরি' স্বীয় মু'জামে সংকলন করেছেন *(হা/৯০)*, সেটি মওযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/৬৬৮৬)*। কেননা তার সনদে আব্দুল ওয়াহহাব বিন যাহহাক আল-হিমছী নামে একজন পরিত্যক্ত রাবী আছেন *(মীযানুল ই'তিদাল, রাবী ক্রমিক ৫৩১৬)*। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : অসীলা কি? কোন কোন অসীলায় প্রার্থনা করা জায়েয? ওমর (রাঃ) কি আব্বাস (রাঃ)-এর নামে দো'আ করেছিলেন, না তাকে দো'আ করার জন্য বলেছিলেন?

-মুনীরুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : 'অসীলা' অর্থ নৈকট্য। পারিভাষিক অর্থে যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করা হয়। অসীলা দুই প্রকার (১) সিদ্ধ অসীলা। এর পদ্ধতি তিনটি। যেমন- (ক) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর অসীলায় প্রার্থনা। যেমন রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হ'তেন, তখন বলতেন '*ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ*' (হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*। (খ) নিজের নেক আমল সমূহের অসীলায় প্রার্থনা। যেমন গুহায় আটকে পড়ার পর তিন যুবকের নিজ নিজ সৎকর্মের কথা উল্লেখ করে প্রার্থনা

Contents

করা এবং মুক্তি পাওয়া সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ঘটনা *(বুখারী হা/২২৭২)*। (গ) জীবিত কোন ব্যক্তির নিকট দো'আ কামনার মাধ্যমে। যেমন প্রচণ্ড খরার কারণে জনৈক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে দো'আর আবেদন করলে তিনি দো'আ করেন এবং তাতে প্রবল বৃষ্টি নেমে আসে *(বুখারী হা/১০১৪)*।

একইভাবে ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) এর অসীলায় প্রার্থনা করে বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম এবং তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন (তাঁর মৃত্যুর পরে) নবীর চাচা (আব্বাস)-এর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও! অতঃপর বৃষ্টি হ'ত *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯)*।

(২) দ্বিতীয় প্রকার হ'ল নিষিদ্ধ অসীলা। আর তা হ'ল মৃত মানুষের অসীলা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বা পরবর্তী কোন নেককার মানুষের নিকটে বা তার ইযযতের দোহাই অসীলায় চাওয়া। এটা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

স্মর্তব্য যে, আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে ওমর (রাঃ)-এর বৃষ্টি প্রার্থনার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদার দোহাই দিয়ে নিজে দো'আ করেছিলেন। বরং এর অর্থ হ'ল ওমর (রাঃ)-এর আবেদনক্রমে আব্বাস (রাঃ) দো'আ করেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুলবারী ২/৪৯৭, হা/৯৬৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মনে রাখতে হবে যে, অসীলা কোন ব্যক্তি নয়, বরং ব্যক্তির দো'আ ও সুফারিশ মাত্র। যা আল্লাহ ইচ্ছা করলে কবুল করতেও পারেন, নাও পারেন *(বিস্তারিত দ্রঃ দরসে কুরআন- অসীলা, মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : জুম'আর খুৎবা শোনার সময় দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসা যাবে কি?

-রেযওয়ানুর রশীদ, সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : এভাবে বসা যাবে না। কারণ প্রথমতঃ এতে আলস্য আসে এবং ঘুমের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যাতে ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ এতে খুৎবার প্রতি মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং অবহেলা সৃষ্টি হয়। অথচ বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا 'রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরে উঠতেন, তখন তাঁরা তাঁর প্রতি অভিমুখী হয়ে সামনাসামনি বসতেন' *(তিরমিযী হা/৫০৯; মিশকাত হা/১৪১৪; ছহীহাহ হা/২০৮০)*।

এছাড়া বিভিন্ন হাদীছে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং মনোযোগ বিনষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮৩)*। উপরন্তু যেকোন মজলিসে বসার ক্ষেত্রে এভাবে বসা শিষ্টাচারের বিরোধী। অতএব এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর নিয়মিতভাবে সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়ে দু'হাত একত্রিত করে ফুঁক দিয়ে শরীরে হাত বুলানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করে শরীরে হাত বুলানোর বিষয়টি ঘুমানোর সময় এবং রোগাক্রান্ত অবস্থায় প্রযোজ্য *(বুখারী হা/৫০১৭, ৪৪৩৯; মিশকাত হা/২১৩২, ১৫৩২)*। প্রত্যেক ছালাতের পর নিয়মিতভাবে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা যাবে *(আবুদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯)*। কিন্তু হাত বুলানো নয়।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : রাসূল (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের সময় মোহর হিসাবে কি দিয়েছিলেন? তার পরিমাণ কত ছিল? উক্ত বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবু তাহের, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মুহাম্মাদ (ছাঃ) মোহরানা স্বরূপ খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের মোহর স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। এ সময় খাদীজা ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারিণী হিসাবে 'তাহেরা' (পবিত্রা) নামে খ্যাত। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ এবং মুহাম্মাদের বয়স ছিল ২৫। মুহাম্মাদ ছিলেন খাদীজার তৃতীয় স্বামী। অন্যদিকে খাদীজা ছিলেন মুহাম্মাদের প্রথমা স্ত্রী *(ইবনু হিশাম ১/১৮৭-৮৯; আল-বিদায়াহ ২/২৯৩-৯৪)*। ব্যবসায়ে অভাবিত সাফল্যে খাদীজা দারুণ খুশী হন। অন্যদিকে গোলাম মায়সারার কাছে মুহাম্মাদের মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং উন্নত চিন্তা-চেতনার কথা শুনে বিধবা খাদীজা মুহাম্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে পরপর দু'জন স্বামী মৃত্যুবরণ করায় মক্কার সেরা নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকটে বিয়ের পয়গাম পাঠান। কিন্তু তিনি কোনটাই গ্রহণ করেননি। এবার তিনি নিজেই বান্ধবী নাফীসার মাধ্যমে নিজের বিয়ের পয়গাম পাঠালেন যুবক মুহাম্মাদ-এর কাছে। তখন উভয় পক্ষের মুরব্বীদের সম্মতিক্রমে শাম থেকে ফিরে আসার মাত্র দু'মাসের মাথায় সমাজনেতাদের উপস্থিতিতে ধুমধামের সাথে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় *(ইবনু হিশাম ১/১৮৭, টীকা ১-২; হাকেম হা/৪৮৩৮, ৩/২০০; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল ৭৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : পানি পানের আদব সম্পর্কে জানতে চাই।

-কামাল হোসেন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর: পানি পান করার আদব হ'ল: (১) প্রথমে বিসমিল্লাহ বলা (২) ডান হাতে পাত্র ধরা (৩) বসে পান করা (৪) তিন নিঃশ্বাসে পান করা *(মুসলিম হা/২০২৪-২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭; ছহীহাহ হা/১২৭৭)*। (৫) পাত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস না ফেলা (৬) পান শেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলা *(ছহীহুল জামে' হা/৪৯৫৬)*।(৭) বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান না করা *(বুখারী হা/৫৬২৮; ছহীহাহ হা/৩৯৯)*। (৮) পান করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা *(তিরমিযী হা/২৩৮০; ছহীহাহ হা/২২৬৫)*। (৯) স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান না করা *(বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : আমাদের এখানে প্রতিদিনের কাজ শুরু করার পূর্বে সকলে একত্রে নারায়ে তাকবীর বা লিল্লাহে তাকবীর বলতে হয়। এক্ষণে এসময় কোন দো'আটি পাঠ করা শরী'আত সম্মত হবে?

-ফরহাদ আলম, বাগদাদ, ইরাক।

উত্তর : কাজ শুরু করার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলার কোন দলীল নেই। বরং যেকোন শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮০)*। রাসূল (ছাঃ) খাদ্যগ্রহণ সহ বহু কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

Contents

প্রশ্ন (১২/৫২) : বিবাহের পর স্ত্রী পড়াশুনা চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু স্বামী তাতে রাযী নয়। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

-রুখসানা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিবাহের পর স্বামীই তার স্ত্রীর মূল অভিভাবক। অতএব স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয হবে না। তিনি অন্যায়ভাবে এরূপ করে থাকলে স্ত্রী নিজে বা অন্য কারু মাধ্যমে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনক্রমেই তার অবাধ্য হবে না। রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে বলেন, স্বামী তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম *(আহমাদ হা/১৯০২৫, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামীর অবাধ্যতার কারণে মহিলারা বেশী বেশী জাহান্নামে যাবে *(বুখারী হা/১০৫২; মিশকাত হা/১৪৮২)*। তবে স্ত্রী দ্বীনী ইলম শিখতে চাইলে স্বামীর উচিত তাতে সহযোগিতা করা। এর দ্বারা স্বামী নিজেও নেকী পাবেন।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : ফজরের ও মাগরিবের সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফেরূন ও ইখলাছ একাধিকবার পাঠ করার বিষয়টি সঠিক কি?

-আব্দুল্লাহেল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ফজরের ও মাগরিবের সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ একাধিকবার পাঠ করার বিষয়টি হাদীছ সম্মত *(আহমাদ হা/৪৭৬৩; নাসাঈ হা/৯৯২; ছহীহাহ হা/৩৩২৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি অগণিত বার রাসূল (ছাঃ)-কে ফজরের পূর্বের দুই রাক'আতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক'আতে সূরা কাফেরূন ও সূরা ইখলাছ পড়তে দেখেছি *(তিরমিযী হা/৪৩১; মিশকাত হা/৮৫১, সনদ হাসান ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : কাউকে 'মুনশী' বলা যাবে কি? এটা কি শিরক হবে?

-রায়হান চৌধুরী. রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : 'মুনশী' আল্লাহ তা'আলার কোন নাম নয়। সুতরাং এটা বলায় কোন দোষ নেই। 'মুনশী' (আরবী) অর্থ লেখক, প্রবন্ধকার, সুন্দর হস্ত লিখনে পারদর্শী। 'মুনশীখানা' (ফারসী) অর্থ অফিস বা অফিস সংলগ্ন কক্ষ। যেখানে ফাইলপত্র থাকে। 'মুনশীগিরী' অর্থ কেরানীগিরী। তবে যদি কেউ 'মুনশী' (আরবী) বলতে 'নতুন সৃষ্টিকারী' (مُنْشِئُ) বা আল্লাহ বুঝেন, তবে সেটি কুফরী হবে। উপমহাদেশে 'মুনশী' শব্দটি আদালতের কেরানী, মসজিদের খাদেম বা ইমাম কিংবা সম্মানিত বংশীয় লকব হিসাবে প্রচলিত। অতএব প্রচলিত অর্থে 'মুনশী' বলায় মুশরিক বা কাফের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবস্থানগত কারণে কুরবানী করার সুযোগ না থাকলে সমপরিমাণ মূল্য দান করে দিলে তাতে কুরবানীর নেকী পাওয়া যাবে কি?

-খায়রুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : নেকী পাওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় নিজে করতে না পারলে পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে কুরবানী করিয়ে নেওয়ায় বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : ভালো বা মন্দ কোন কিছু দেখলে বা সংবাদ আসলে পঠিতব্য কোন দো'আ আছে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, ঈশ্বরদী।

উত্তর : মন্দ কোন কিছু দেখলে বা শুনলে *'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'* পাঠ করবে *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। আর ভালো কোন সংবাদ আসলে *'আলহামদুলিল্লাহ'* বলবে *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*। তাছাড়াও নিম্নের দো'আটি পাঠ করা যায়। *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি 'আজিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা 'আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম। ওয়া আউযু বিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী 'আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা আ'লিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম*। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখেরাতের আমার জানা-অজানা আগে-পরের যত কল্যাণ ও নে'মত আছে তা সবই আমি চাই। দুনিয়া ও আখিরাতের আমার জানা-অজানা আগে-পরের সকল অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৩৯; আহমাদ হা/২৫৬৩; ছহীহাহ হা/১৫৪২)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : পিতার সম্মতিক্রমে বা অবর্তমানে দাদা, নানা বা অন্য আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীরা কারু আকীকা দিতে পারবে কি?

-আব্দুল ওয়াজেদ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : নবজাতকের যেকোন বৈধ অভিভাবক আকীকা দিতে পারবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) নানা হয়ে দুই নাতি হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-এর আকীকা দিয়েছিলেন *(নাসাঈ হা/৪২১৩; মিশকাত হা/৪১৫৫; ইরওয়া হা/১১৬৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করার যে রীতি সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তা শরী'আতসম্মত কি?

-ফারূক হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এটি সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কাজ এবং অমুসলিমদের অনুকরণে সৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : শীতকালে রাতে ঘর গরম করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো কি জায়েয?

-ইউসুফ, কুমিল্লা।

উত্তর : জায়েয নয়। এতে নিজের ও প্রতিবেশীদের জন্য প্রভূত ক্ষতির আশংকা রয়েছে। সেকারণ এথেকে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না' *(বুখারী হা/৬২৯৩; মুসলিম হা/২০১৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, এক রাতে মদীনায় একটি বাড়ী পুড়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন আগুন নিভিয়ে ঘুমাবে' *(বুখারী হা/৬২৯৪; মুসলিম হা/২০১৬)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে দিবে' *(বুখারী হা/৫৬২৪; মুসলিম হা/২০১২)*। ঘর গরম করার জন্য নয়, বরং শরীর গরম করার জন্য লেপ-কাঁথা গায়ে দেওয়াই যথেষ্ট। তবে চোর-ডাকাত থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য গৃহের বাইরে আলো জ্বেলে রাখা যাবে।

Contents

প্রশ্ন (২০/৬০) : আমাদের এলাকায় অনেকে মেধা বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ খায়। এটা কি হালাল হবে?

-আব্দুল হাদী, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর: না। কারণ রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৯১৬২; ইবনু মাজাহ হা/৩২২৩, সনদ ছহীহ)*। এমনকি ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন' *(আবুদাউদ হা/৩৮৭১; মিশকাত হা/৪৫৪৫, সনদ ছহীহ)*। উপরন্তু 'ব্যাঙ খেলে মেধা বৃদ্ধি পায়' কথাটিই একটা কুসংস্কার। শরী'আতে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২১/৬১) : জায়গার সংকীর্ণতার কারণে কাতার যেকোন একদিকে অনেক বেশী হয়ে গেলে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে কি?

-জাহিদ হাসান
ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জায়গার সংকীর্ণতার কারণে এরূপ হ'লে কোন অসুবিধা নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২০৫; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/২৬৪)*। স্মর্তব্য যে, ইমামকে মধ্যবর্তী ধরে কাতার ডানে ও বামে সমান সমান মুছল্লী থাকাই সুন্নাত *(মুসলিম হা/৩০১০; আবুদাউদ হা/৬১৩; মিশকাত হা/১১০৭)*। তবে ডানে সামান্য বৃদ্ধি করা উত্তম *(মুসলিম; মিশকাত হা/৯৪৭; ছালাতুর রাসূল ১৭৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : ছালাতরত অবস্থায় কোন রুকন যেমন রুকূ বা সিজদা করা হয়নি- এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হলে কেবল সহো সিজদা দিলেই চলবে না এক রাক'আত পুনরায় আদায় করতে হবে?

-রফীকুল ইসলাম, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : রুকূ-সিজদা ছালাতের রুকন। আর রুকন তরক করলে ছালাতও বাতিল হয়। তাই এরূপ অবস্থায় এক রাক'আত অতিরিক্ত আদায় করতে হবে এবং সহো সিজদা দিতে হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৩/৩৭১-৭২; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭৭)*।

স্মর্তব্য যে, ছালাতের কোন রুকন আদায় করতে ভুলে গেলে তা পুনরায় আদায় করতে হয় এবং সহো সিজদা দিতে হয়। একদা রাসূল (ছাঃ) ভুলবশতঃ রাক'আত সংখ্যা কম হ'লে তিনি বাকী রাক'আত আদায় করেন এবং সহো সিজদা দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭)*। আর কোন ওয়াজিব বা সুন্নাত ছেড়ে দিলে কেবল দু'টি সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন একবার প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে তিনি কেবল সহো সিজদা দেন *(বুখারী হা/৮২৯; মুসলিম হা/৫৭০; মিশকাত হা/১০১৮)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় টোপের খাবার হিসাবে জীবন্ত কেঁচো যুক্ত করে দেই। এটি অপ্রয়োজনে জীব হত্যার পাপ হিসাবে গণ্য হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : পাপ হবে না। কারণ কেঁচোকে প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। অর্থাৎ সবকিছুই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে বিনা প্রয়োজনে কোন জীবকে হত্যা করা যাবে না *(নাসাঈ হা/৪৩৪৯; মিশকাত হা/৪০৯৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : জনৈক যুবকের যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তাতে হজ্জ করা সম্ভব। কিন্তু তার বিবাহেরও বয়স হয়েছে। এক্ষণে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া তার জন্য কর্তব্য হবে?

-আবুল আকরাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহ না করার কারণে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে প্রথমে বিবাহ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে অবনমিত ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। ...যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। বিবাহ করায় সমস্যা থাকলে হজ্জ করবে। উল্লেখ্য যে, 'বিবাহের পূর্বে হজ্জ আবশ্যক' এবং 'যে হজ্জ করার পূর্বে বিবাহ করল, সে পাপ দ্বারা শুরু করল' মর্মে বর্ণিত হাদীছ দু'টি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২২১-২২)*।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : ছালাতরত অবস্থায় কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তাকে কিভাবে মারা উচিত। বিশেষতঃ বয়সে বড় হ'লে মারা যাবে কি?

-শহীদ হাসান, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : সামনে দিয়ে কেউ গেলে মারতে বলা হয়নি। বরং তাকে হাত দিয়ে প্রতিহত করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তুকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করবে যা তার জন্য লোকদের থেকে সুৎরা বা পর্দা স্বরূপ হবে। এমতাবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে যদি কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তাকে প্রতিরোধ করে। এরপরেও যদি কেউ বাধা মানতে অস্বীকার করে, তবে তার সাথে যেন লড়াই করে। কেননা সে শয়তান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা মূলতঃ মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং শিষ্টাচার বজায় রেখে প্রতিহত করবে।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : যাকাতের অর্থ দিয়ে ইয়াতীমদের জন্য কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র, হাসপাতাল বা বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ করে দেওয়ায় কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল বারী, নরসিংদী।

উত্তর : ইয়াতীম বা বৃদ্ধ সরাসরি যাকাতের হকদার নন। তবে এদের মধ্যে যারা দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র, কেবল তাদের কল্যাণার্থে ও উন্নতিকল্পে যাকাতের সম্পদ থেকে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করা যাবে *(তওবা ৯/৬০)*। শর্ত হ'ল এসব প্রতিষ্ঠান কেবল এরূপ অসহায়দের কল্যাণেই ব্যবহার করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের মাধ্যমে এতে কোন লভ্যাংশ এসে থাকলেও তা উক্ত অসহায়দের কল্যাণেই ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : যমযম পানি দাঁড়িয়ে খাওয়া সুন্নাত কি?

-মাহমূদুল হক, যশোর।

উত্তর : ওযরবশতঃ যমযম পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। আর উক্ত পানি সহ যেকোন পানাহার বসে করাই সুন্নাত।

হাদীছে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে কঠোর ধমকি এসেছে *(মুসলিম হা/২০২৪; মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দাঁড়িয়ে পানকারী ব্যক্তি যদি জানতো এতে কি ক্ষতি রয়েছে, তাহ'লে সে তা বমি করে দিত' *(আহমাদ হা/৭৭৯৫-৯৬; ছহীহাহ হা/১৭৬)*।

তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় (ভিড়ের মধ্যে) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮)* এবং আলী (রাঃ) কূফার মসজিদের আঙিনায় ওযূ করার পর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করেন ও বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখেছি *(বুখারী হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪২৬৯)* মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা যে জায়েয, সেটা বুঝানোর জন্যই রাসূল (ছাঃ) এরূপ করেছেন *(ফাৎহুল বারী হা/২৬১৫-১৬-এর আলোচনা)*। ইমাম নববীও একই মন্তব্য করেছেন *(শরহ নববী হা/২০২৭-এর আলোচনা)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, দাঁড়িয়ে পান থেকে বিরত থাকাই সঠিক। তবে ওযরবশতঃ জায়েয *(যাদুল মা'আদ ১/১৪৩-৪৪)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, হজ্জের সময় ভিড়ের কারণে বসার সুযোগ না থাকায় তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর শেষ আমল *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/২১০)*।

মোদ্দাকথা যেকোন খানা-পিনা বসে করাই শরী'আতের নির্দেশনা এবং এটাই সর্বোত্তম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২২/১৩৩)*। অতএব যমযম পানিও বসে পান করা যাবে *(আলবানী, অডিও টেপ নং ৫)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে সরকারী নীতি অনুযায়ী প্রদত্ত সূদের টাকা গ্রহণ করে কোন ভাল কাজে দান করে দেওয়ায় কোন বাধা আছে কি?

-শাহ আলম, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কোন বাধা নেই। বরং সেই টাকা তুলে জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করাই উত্তম হবে। কারণ ব্যাংকে সে অর্থ রেখে দিলে তাতে আরও সূদ জমা হবে এবং তা আরও অধিক অন্যায় কাজে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ক্রমিক ১৫২৫৯, ১৩/৩৫২; নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, হারাম পথে উপার্জিত সকল সম্পদ ছাদাক্বা করতে হবে এবং মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করে দিতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/৪১৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : কুরবানীর গোশত বিতরণের জন্য পঞ্চায়েতে কতটুকু জমা করতে হবে?

-আব্দুর রহমান, নাটোর।

উত্তর : পঞ্চায়েতভুক্ত যেসকল ব্যক্তি কুরবানী করতে পারেনি, তাদের জন্য তিনভাগের একভাগ পঞ্চায়েতে জমা করতে হবে। বাকী একভাগ স্ব স্ব বাড়ী থেকে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। বাকী একভাগ নিজেরা খাবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ ৫/১২০ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ২৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : আঘাতের মাধ্যমে কেটে যাওয়া রক্ত বের হয়ে কাপড়ে লেগে গেলে উক্ত কাপড়ে ছালাত হবে কি?

-তৈয়বুর রহমান, পাবনা।

উত্তর : ক্ষতস্থান থেকে বের হওয়া রক্ত কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হবে না এবং ঐ কাপড় পরে ছালাত আদায় করা যাবে *(বুখারী তরজমাতুল বাব অনুচ্ছেদ-৩৪; আবূদাঊদ হা/১৯৮)*। উল্লেখ্য, তিন প্রকার রক্ত অপবিত্র। যথা- হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযার রক্ত, যা ধৌত করতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/২২৭; মুসলিম হা/২৯১; আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৬২৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : মাসবূক বাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা যোগ করবে কি?

-রাযিয়া খাতুন, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর বিষয়টি নির্ভর করবে মাসবূকের রাক'আত প্রাপ্তির উপর। মাসবূক ইমামের সাথে এক রাক'আত পেলে দ্বিতীয় রাক'আতে অন্য সূরা মিলাবে। আর বাকী দু'রাক'আতে মিলাবে না। অন্যদিকে ইমামের সাথে দু'রাক'আত পেলে বাকী দু'রাক'আতে মিলানোর প্রয়োজন নেই। যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম দু'রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পাঠ করতে হবে। আর দ্বিতীয় দু'রাক'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে *(ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩; দারাকুৎনী হা/১২৪২; ইরওয়া হা/৫০৬, সনদ ছহীহ)*। আর ইমামের পিছনে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করলেই যথেষ্ট *(মুসলিম হা/৩৯৫; আহমাদ হা/৭২৮৯; মিশকাত হা/৮২৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : জনৈক মহিলার সার্বিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাহরাম নেই। এক্ষণে তার উপর হজ্জ ফরয না হ'লেও বদলী হজ্জ করানো ফরয হবে কি?

-ইয়াকূব আব্দুল্লাহ হারূণ, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মাহরাম না থাকার কারণে তার উপর হজ্জ ফরয হয়নি। কারণ নারীর জন্য মাহরাম থাকা অপরিহার্য *(বুখারী হা/১০৮৬; মিশকাত হা/২৫১৫)*। এমতাবস্থায় কোন পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে বদলী হজ্জ করানো যাবে, যিনি ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ করেছেন' *(আবূদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯)*। যিনি হজ্জ করাবেন ও যিনি তার পক্ষে হজ্জ করবেন, উভয়েই তাদের ইখলাছের ভিত্তিতে আল্লাহ্র নিকটে যথাযথ পুরস্কার পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : আমদানী করার ক্ষেত্রে মূল্য বেশী লিখলে ট্যাক্স বেশী দিতে হয়। আবার ৫০০০ ডলারের বেশী এলসি খোলা যায় না। তাই বাকী টাকা অন্য মাধ্যমে পাঠাতে হয়। সেজন্য উদাহরণস্বরূপ মাদারবোর্ডের মূল্য অনেক কমিয়ে লিখতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আতীকুর রহমান, বগুড়া।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকটে লিখিতভাবে বা যেকোন যোগ্য মাধ্যমে জানাতে হবে। অতঃপর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে উক্ত ব্যবসা ছেড়ে দিতে হবে। যালেম শাসকদের অধীনে নাগরিকদের করণীয়

Contents

সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬৭২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : জুম'আর ছালাতে রুকূ না পেয়ে শুধু তাশাহ্হুদ পেলে কিভাবে ছালাত শেষ করতে হবে?

-আব্দুছ ছামাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জুম'আর ছালাতে কেবল তাশাহ্হুদ পেলে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যোহরের চার রাক'আত ফরয ছালাত আদায় করবে। কারণ জুম'আর ছালাতের কমপক্ষে এক রাক'আত না পেলে, তা জামা'আত পাওয়া হিসাবে গণ্য হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল সে যেন তার সাথে আরেক রাক'আত যোগ করে নেয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১১২১)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি তুমি জুম'আর এক রাক'আত পাও, তবে তার সাথে আরেক রাক'আত যোগ কর। আর যদি রুকূ না পাও, তাহ'লে চার রাক'আত (যোহরের ছালাত) আদায় কর *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী ৩/২০৪; ত্বাবারাণী কাবীর, সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/৮২)*। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এর উপরেই অধিকাংশ ছাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল, তার সাথে সে আরেক রাক'আত মিলিয়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি ইমামকে বসা অবস্থায় পেল, সে ব্যক্তি চার রাক'আত পড়বে। একথাই বলেন সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ বিদ্বানগণ' *(তিরমিযী হা/৫২৪-এর আলোচনা)*। একই কথা বলেন, ইমাম যুহরী, মালেক, নাখঈ, হাসান বছরী, আওযাঈ প্রমুখ *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৫৮)*।

অর্থাৎ জুম'আর নিয়তে ছালাতে যোগদান করবে এবং যোহর হিসাবে শেষ করবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৫, টীকা দ্রঃ)*। 'এর মাধ্যমে সে জামা'আতে যোগদানের পূরা নেকী পাবে' *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৬২১; ৩/৮১-৮২)*। অবশ্য রুকূ পাওয়ার সাথে সাথে তাকে ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতিহা পেতে হবে। কেননা 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*।

উল্লেখ্য যে, 'যে ব্যক্তি তাশাহহুদ পেল, সে ব্যক্তি ছালাত পেল' মর্মে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-তে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত আছারটি যঈফ *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/৮২; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২০২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : অনেক মসজিদে লেখা দেখা যায়, লাল বাতি জ্বললে কেউ সুন্নাতের নিয়ত করবেন না। এভাবে লেখা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুস সাত্তার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : মসজিদে উক্ত পদ্ধতি চালু করা ঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছালাত পড়তে থাকে আর জামা'আতের সময় হয়ে যায় তাহ'লে সে হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। এতে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ছালাতের নেকী পেয়ে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৭৪)*। উক্ত নেকী থেকে বঞ্চিত করে লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুল ও খাদ্যপাত্র চেটে খাওয়া এবং পাত্র হ'তে খাদ্য পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এর কারণ কি?

-ওবায়দুল্লাহ, ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : খাদ্যের কোন অংশের মধ্যে বরকত আছে, সেটি আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। তবে চেটে খাওয়ার ফলে জিহ্বা দিয়ে যে লালা বের হয়, তা হযমের সহায়ক। এর দ্বারা দেহে ইনসুলিন বৃদ্ধি পায়, যা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপকারী। এতদ্ব্যতীত হৃদরোগ, পেটের পীড়া ও মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য আঙ্গুল চাটা খুবই উপকারী বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত *(দ্রঃ 'সুন্নতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান' পৃঃ ১০৬-১০৭)*। মানবদেহের অধিকাংশ রোগ বদহযম থেকেই উৎপত্তি হয়। অতএব হযমের সহায়ক হিসাবে আঙ্গুল চেটে খাওয়ার সুন্নাতী অভ্যাস করা অতীব যরূরী। সেই সাথে কাটা চামচ দিয়ে খাওয়ার বদভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : 'যে ব্যক্তি চুপ থাকল সে মুক্তি পেল' হাদীছটি কি ছহীহ? এর ব্যাখ্যা কি?

-মাইদুল ইসলাম, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত (مَنْ صَمَتَ نَجَا) হাদীছটি ছহীহ *(তিরমিযী হা/২৫০১; ছহীহাহ হা/৫৩৬; মিশকাত হা/৪৮৩৬)*। উক্ত হাদীছে মন্দ কথা থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ ভালো কথা বলা ছেড়ে দিবে। বরং যেন সে সর্বদা উত্তম কথা বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে' *(বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৮; মিশকাত হা/৪২৪৩)*। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, আল্লাহ্‌র যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, সৎকর্ম করা, সত্য কথা বলা, মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া ইত্যাদি করা চুপ থাকা অপেক্ষা উত্তম। কেবল বাতিল কথা বলা থেকে চুপ থাকা প্রশংসনীয় *(আত-তামহীদ ২২/২০)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতরাজি ইচ্ছামত ভক্ষণ করা যাবে কি?

-ইয়াসীন, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : ইচ্ছামত সবকিছু ভোগ করা যাবে না, বরং সকল ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলতে হবে। আল্লাহ্‌র নে'মত ভোগ করার সময় সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ও স্বীকৃতি থাকতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৭২)* এবং সকল প্রকারের বাড়াবাড়ি ও অপচয় হ'তে দূরে থাকতে হবে *(আ'রাফ ৭/৩১)*। খাদ্যের বিষয়ে সর্বদা দু'টি মূলনীতি মনে রাখতে হবে, (ক) সেটি যেন হালাল হয় এবং (খ) পবিত্র হয় *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। তাই হারাম ও অপবিত্র বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তু খাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও, পান কর, ছাদাক্বা কর, পরিধান কর। যতক্ষণ না তাতে অপচয় ও অহংকার মিশ্রিত হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয় তোমাকে দু'টি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তা হ'ল অপচয় ও অহংকার *(বুখারী*

তা'লীক, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০, 'পোষাক' অধ্যায়)।

মিক্বদাদ বিন মা'দীকারিব হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, পিঠ সোজা রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র খাবে। যদি তার চেয়ে অতিরিক্ত খেতেই হয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করবে এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে' *(তিরমিযী হা/২৩৮০, মিশকাত হা/৫১৯২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ইরওয়া হা/১৯৮৩)।*

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : সংসার দেখাশুনার জন্য আমার পিতা দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে ছোটবেলা থেকেই বাসায় রেখেছেন। এক্ষেণে পিতা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাকে কিছু সম্পদ দিতে চান। শরী'আত অনুযায়ী সে সম্পত্তির অংশ পাবে কি?

-কামাল হোসাইন, শালিয়া, ঝিনাইদহ।

উত্তর : তাকে অছিয়ত স্বরূপ কিছু দান করা যাবে। যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১, 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (৪০/৮০) : ছালাত চলাকালীন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে ছালাত রত ব্যক্তি আলো জ্বালাতে পারে কি?

-শফীকুল ইসলাম, নগরপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এথেকে বিরত থাকাই উত্তম। কারণ সাধারণভাবে আলো না থাকা এমন কোন সমস্যা নয় যা ছালাতের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। বরং আলো জ্বালাতে গেলে ছালাতের প্রতি একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলো বিহীন ঘরেও ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৫১৩, মিশকাত হা/৭৮৬)।*

তবে কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে আলো জ্বালানো যেতে পারে। যেমন একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরজা বন্ধ করে নফল ছালাত আদায়রত অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) এসে দরজায় শব্দ করলে তিনি ক্বিবলার দিকে থাকা দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় ছালাতে ফিরে যান *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৫)।*